www.facebook.com/alipur.barta.5

ইন্টারনেট সংস্করণ: http://www.alipurbarta.org

চলছে রাজনৈতিক ধারাবাহিক

বিপন্ন গণতন্ত্র

চারের পাতায়

আলিপুর বার্তা

১৯৬৬–২০১৫

ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

যাওয়া আসার পথে পথে

পাঁচের পাতায়

কলকাতা ঃ ৪৯ বর্ষ, ৩৬ সংখ্যা, ১৮ আষাঢ় – ২৪ আষাঢ়, ১৪২২ ঃ ৪ জুলাই – ১০ জুলাই, ২০১৫

Kolkata : 49 year : Vol No.: 49, Issue No. 36, 4 July - 10 July, 2015 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

অনিলায়নের সার্থক উত্তরসূরী এখন টিএমসিপি

পার্থসারথি গুহ

কিছুদিন আগে এক শিক্ষকের সঙ্গে হঠাৎই রাস্তায় দেখা হয়ে যায়। পড়ানোর ক্ষেত্রে সেই শিক্ষকের সুনাম ছিল সর্বজনবিদিত। এমনকি বখে যাওয়া, খুব সাধারণ মানের ছাত্রছাত্রীদেরও ব্যাপক পরিবর্তন এনে দিতে ওই শিক্ষক ভদ্রলোকের জুড়ি মেলা ছিল ভার। তবে মাঝে মধ্যে ছেলেপুলেদের 'টাইট' দিতে বেত ব্যবহার করতে দেখা যেত ওঁনাকে। এতদিন পর দেখা হওয়াতে নানা কথার ফাঁকে বেতের হালচাল শুধাই তাঁকে। জবাবে সেই শিক্ষক রমেশবাবু বলেন, 'নারে, এখন আর সেই দিন নেই। বেত তো দূরের কথা সামান্য বকাবকি করতেও ভয় লাগে।' আসলে আমাদের এই শিক্ষকের বক্তব্য একটি উদাহরণ মাত্র। বর্তমানে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা এমনই একটি অচলাবস্থায় বিরাজমান যে, এখানে প্রায়শই ছাত্র কিংবা অভিভাবকদের রোষের শিকার হচ্ছেন শিক্ষকরা। যাঁদের পিতৃমাতৃতুল্য গুরুজন হিসাবে চিরকাল অভিহিত করা হয়েছে সমাজে আজ তাঁরাই সন্তানসম ছাত্রছাত্রীদের কাছে প্রায়শই অপদস্ত হচ্ছেন।

আসলে উপরোক্ত যে ঘটনাটি অর্থাৎ শ্রদ্ধেয় শিক্ষকের সঙ্গে যে বার্তালাপ তুলে ধরা হল, সেটা একযুগ আগেও খুবই প্রযোজ্য ছিল। গত ১০–১৫ বছর যাবৎ এই চিত্রেই বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে পরিপূর্ণভাবে। যা সাধারণ মফঃস্বলের স্কুল থেকে শুরু করে পা রেখেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠেও। যার সর্বশেষ জলজ্যান্ত উদাহরণ হল, গত বুধবার, ১ জুলাই ভরদুপুরে রাজ্যের শাসক দলের ছাত্র সংগঠন টিএমসিপির কুৎসিত আস্ফালন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা তো বটেই শাসক দলের ছাত্রসংগঠনের ধাক্কাধাক্কি থেকে বাদ গেলেন না খোদ উপাচার্য –সহ উপাচার্যরা। ঘটনাটির সূত্রপাতও

যাদবপুরের পর রক্তাক্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

খানিকটা মাতব্বরি মারা গায়ের জোয়ারি মনোভাব থেকে। পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সংগঠন 'কুটা' উপাচার্যের ঘরের সামনে তাদের ধর্নায় বসতে যাচ্ছিলেন। এই সময়ে শিক্ষক সংগঠনের নেতারা লক্ষ্য করেন তাদের ধর্নাস্থলের জায়গায় বসে আছে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্যরা। শিক্ষকরা তাদের সরে যেতে বললে আগুনে ঘি পড়ার মতো অবস্থা হয়। যাতে নেতৃত্ব দিতে দেখা যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক সৌরভ অধিকারীকে। এক সময় তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি শঙ্কুদেব পন্ডার অনুচর হিসাবে বেশ 'সুখ্যাতি' অর্জন করেছিল সৌরভ। সেই সময়, কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের বিভাগীয় প্রধানকে প্রহারের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিল সে। এই ধারা অব্যাহত রেখে গত বছর রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী সূর্যকান্ত মিশ্রের কন্যা রোশেনারা মিশ্রকেও মারধর করে সৌরভ। তখন বারংবার ছাত্র সংগঠনের এই 'হার্মাদ' নেতাকে আগলে রাখতে দেখা যেত তৎকালীন সভাপতি শঙ্কুদেবকে। এহেন শঙ্কুর বিদায়ের পর সংগঠনের সভাপতি অশোক রুদ্রের ঘনিষ্ঠ হতে বেশি সময় নেয়নি সৌরভ। মূলত, তার আগ্রাসী অ–ছাত্রসুলভ গুন্ডামির জন্যই কালিমালিপ্ত হল শাসকদল তৃণমূল। এই ঘটনার নিন্দা করলেও এখনও পর্যন্ত শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় বা শাসক দলের অন্য নেতাদেরও সেভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে দেখা যাচ্ছে না এইসব 'দুষ্ট গরুদের'। উল্লেখ্য, কিছুদিন আগে কলকাতা তথা দেশের অন্যতম সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়তেও এক অরাজক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। সেখানে অবশ্য শাসকদলের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত উপাচার্য কলুষিত হয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রছাত্রীদের পুলিশ দিয়ে খেদানোর অভিযোগে। প্রথমদিকে রাজ্যের শাসকদল উপাচার্যের পাশে দাঁড়ালেও লাগাতার ছাত্র বিক্ষোভ এবং বিদ্বজনদের প্রতিবাদের ফলে পিছু হঠতে বাধ্য হয়। পরিণামস্বরূপ যাদবপুরের সেই বিতর্কিত উপাচার্য অভিজিতবাবুকে সরে দাঁড়াতে হয়। যাদবপুরের ঘটনার ভাইরাস এবার ছড়িয়েপড়ল আরও এক ঐতিহ্যশালী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। এবার অবশ্য উলটপুরাণ পরিলক্ষিত হল, যাতে খোদ উপাচার্যকেই হেনস্থার মুখে পড়তে হল প্রিয় ছাত্রদের।

এই লেখার শুরুতে উল্লেখ করেছিলাম নিজের এক শিক্ষকের কথা। অথচ গত বেশ কয়েক বছর ধরে এঁদের দাপট আজ ম্রিয়মান। এর পিছনে স্কুল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রাজনীতি যে অন্যতম খলনায়ক তা বলাবাহুল্য। হালফিলে রাজ্যের যে কোনও ছাত্রাঙ্গনে গোলমালের পিছনে শাসকদল তৃণমূলের ছাত্র সংগঠনের নাম শোনা যাচ্ছে। আদতে রাজ্যের শিক্ষার বাতাবরণে এই নক্কারজনক পরিবেশ তৈরির পিছনে প্রধান ভূমিকা কিন্তু ৩৪ বছরের শাসন চালিয়ে আসা বামপন্থী সরকারের। মূলত, সিপিএমের প্রাক্তন রাজ্য সম্পাদক প্রয়াত অনিল বিশ্বাসের আমলে রাজ্য জুড়ে শিক্ষাঙ্গনে লাল আস্ফালন ছড়িয়ে পড়তে থাকে এসএফআই বা ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের বকলমে। এখন সিপিএমের সেই ছাত্র রাজনীতির বিষ পান করে আগুয়ান হয়ে চলেছে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। যার ভুক্তভোগী হতে হচ্ছে সাধারণ ছাত্র ছাত্রী থেকে শ্রদ্ধেয় শিক্ষক–শিক্ষিকাদের।

দিনগুলি মোর ...

সাত দিন, সাত সকাল, সাত রং। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা রঙ ছড়িয়ে রেখে গেল। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে আমাদের এই নতুন বিভাগ দিনগুলি মোর। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : ইউরোপের ফ্রান্সে, আফ্রিকার তিউনিশিয়ার ও এশিয়ার কুয়েতে নৃশংস জঙ্গি হানা। প্রকাশ্যে মুন্ড কেটে ফ্রান্সে জঙ্গিদের উৎসব। আফ্রিকার তিউনিশিয়ার এক রিসর্টে বন্দুকবাজের গুলিতে প্রাণ দিলেন ৩৭ জন। এশিয়ার কুয়েতে মসজিদে প্রার্থনার সময়ে মানববোমায় নিহত হলেন ২৭ জন।

বিশ্বভারতীর উপাচার্য সুজাত দত্তগুপ্তকে আর্থিক অনিয়ম, যৌন হেনস্থা ও স্বজনপোষণের অভিযোগে শোকজ করল কেন্দ্র।

রবিবার : ছুটির দিন জমিয়ে দিল এল কে আডবানীর বাণী। বুঝিয়ে দিলেন অভিযোগ উঠলে পদ ছাড়তে হয়। তীর যে সুষমা, বসুন্ধরা, পঙ্কজা ও স্মৃতির দিকে বুঝতে অসুবিধা হল না।

সোমবার : প্রশ্ন ফাঁস হয়ে গিয়েছে। হাজার হাজার ছেলেমেয়েকে হয়রানিতে নাজেহাল করে বাতিল হয়ে গেল আইটিআই পরীক্ষা। যাদের জন্য এই কান্ড তাদের কি শাস্তি হবে। বলবে সিআইডি। কথা আছে পরীক্ষা হবে পাঁচ জুলাই।

মঙ্গলবার : এই দিনটা মুকুলের। নিজাম প্যালেসে তৃণমূলের প্রাক্তন সর্বভারতীয় সম্পাদক মুকুল রায়ের ইফতার পার্টির দিকে তাকিয়ে ছিল গোটা বাংলা সারাদিন। ভিড় করেছিলেন সাংবাদিকরা। মুকুল নাকি নতুন দল ঘোষণা করবেন। দিনের শেষে অশ্বডিম্ব। এখনও রহস্য জিইয়ে রাখলেন মুকুল। তবে হাজিরা কিন্তু অন্য ইঙ্গিত দিচ্ছে। এর মধ্যে মুকুলের পার্টিতে গিয়ে সাসপেন্ড হয়ে গেলেন তৃণমূলের বিধায়ক শিউলি ও শীলভদ্র।

বুধবার : ভোরেই চমক। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করলেন দু'লক্ষ চাকরির। এত টানাটানির মাঝে এও কি সম্ভব? ভোটের আগে সবই সম্ভব। তবে চাকরির প্রতিশ্রুতি আগে বাস্তবে রূপ পাবে কিনা তা নিয়ে বেজায় ধন্দে জনগণ। ঠিক বেঠিক সেতো ভবিষ্যতই বলবে।

বৃহস্পতিবার : বারবেলায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধঃপতন। নোংরা রাজনীতির পীঠস্থান হয়ে উঠল বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গন। সামাল দিতে পারলেন না উপাচার্য। পদের লোভে তিনিও রাজনীতির পুতুল হয়ে গেলেন। আর কত পিছবে এই ঐতিহাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কে জানে।

শুক্রবার : ফের ধস পাহাড়ে। পর্যটকদের স্বপ্নভূমি এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত। প্রাণ দিয়েছেন অসহায় পাহাড়বাসী। আরও প্রাণ চাপা পড়ে আছে কিনা খোঁজ চলছে তার। তারই মধ্যে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে কাছে আসার প্রতিযোগিতা। মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যে ত্রাণ বিলিও করেছেন। টেটের ফর্ম বিলি নিয়ে বিভ্রান্তি। অব্যবস্থা, অশান্তি কলকাতা সহ জেলায় জেলায়। গুটিকয়েক ব্যাঙ্কে ফর্ম দেওয়ার ব্যবস্থা হওয়ায় অশান্তি চরমে। মানুষ প্রশ্ন করছে এই পরিস্থিতি কি ইচ্ছা করে তৈরি করা হচ্ছে সরকারের বদনাম করার জন্য নাকি কর্তাদের অযোগ্যতা।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

জঙ্গি হানা রুখতে উপকূল এলাকার নিরাপত্তায় জোর

কুনাল মালিক

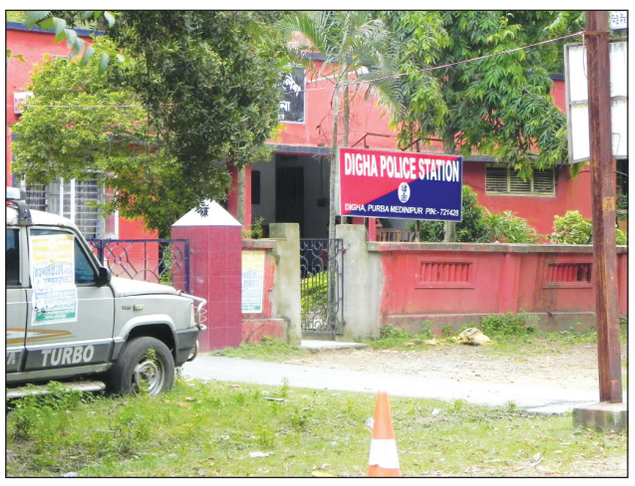

রাজ্যের উপকূলবর্তী এলাকার জলপথে নজরদারি বাড়াতে রাজ্য সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক অনেক আগেই সতর্ক করে চিঠি দিয়েছে। সুন্দরবন সহ রাজ্যের উপকূল এলাকায় সব রকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে কেন্দ্র। কিছুদিন আগে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং সীমান্ত এলাকা পরিদর্শনও করেছেন। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের খবর, আগের থেকে এ রাজ্যের নদী উপকূলবর্তী সীমান্ত এলাকায় গরু পাচার ও অবৈধ অনুপ্রবেশ কিছুটা কমেছে। তবে এই বর্ষার সময় উপকূল এলাকার অনেক মৎসজীবী গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যান, এসময় জলদস্যু হানা বেড়ে যায়। তাছাড়া মৎস্যজীবীদের ভিড়ে অনুপ্রবেশ ও জঙ্গি হানার সম্ভবনা আছে। তাই কেন্দ্রীয় সরকারের বিএসএফ ও উপকূল রক্ষী বাহিনীকে সতর্ক করা হয়েছে। রাজ্যে উপকূল এলাকায় যেকটি কোস্টাল থানা আছে তাদেরও সতর্ক করা হয়েছে। থানাগুলি হল ফ্রেজারগঞ্জ, মইপীঠ, সুন্দরবন, হেমনগর, দীঘা, মোনো এবং তালপাট্টি ঘাট। নবান্ন সূত্রের খবর, কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া এই থানাগুলির জলযানগুলিকে পাল্টে দেওয়ার জন্য সরকারের তরফে কেন্দ্রকে জানানো হয়েছে। কারণ এই পুরনো মডেল জলযানগুলিকে দিয়ে ঠিকভাবে পরিষেবা দেওয়া যাচ্ছে না। নবান্ন সূত্রে জানা যাচ্ছে উপকূল এলাকার নিরাপত্তা বাড়ানোর জন্য আগামী দিনে রাজ্যে নতুন আটটি কোস্টাল থানা হবে। থানাগুলি হল জুনপুট, মন্দারমণি, নয়াচর, ডায়মন্ড হারবার, হারউড পয়েন্ট, গঙ্গাসাগর, গোবর্ধনপুর, ও ঝড়খালী। বাম আমলে উপকূল এলাকার নিরাপত্তায় তেমন জোর দেওয়া হয়নি। বর্তমান রাজ্য সরকার এখন উপকূল এলাকার নিরাপত্তা নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। জানা যাচ্ছে রাজ্যের সামগ্রিক উপকূল এলাকার নিরাপত্তার জন্য ''মেরিন পুলিশ'' নামে পৃথক একটি ব্যাটেলিয়ন তৈরি করার ইচ্ছা আছে রাজ্য সরকারের।

সাত শহরের ভবনগুলি এবার অডিটের মুখে

ওঁকার মিত্র

২০১১ সালের জনগণনা বলছে ভারতবর্ষে শারীরিক অক্ষম মানুষের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ২.২ শতাংশ। যদিও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাবে এটা ৮ শতাংশ। সে যাই হোক এখন প্রশ্ন উঠেছে এই বিপুল সংখ্যার মানুষগুলোর সরকারি–বেসরকারি জনভবনগুলোয় আদৌ কি কোনও প্রবেশাধিকার আছে? নিজেদের অধিকার, পরিষেবা বুঝে নিতে তাদের জন্য কি এই ভবনগুলি সুগম? অন্য ব্যবস্থার কথা বাদই গেল জনভবনগুলিতে অক্ষম মানুষদের প্রবেশের জন্য সামান্য র‍্যাম্পটুকু আছে কি? আচ্ছা ভবনগুলির লিফটে অন্ধ মানুষদের জন্য কি ব্রেইল ইনডিকেটর লাগানো যায় না? শৌচাগারে কি অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখা যায় না? ভবনগুলির রিসেপশনে কি হুইল চেয়ার বা সাহায্যের জন্য কর্মীর ব্যবস্থা করা যায় না?

এই সব প্রশ্নের উত্তর পেতে খুব শীঘ্রই সোশ্যাল জাস্টিস অ্যান্ড এমপাওয়ারমেন্ট মন্ত্রক জনভবনগুলিতে 'অ্যাকসেসিবিলিটি অডিট' চালু করতে চলেছে। এজন্য ভারত সরকার শুরু করেছে 'সুগম্য

ভারত অভিযান'। মন্ত্রকের যুগ্মসচিব অনিশ কুমার অগস্তি জানালেন, প্রাথমিক ভাবে ১০০টি ভবনে এই অডিট হবে। এজন্য প্রথমস্তরে বেছে নেওয়া হয়েছে, দিল্লি, আমেদাবাদ, চেন্নাই, গুরগাঁও, গুয়াহাটি, জয়পুর এবং মুম্বইকে। উল্লেখ্য, এই স্তরে আসতে পারেনি দেশের অন্যতম মেগাসিটি কলকাতা। এজন্য মন্ত্রক একটি ওয়েব পোর্টাল এবং অ্যাপসও চালু করতে চলেছে। এরপর অন্য শহরেও এই অডিট চলবে। প্রথম দিকে যাদের পরিকাঠামো অপেক্ষাকৃত ভালো তাদেরকে বাছা হয়েছে।

আসলে অনেক পরে ঘুম ভেঙেছে সরকারের। বহুদিন আগেই 'পার্সন্স উইথ ডিসএবিলিটি (ইকুয়াল অপারচুনিটিস প্রোটেকশন অফ রাইটস অ্যান্ড ফুল পার্টিসিপেশন) অ্যাক্ট ১৯৯৫ চালু হয়েছে। এই আইনের ৪৪ নম্বর ধারায় রয়েছে নানা সুযোগ সুবিধা দেওয়ার কথা। এমনকি ভবনগুলিতে শুধু সক্ষম নয় অক্ষম মানুষদের জন্য কি কি সুবিধা থাকা উচিত তার জন্য রয়েছে 'ইউনিফর্ম ফেডেরাল অ্যাকসেসিবিলিটি স্ট্যান্ডার্ড।' কিন্তু এইসব আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে চলছে নির্মাণ ও তাতে কায়েম হচ্ছে সক্ষমদের একচেটিয়া অধিকার। এতদিন আইন থাকা সত্ত্বেও দেশের বিপুল সংখ্যার শারীরিক অক্ষম মানুষদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে একটি গণতান্ত্রিক দেশের একের পর এক নির্বাচিত সরকার। আজ দুর্নীতি নিয়ে নানা কথা হয়। এই দুর্নীতিতে জড়িয়ে যারা দিনের পর দিন বঞ্চিত করল তাদের বিরুদ্ধে কোনও তদন্ত হবে কি?

চিকিৎসকের বিরুদ্ধে মহিলাদের ডেপুটেশন

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার

গত ৩০ জুন বিকালে দন্ত চিকিৎসক প্রসেনজিৎ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে প্রায় ২০০ মহিলা ম্যাটাডোর করে ডেপুটেশন দিতে আসে সোনারপুর থানায়। মহিলাদের অভিযোগ এলাকার এক মহিলাকে খুব নোংরা ভাষায় কটুক্তি করেছেন ওই চিকিৎসক। মহিলাদের হাতে ছিল অবিলম্বে দন্ত চিকিৎসককে গ্রেফতার করতে হবে লেখা প্ল্যাকার্ড। সেই সঙ্গে চলছিলো শ্লোগান। ঘটনাটি ঘটে ২১ জুন। এক মহিলা সোনারপুর থানায় চিকিৎসকের কটুক্তির অভিযোগ দায়ের করেন।

সোনারপুর থানা

কিন্তু পুলিশ কিছুই করেনি। যার ফল এই বিক্ষোভ। সোনারপুর থানা জানিয়েছে মহিলার অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমেছে পুলিশ। মহিলাদের দাবি তদন্ত ঢিমে তালে চালিয়ে পুলিশ আস্তে আস্তে ধামা চাপা দিতে চাইছে পুরো ব্যাপারটা। 'কিন্তু আমরা তা হতে দেবো না। আর কিছুদিন দেখে আমরা ফের সোনারপুর থানা ঘেরাও করবো।' সমস্বরে জানালেন ডেপুটেশনে সামিল মহিলারা। অভিযুক্ত চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেও তাকে পাওয়া যায়নি। এই ডেপুটেশনের ডামাডোলে থানার সামনে কিছুক্ষণের জন্য ব্যাপক ট্রাফিক জ্যামের সৃষ্টি হয়। নাস্তানাবুদ হতে হয় পুলিশকে।

ঘূর্ণিঝড়ের সতর্কতা

লট ৮–এ অটো ওয়েদার স্টেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কাকদ্বীপ ব্লকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের উদ্যোগে মঙ্গলবার এক সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই শিবিরে উপস্থিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের যুগ্ম সচিব প্রসন্নকুমার মন্ডল বলেন পূর্ব–মেদিনীপুর, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা সমুদ্র ও নদী বেষ্টিত এলাকা। এই এলাকাগুলি ঘূর্ণিঝড় প্রবণ, তাই এখানকার মানুষকে আরও বেশি সচেতন থাকতে হবে। রেডিও বা দূরদর্শনের মাধ্যমে খবর পাওয়ার পর প্রথমেই প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যেমন জমির দলিল, পরিচয় পত্র, এটিএম কার্ড একটি প্লাস্টিক মুড়ে সেটিকে সঙ্গে রাখুন। স্থানীয় প্রশাসনের নির্দেশ মেনে চলুন।

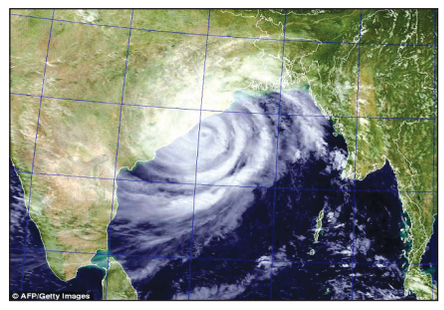

যেহেতু এই জেলাগুলোতে নদীপথে যাতায়াত করতে হয় সে জন্য তিনি বেশি যাত্রী উঠেছে কিনা তা দেখে নৌকাতে উঠতে পরামর্শ দেন। কাকদ্বীপের বিডিও অভিজিৎ চৌধুরি এই প্রসঙ্গে ২০১০ সালের মা দুর্গা ট্রলার ডুবির ঘটনা উল্লেখ করেন। কাকদ্বীপ মহকুমার এসডিও অমিত কুমার নাথ বলেন কাকদ্বীপ মহকুমার বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য ১০টি ফ্লাড সেন্টার করা রয়েছে। উল্লেখ্য কাকদ্বীপ ব্লকে লট নং ৮–এর ইসরোর সহযোগিতায় একটি অটো ওয়েদার স্টেশনের কাজ চলছে। যেখান থেকে উপকূলবর্তী মানুষ ও মৎস্যজীবীদের ঘূর্ণি ঝড় সম্পর্কে আগাম সতর্কতা দেওয়া হবে। এদিনের সচেতনতা শিবিরে উপস্থিত ছিলেন কাকদ্বীপ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বুদ্ধদেব দাস, কাকদ্বীপ মৎস্যজীবী সমিতির সম্পাদক বিজন মাইতিসহ রাজ্য ও ব্লক প্রশাসনের সরকারি আধিকারিকরা।

Alipur Barta : 49 year : Vol No.: 49, Issue No. 36, 4 July - 10 July, 2015

গ্রিসের গজরানিতে সঙ্কট ঘনাচ্ছে বিশ্বে

ভারতের বাজারে ঘুরে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত স্পষ্ট

শুদ্ধাশিস গুহ

একা আমেরিকা বা ইউরোপ নয়, এখন শেয়ার বাজারের ওঠানামার ক্ষেত্রে জড়িয়ে গিয়েছে অন্ধ কবি হোমারের দেশও। যে শৌর্য এবং বলশালীতার জন্য গ্রিস বিখ্যাত তাদের গোঁড়া মতাদর্শের জন্য ভুগতে হচ্ছে গোটা পৃথিবীকে। মার্কিন দুনিয়ায় কি হচ্ছে না হচ্ছে তার প্রভাব অনেকসময় খুব গুরুতরভাবে প্রকট হয় ভারত এবং অন্যান্য দেশের শেয়ার বাজারে। আমেরিকা ছাড়াও ইউরোপ এবং এশিয়ার পুঁজিপতি দেশের নড়াচড়ার ওপরেও ভারতীয় আর্থিক বাজার কিছুসময় নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। যেমন এখন ভারত শুধু নয় গোটা দুনিয়ার অর্থনীতির ওপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব পড়ছে গ্রিসের সঙ্কট। আসলে সেই মান্ধাতার ধ্যান–ধারণা নিয়ে যে বামপন্থী দলটি গ্রিসে ক্ষমতাসীন হয়েছে তারা আর্থিক সংস্কারের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে ইউরোপীয় ইউনিয়ন–সহ ইউরোপের বিভিন্ন প্রভাবশালী দেশ গ্রিসের সাহায্যে এগিয়ে আসতে চাইছে না। ফ্রান্স, জার্মান, ইংল্যান্ড প্রভৃতি দেশের সাফ কথা, আগে সংস্কারের পথ নাও। তবে যাবতীয় অর্থ সাহায্য করা যাবে সঙ্কট থেকে বেরিয়ে আসার। এখানেই আবার গ্রিসের প্রধানমন্ত্রী সস্তা জনপ্রিয়তার আশ্রয় নিয়ে গণভোট ডেকে বসেছেন সঙ্কট নিরূপণের উপায় হিসেবে। তিনি ভুলে গিয়েছেন এভাবে সমস্যার সমাধান তো হয়ইনা বরং এতে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে যেতে হয়। মনে রাখা দরকার ২০০৮ সালে মার্কিন মুলুকে ড্যারেন লেম্যানের ধসের পর সারা দুনিয়ার অর্থ বাজারে যে থরহরিকম্প হয়েছিল তার প্রভাব পড়েছিল ভারতেও।

আসলে এর নাম বিশ্বায়ন। এতে অস্বাভাবিকতা কিছু নেই। এখন অর্থনীতির মোড়কে দুনিয়ার তামাম দেশ নিজেদের মধ্যে এক অদ্ভুত যোগসূত্র গড়ে তুলেছে। সেই নব্বইয়ের দশক থেকেই এই ধারা চলে আসছে। যার মধ্যে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে গিয়েছে ভারতের নামও। শেয়ার বাজার সবসময় সন্ধান করে কিছু উপাদানের, যা কখনও নেতিবাচক আবার কখনও বা ইতিবাচক ভূমিকা নিয়ে থাকে। কারণ খবর বা উপাদানের নিয়মিত যোগান ছাড়া বাজার এগোতে পারেনা কখনওই। এই উপাদান একাধারে মার্কিন মুলুক থেকে ইউরোপ–হয়ে নানাভাবে ভারতের মতো তৃতীয় বিশ্বের উন্নতশীল মঞ্চে বড় প্রভাব ফেলে থাকে। তবে সবসময় এইসব বিদেশের খবরাখবরের দিকে ভারতীয় অর্থনীতি বা অর্থবাজার তাকিয়ে থাকেনা। সেখানে অনেকসময় জায়গা করে নেয় ভারতের কোনও গুরুত্বপূর্ণ সমাচার। এইরকম উদাহরণ আছে ভুরিভুরি। ভারতের নিফটি এবং সেনসেক্সের ওপর এর প্রভাব মারাত্মক আকারে ঘনীভূত হয়েছে বারংবার।

ভারতের যেসব বিষয় সরাসরি বাজারের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত বা প্রভাবিত করে থাকে তার মধ্যে প্রথমেই নজরে আসবে ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচন পর্ব। উল্লেখ সেবার দ্বিতীয়বারের জন্য ক্ষমতায় আসে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ, যাকে ইউপিএ–২ বলেই চিনে থাকেন ভারতবাসী। কেন্দ্রে যে স্থায়ীভাবে কোনও সরকার আসতে চলেছে তা বোঝা যাচ্ছিল ভোট গণনার এক–দুদিন আগে থেকেই। নিফটি এবং সেনসেক্স উভয়ই উর্দ্ধমুখ ধারণ করেছিল। তাও গণনার ঠিক প্রাক মুহূর্তে নিফটি দাঁড়িয়েছিল ৩৬০০–র কাছাকাছি। কেউ ভাবতেই পারেনি যে এখান থেকে বাজার পরেরদিন অর্থাৎ সোমবার বিশাল একটা উচ্চতায় গিয়ে পৌঁছাবে। সেই অবাস্তব ঘটনাই স্বপ্নের মতো বাজারে উত্তোলিত হয়। শনিবার গণনা শেষে দেখা যায় যাবতীয় অনিশ্চয়তা কাটিয়ে ফের মনমোহন সিং গঠন করতে চলেছেন দ্বিতীয় ইউপিএ সরকার। তফাতের মধ্যে যাতে সামিল হতে চলেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেস। আগেরবারের জোটসঙ্গী সিপিএম তথা বামপন্থীরা পরমাণু ইস্যুকে (খায় না মাথায় মাখে কেউ জানে না) সামনে রেখে চলে যায় ইউপিএ–২–এর বৃত্তের বাইরে। যদিও বামেদের এই বেরিয়ে যাওয়া শেয়ার বাজারকে খুশি করেছিল (তখনও বোঝা যায়নি বামেদের বদলে সমর্থক হিসেবে আবির্ভূত তৃণমূল বামেদের থেকেও গোড়া বা কট্টর বাম)। যাক মনমোহন সিংয়ের এই ফিরে আসার নেপথ্যে বাজার রীতিমতো চাঙ্গা হয়ে ওঠে। ভারতীয় শেয়ার বাজারের ইতিহাসে রেকর্ড তৈরি করে সেদিন নিফটি এবং সেনসেক্স চলে যায় বিশাল এক উচ্চতায়। ভারতীয় বাজারে প্রথমবারের জন্য ডবল বাইং ফ্রিজ শব্দের উৎপত্তিও ঘটে একসঙ্গে। যে নিফটি আগের দিন ছিল ৩৬০০–র ঘরে তা চলে যায় ৪৭০০–র ঘরে। বলাইবাহুল্য এই প্রবল ইতিবাচক ভারতীয় উপাদানে সমৃদ্ধ খবরের জেরে একইসঙ্গে ভারতীয় শেয়ার বাজারের মন্দা বা রিশেসনের বন্ধাত্ব থেকেও মুক্তি পায়। উল্লেখ্য এর আগে পতনের ক্রমাগত ধাক্কায় ভারতীয় নিফটি চলে গিয়েছিল ২২০০ এবং সেনসেক্স আট হাজারের কাছে পিঠে। সেদিক থেকেও বলা চলে ভারতীয় বাজার রাহুমুক্ত হয় ওই বিশেষ ট্রেডিং–এর দিনে। কোনও বিদেশি খবরের জেরে নয় নিখাদ ভারতীয় ঘটনাবলী এভাবে বাজারকে চাঙ্গা করেছে এই উদাহরণ হয়তো খুব বেশি মিলবে না।

অর্থনীতি

ভারতীয় বাজারের ওই ঐতিহাসিক দিনটির কাছাকাছি যদি রাখা যেতে পারে তাহলে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে গত বছরের মে মাসে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ–র নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা লাভ করা। জোটবদ্ধভাবে ভোটে লড়াই করলেও মোদির ক্যারিশ্মায় বিজেপি একাই গরিষ্ঠতা পায় এই নির্বাচনে। ইউপিএ–২ সরকার গঠনের মতো একদিনে ব্যাপক বৃদ্ধি এখানে পরিলক্ষিত হয়নি। বরং মোদির নেতৃত্বে বিজেপি যে কেন্দ্রে ভালোভাবে ক্ষমতা দখল করতে চলেছে এই সমীক্ষার এবং সংবাদের পরিণামে ভারতীয় নিফটি এবং সেনসেক্স বেশ কিছুদিন থেকেই এক বড় আকারে উত্থানের সোপান গড়ে তুলেছিল। যা ত্বরান্বিত হয় মোদি ক্ষমতাসীন হওয়ার পর। যেহেতু আগেই বাজার আন্দাজ করেছিল এরকম কিছু ঘটতে পারে তাই মার্কেট র‍্যালি শুরু হয়ে গিয়েছিল বিস্তর আগেই। তাও মোদি যখন প্রত্যাশাকে ছাড়িয়েও অসাধারণ এক ফল গড়ে নজির রচলেন তখন বলা যেতে পারে বাঁধ ভেঙে গেল। যার রেশ এখনও জারি রয়েছে সমানে। মনমোহন সিং দ্বিতীয় ইউপিএ গঠনের সময় ভারতীয় বাজার যদি আর্থিক মন্দা থেকে বেরিয়ে আসে তাহলে মোদির এই বর্ণময় আবির্ভাবে ভারতীয় বাজার নয়া বুল রানের সূচনা করে। যে তেজি ঘোড়া ক্রমশ শক্তিশালী হয়েছে মোদির একের পর এক সাহসী সংস্কারমুখী পদক্ষেপ এবং বিদেশ সফরের মধ্যে দিয়ে।

সম্প্রতি ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর রঘুরাম রাজনের কিছু বাস্তবমুখী সিদ্ধান্ত ভারতীয় বাজারকে ইতিবাচক রসদ জোগাচ্ছে। সুদের হার কমানোর ক্ষেত্রে রঘুরাম সাহেবের মাস্টার স্ট্রোক ফলদায়ী হয়েছে বাজারে। জানুয়ারি, মার্চ এবং সর্বোপরি মে মাস মিলিয়ে তিনদফায় সুদের হার ৭৫ বেসিসে কমানো হয়েছে। এর পর আবার রেট কাট হবে কিনা তার জন্য মুদ্রাস্ফীতির নিয়ন্ত্রণে থাকা জরুরি বলে বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে। বাজার আগেই বুঝতে পেরেছিল মুদ্রাস্ফীতি কমে আসায় সুদের হার ফের কমবে।তাই হালফিলে যে সংশোধনী বা কারেকশন হয়েছে তা একেবারেই নিয়ম মেনে। এই আলোচনায় একটা অংশ অবশ্য না তুলে ধরলে লেখাটাই ঠিকমতো উত্থাপিত হবে না। তা হল বর্তমান সরকারের অরুণ জেটলির হয়ে যেমন ব্যাট ধরতে দেখা যাচ্ছে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মাননীয় গভর্নরকে তা কিন্তু রঙ্গরাজন গভর্নর থাকার সময় একেবারেই পাননি গত ইউপিএ সরকারের অর্থমন্ত্রী চিদম্বরম। জেটলি যে সংস্কারের পথ ধরেছিলেন সেই একই রাস্তায় গাড়ি চালাচ্ছিলেন চিদম্বরমও। কিন্তু ক্রমবর্দ্ধমান মুদ্রাস্ফীতি এবং তৎসংলগ্ন মূল্যবৃদ্ধির অজুহারে তখনকার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গভর্নর একেবারেই সাহসী হননি। তবে ক্রুড অয়েলের তৎকালীন বেড়ে থাকা অবশ্য এক্ষেত্রে চিদম্বরমের পরিকল্পনাকে ব্যাহত করেছে। অথচ সেই পালানিয়াপ্পন চিদম্বরমের দেখানো পথে হেঁটেই কিন্তু প্রগতির ফসল কুড়াচ্ছেন অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি।

পরিশেষে যেটা বলা বিশেষ প্রয়োজন মানে যে বিদেশি খবরের উপাদান নিয়ে আলোচনা না করলে লেখাটি অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে তা হল আমেরিকার প্রধান ব্যাঙ্ক ফেড কবে সেদেশে সুদের হার বাড়াবে। এক্ষেত্রেই ভারত–সহ বিশ্ব বাজারে একটা সাময়িক ধ্বস কেন্দ্রীভূত হতে পারে। তবে সেই সিদ্ধান্ত ঘনীভূত হতে হতে এই বছর গড়িয়ে যাবে বলে ধারণা কিছু শেয়ার বাজার পণ্ডিতের।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৪ জুলাই – ১০ জুলাই, ২০১৫

মেষ : কোমরের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পাবে। গৃহ–ভূমি ও জমি–জমা সম্পর্কিত বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। কর্মস্থলে উর্ধ্বতন লোকেরা আপনাকে ভাল চোখে দেখবে। কর্মে পদোন্নতির যোগও রয়েছে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। শিল্পীদের পক্ষে সময়টি শুভ।

বৃষ : পত্নীর শরীর ভাল যাবে না। পূর্বকল্পিত কাজগুলি সুসম্পন্ন করতে সক্ষম হবেন এবং প্রশংসা পাবেন আর্থিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। বিবিধ সমস্যা এলেও আপনি সাফল্য পাবেন। শিক্ষায় শুভ ফলে বাধার যোগ।

মিথুন : উচ্চমার্গের মানুষের সাথে যোগাযোগ হবে এবং তাঁদের দ্বারা আপনি উপকৃত হবেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। ব্যবসায় লাভযোগ লক্ষিত হয়। গৃহে আত্মীয় সমাগমে ঘটবে। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে শুভযোগ রয়েছে। কর্মস্থলে গুপ্ত শত্রুতার যোগ।

কর্কট : দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে কিঞ্চিৎ বাধা আসবে। তথাপি আপনি সাফল্য পাবেন। শিক্ষায় সাফল্যের যোগ রয়েছে। কর্মস্থলে পদোন্নতির যোগ রয়েছে। সপ্তাহের শেষে আয় যোগ বৃদ্ধি পাবে। শিরঃপীড়ায় অথবা চক্ষুপীড়ায় কষ্ট পাবেন। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে শুভফল পাবেন।

সিংহ : লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন না। মনের দোদুল্যমান অবস্থার জন্য ক্ষতি হয়ে যাবে। আর্থিক বিষয়ে বাধা এলেও চেষ্টা করলে আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। কর্মস্থলে সাবধানে চলতে হবে। দৈব–দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। সাবধানে চলাফেরা করতে হবে।

কন্যা : গৃহভূমি সম্পর্কে শুভফলের যোগ রয়েছে। বন্ধু বা বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তির সাহায্য পাবেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। নূতন কোনও ব্যবসায় হাত দেবেন না। সপ্তাহের শেষে মানসিক শক্তি কমে যাবে। রক্তের উচ্চচাপজনিত পীড়ায় কষ্ট।

তুলা : নাতিদীর্ঘ তীর্থভ্রমণযোগ রয়েছে। নূতন কর্মলাভের যোগ এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বিবাহের যোগাযোগ হতে পারে। পিতার পক্ষে সময়টি ভাল। লেখাপড়ায় চেষ্টা করলে শুভ ফল পাওয়া যাবে। ব্যবসা–বাণিজ্যে ভাল ফল লক্ষিত হয়। ভাগ্যোন্নতির যোগ রয়েছে।

বৃশ্চিক : শরীর খুব ভাল যাবে না। অত্যধিক দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে আপনি হিমসিম খাবেন। ভ্রাতা বা ভগ্নীর সাহায্য পাবেন। শিক্ষায় ফল ভাল হবে। আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার উন্নতি ঘটবে আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। ব্যবসায় লাভ হবে। নূতন নূতন কাজের যোগাযোগ আসবে। মাথা ঠাণ্ডা রাখুন।

ধনু : আর্থিক বিষয়ে বাধা এলেও আপনি অর্থ পাবেন। যোগাযোগ মূলক কাজগুলি আপনি এখন করতে পারেন। প্রতিটি কাজ খুব চিন্তা করে করবেন। শরীর আপনার ভাল যাবে না। বিশেষ করে যকৃৎ সম্বন্ধীয় পীড়ায় কষ্ট পাবেন।

মকর : ব্যবসায় লাভযোগ লক্ষিত হয়। গৃহে শান্তি বজায় থাকবে প্রোমোটারদের পক্ষে সময়টি ভাল। মনের উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে। বন্ধুদের দ্বারা উপকৃত হবেন। শিক্ষায় সফলতা আসবে। স্নেহ প্রীতির বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। যাঁরা সাহিত্যিক বা লেখক তাঁদের পক্ষে সময়টি শুভ।

কুম্ভ : দৈব–দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। অর্থনৈতিক বিষয়ে বিবিধ সমস্যা দেখা দেবে। কর্মস্থলে গোলযোগ লক্ষিত হয়। ক্রয়–বিক্রয় ক্ষেত্রে সময়টি ততটা ভাল নয়। ঋণ নেওয়া বা ঋণ দেওয়া কোনটাই করবেন না। লেখাপড়ায় মোটামুটি ফল পাবেন। বুদ্ধি করে চলুন।

মীন : আর্থিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। কিন্তু শরীর আপনার এখনও তেমন ভাল নয়। বিশেষ করে অতিরিক্ত চিন্তাধারার কাজগুলি আপাততঃ করবেন না, শিক্ষায় ভাল ফল পাবেন এবং মানসিক শান্তি বৃদ্ধি পাবে, ব্যবসায় লাভযোগ লক্ষিত হয়।

বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সে ১১৫ উচ্চমাধ্যমিক

১১৫ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব–ইনস্পেক্টর (স্টেনো) ও হেড কনস্টেবল (মিনিস্টেরিয়াল) নেবে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স। মহিলারাও আবেদন করতে পারেন।

এ আই এস (স্টেনো) : শূন্যপদ ২১টি (তফসিলি জাতি ১০, তফসিলি উপজাতি ১১)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : উচ্চমাধ্যমিক। মিনিটে ৮০টি ইংরেজি বা হিন্দি শব্দ শর্টহ্যান্ডে লেখার গতি থাকতে হবে। স্কিল টেস্টে উল্লিখিত গতিতে ১০ মিনিট ধরে ডিক্টেশন দেওয়া হবে। শর্টহ্যান্ডে লেখা সেই ডিক্টেশন ইংরেজিতে ৫০ মিনিটে কিংবা হিন্দিতে ৬৫ মিনিটে কম্পিউটারে টাইপ করতে হবে।

হেড কনস্টেবল (মিনিস্টেরিয়াল) : শূন্যপদ ৯৪টি (সাধারণ ১৪, তফসিলি জাতি ৪০, তপসিলি উপজাতি ৩০, প্রাক্তন সমরকর্মী ১০)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : উচ্চমাধ্যমিক। মিনিটে ৩৫টি ইংরেজি বা ৩০টি হিন্দি শব্দ টাইপ করার দক্ষতা থাকতে হবে। কম্পিউটারে এই গতিতে ১০ মিনিট ধরে টাইপ করতে হবে স্কিল টেস্টে।

বয়স উভয় পদের ক্ষেত্রেই ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩ বছরের ছাড় পাবেন। প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

দৈহিক মাপজোক : পুরুষ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে—উচ্চতা ১৬৫ সেমি (আদিবাসীদের ক্ষেত্রে ১৬২.৫ সেমি)। **বুকের ছাতি :** না ফুলিয়ে ও ফুলিয়ে যতাক্রমে ৭৭ ও ৮২ সেমি (আদিবাসীদের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৭৬ ও ৮১ সেমি)। মহিলাদের ক্ষেত্রে—উচ্চতা ১৫৭ সেমি (আদিবাসীদের ক্ষেত্রে ১৫২.৫ সেমি)। সবার ক্ষেত্রেই উচ্চতা ও বয়সের সঙ্গে মানানসই ওজন থাকতে হবে।

প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা দৈহিক মাপজোক যাচাই, শর্টহ্যান্ড ও টাইপিং টেস্ট ও নথিপত্র যাচাইয়ের মাধ্যমে।

বেতনক্রম : উভয় পদের ক্ষেত্রেই ৫,২০০–২০,২০০ টাকা। গ্রেড পে এ এস আই (স্টেনো() পদের ক্ষেত্রে ২,৮০০ টাকা, হেড কনস্টেবল (মিনিস্টেরিয়াল) পদের ক্ষেত্রে ২,৪০০ টাকা।

নির্দিষ্ট বয়ানে দরখাস্ত করতে হবে। দরখাস্তের বয়ান ডাউনলোড করে প্রিন্ট নেবেন এই ওয়েবসাইট থেকে : www.bsf.nic.in প্রয়োজনীয় নথিপত্রসহ পূরণ করা দরখাস্ত নির্দিষ্ট ঠিকানায় জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২ আগস্ট। পশ্চিমবঙ্গের প্রার্থীদের কোন বা কোন কোন ঠিকানায় দরখাস্ত জমা দিতে হবে তা জানা যাবে উপরোক্ত ওয়েবসাইট থেকেই। প্রার্থীদের সুবিধার জন্য আগাম এই নিয়োগের খবর জানানো হল। ৪ জুলাই থেকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে এই নিয়োগ ও দরখাস্ত সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যাবে।

প্রধানমন্ত্রী কর্মসৃজন প্রকল্পে ব্যবসার জন্য ঋণের আবেদন করা যাচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ব্যবসা করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে আগ্রহী বেকার তরুণ–তরুণীরা পুঁজির সংস্থানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী কর্মসৃজন প্রকল্প বা ‘প্রাইম মিনিস্টার্স এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন প্রোগ্রাম’এর আওতায় ঋণের জন্য আবেদন করতে পারেন। এই প্রকল্পের অধীনে ব্যবসার প্রকল্প ব্যয়ের ভিত্তিতে ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ এবং সরকারের কাছ থেকে ভর্তুকি পাওয়ার সুযোগ আছে।

প্রকল্পব্যয় হতে হবে ব্যবসা ও পরিষেবার ক্ষেত্রে সর্বাধিক ১০ লক্ষ এবং ক্ষুদ্রশিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে সর্বাধিক ২৫ লক্ষ টাকা। বার্ষিক পারিবারিক আয়–সংক্রান্ত কোনও বাধানিষেধ নেই।

প্রকল্পব্যয় ব্যবসা বা পরিষেবার ক্ষেত্রে ৫ লক্ষ টাকা এবং শিল্পস্থাপনের ক্ষেত্রে ১০ লক্ষ টাকার বেশি হলে প্রার্থীকে অন্তত ক্লাস এইট পাস হতে হবে। উভয়ক্ষেত্রেই এরথেকে কম প্রকল্পব্যয়ের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতার কড়াকড়ি নেই। প্রার্থীর বয়স ১৮ বছরের বেশি হতে হবে।

গ্রাম ও শহরাঞ্চলের সাধারণ ক্যাটেগরির প্রার্থীরা যথাক্রমে প্রকল্প ব্যয়ের ২৫ শতাংশ ও ১৫ শতাংশ সরকারি ভর্তুকি হিসেবে পাবেন। উভয়ক্ষেত্রেই প্রার্থীর নিজস্ব বিনিয়োগের পরিমাণ হবে প্রকল্পব্যয়ের ১০ শতাংশ। তফসিলি, ওবিসি, মহিলা, সংখ্যালঘু, দৈহিক প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মী ক্যাটেগরির গ্রামাঞ্চলের প্রার্থীরা ভর্তুকি হিসেবে পাবেন প্রকল্পব্যয়ের ৩৫ শতাংশ এবং এক্ষেত্রে শহরাঞ্চলের প্রার্থীরা পাবেন প্রকল্পব্যয়ের ২৫ শতাংশ। এইসব ক্যাটেগরির প্রার্থীদের নিজস্ব বিনিয়োগের পরিমানও প্রকল্পব্যয়ের ৫ শতাংশ। প্রকল্পের বাদবাকি অর্থ ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ হিসেবে পাওয়া যাবে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিও ঋণের জন্য আবেদন করতে পারে।

ব্যাঙ্ক থেকে মঞ্জুর করা ঋণের অর্থের ওপর স্বাভাবিক হারে সুদ ধার্য হবে। ব্যবসার প্রকৃতি অনুসারে ৩ থেকে ৭ বছরের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করতে হবে।

তবে, যাঁরা ইতিমধ্যে পিএমআরওয়াই অথবা আরইজিপি প্রকল্পের আওতায় ঋণ পেয়েছেন তাঁরা এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন না।

লাভজনক ব্যবসা বা ছোট শিল্পের জন্য এই প্রকল্পের আওতায় ঋণ ও ভর্তুকি পাওয়া যাবে। এক্ষেত্রে কিছুটা প্রস্তুতির দরকার রয়েছে। যে ব্যবসা করবেন বলে স্থির করলেন তার সম্পর্কে একটা স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে। কোথায় ব্যবসা করবেন, কীভাবে বিপনন করবেন, কারা ক্রেতা হতে পারেন, সংশ্লিষ্ট পণ্য বা পরিষেবার চাহিদা কেমন ইত্যাদি সম্পর্কে পরিষ্কার একটা ধারণা থাকলে ঋণ পেতে সুবিধা হবে। কারণ ভর্তুকির টাকা সরকার দিলেও ঋণের টাকা দেবে ব্যাঙ্ক। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ প্রার্থীর ধারণা, দক্ষতা সম্পর্কে সন্তুষ্ট হয়ে তবেই ঋণ দেবেন।

উল্লেখ্য, আগ্রহীরা ব্যবসা সম্পর্কে এবং এই ঋণ প্রকল্প কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে জেলা শিল্পকেন্দ্রগুলি থেকে নানাভাবে সহায়তা পেতে পারেন। ব্যবসার প্রকল্প তৈরি থেকে শুরু করে তা রূপায়নের বিভিন্ন পর্যায় জেলা শিল্পকেন্দ্রের সহায়তা পাওয়া যাবে।

কোন অঞ্চলে কী ধরনের শিল্প বা ব্যবসা ভালো চলবে, তার প্রজেক্ট কেমন হওয়া উচিত, মেশিনপত্রের দরকার থাকলে তা কীভাবে সংগ্রহ করা যাবে, কীভাবে সরকারি ঋণ প্রকল্পের সুযোগ নেওয়া যাবে—এ সমস্ত বিষয়েই ব্যবসা–উদ্যোগীরা জেলা শিল্পকেন্দ্র থেকে তথ্য–পরামর্শ ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য সহায়তা পাবেন।

উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী কর্মসৃজন প্রকল্প পরিচালনা করা ভারত সরকারের মাইক্রো, স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজেস বিভাগ। দেশ জুড়ে প্রকল্পটির বাস্তবায়নের দায়িত্বে রয়েছে খাদি ও গ্রামীণ শিল্প কমিশন। রাজ্যস্তরে রাজ্য খাদি ও গ্রামীণ শিল্প বোর্ড, জেলা শিল্পকেন্দ্র ও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির যৌথ উদ্যোগে প্রকল্পটি রূপায়িত হয়।

আবেদনের ফর্ম সংগ্রহ করা যাবে জেলা শিল্পকেন্দ্রগুলি থেকে। ফর্ম সংগ্রহ করা যাবে খাদি ও গ্রামোদ্যোগ কমিশনের এই দুই অফিস তেকেও (১) খাদি ও গ্রামীণ শিল্প কমিশন, ৩৩, চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ, কলকাতা ১২। (২) কে ভি আই সি ডিভিশনাল অফিস, ধানতলা, পোঃ স্যাটেলাইট টাউনশিপ, শিলিগুড়ি।

খাদি ও গ্রামোদ্যোগ বোর্ডের অফিসগুলি থেকেও দরখাস্তের ফর্ম সংগ্রহ করা যাবে। দরখাস্তের ফর্ম ডাউনলোড করা যাবে এই তিন ওয়েবসাইট থেকে www.kvic.org.in বা www.wbkvib.org.in বা www.mssewb.gov.in.

অনলাইন দরখাস্তকরা যাবে এই দুই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.kvic.ogr.in বা www.mssewb.gov.in

যেখান থেকে দরখাস্তের ফর্ম সংগ্রহ করবেন নথিপত্র–সহ পুরণ করা দরখাস্ত জমা দেবেন সেখানেই। ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা ফর্ম পূরণের পরে নথিপত্র–সহ জমা দেওয়া যাবে নিজের জেলার শিল্পকেন্দ্র বা খাদি ও গ্রামীণ শিল্প বোর্ডের নিকটবর্তী অফিস ও খাদি ও গ্রামীণ শিল্প কমিশনের অফিসে। ফর্ম সংগ্রহ ও জমা দেওয়ার শেষ দিন ৩১ জুলাই। অনলাইন দরখাস্তের প্রিন্ট আউট নেবেন। এই প্রিন্ট আউট ১৪ আগস্টের মধ্যে জেলা শিল্পকেন্দ্রে বা খাদি বোর্ডের অফিস বা খাদি ও গ্রামীণ শিল্প কমিশনের অফিসে জমা দেবেন।

কেন্দ্রীয় সরকারে ৬৯

৬৯ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট (আর্কিটেকচারাল ডিপার্টমেন্ট), ডেটা প্রসেসিং অ্যাসিস্ট্যান্ট ও অ্যাসিস্ট্যান্ট আর্কাইভিস্ট (জেনারেল) নেওয়া হবে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ও সার্ভিসে। প্রার্থী বাছাই করবে স্টাফ সিলেকশন কমিশনের পূর্বাঞ্চলীয় অফিস। সবক্ষেত্রেই নিয়োগ হবে জেনারেল সেন্ট্রাল সার্ভিসে।

পোস্ট কোড ই আর ০৯ : অ্যাসিস্ট্যান্ট (আর্কিটেকচারাল ডিপার্টমেন্ট) : শূন্যপদ ২৪টি (সাধারণ ১২, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ২, ওবিসি ৭)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : আর্কিটেকচারের ডিপ্লোমা। এটি গ্রুপ ‘বি’ পদ। নিয়োগ হবে সেন্ট্রাল পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টে।

পোস্ট কোড ই আর ০২ : অ্যাসিস্ট্যান্ট আর্কইভিস্ট (জেনারেল) : শূন্যপদ ২৩ টি (সাধারণ ১২, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ৮)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীর জন্য সংরক্ষিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : ১৭৫০ পরবর্তী ভারতীয় ইতিহাস একটি ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে নিয়ে ইতিহাসের স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। সঙ্গে আর্কাইভাল স্টাডিজের ডিপ্লোমা। অথবা ১৭৫০ পরবর্তী ভারতীয় ইতিহাস নিয়ে গবেষণা ও কোনও স্বীকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা বা কোনও সরকারি রেকর্ডস অফিসে ২ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা। ডিগ্রিস্তরে ইংরেজি একটি বিষয় হিসেবে পড়ে থাকতে হবে। এটি গ্রুপ ‘বি’ পদ। নিয়োগ হবে ন্যাশনাল আর্কাইভস অব ইন্ডিয়ায়।

কাজের খবর

পোস্ট কোড ই আর –০৩। ডেটা প্রসেসিং অ্যাসিস্ট্যান্ট : শূন্যপদ ২২টি (সাধারণ ১২, তফসিলি জাতি ৪, ওবিসি ৬)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : সায়েন্স বা কমার্স বা ম্যাথামেটিক্স বা ইকনমিক্স বা স্ট্যাটিস্টিক বিষয় সহ ডিগ্রি। সঙ্গে কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনের সার্টিফিকেট বা ডিপ্লোমা অথবা প্রোগ্রামিং, সিস্টেম অপারেশনস ও সিস্টেমস অ্যানালিসিসের জ্ঞান থাকতে হবে। এটি গ্রুপ ‘সি’ পদ। নিয়োগ হবে ডিরেক্টরেট জেনারেল অব কমার্শিয়াল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিক্সে।

বয়স : গ্রুপ ‘বি’ পদের ক্ষেত্রে ১৮ থেকে ৩০ এবং গ্রুপ ‘সি’ পদের ক্ষেত্রে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে। ২০–৭–২০১৫ তারিখে নির্দিষ্ট বয়স থাকতে হবে। বয়সে তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ (তফসিলি হলে ১৫, ওবিসি হলে ১৩) বছরের ছাড় পাবেন। বিধবা, বিবাহবিচ্ছিন্ন ও আইনত স্বামীবিচ্ছিন্ন মহিলারা ফের বিয়ে না করে থাকলে এবং ৩৫ (তফসিলিদের ক্ষেত্রে ৪০, ওবিসিদের ক্ষেত্রে ৩৮) বছরের মধ্যে বয়স থাকলে আবেদন করতে পারেন।

বেতনক্রম : গ্রুপ ‘বি’ পদের ক্ষেত্রে ৯,৩০০–৩৪,৮০০ টাকা। গ্রেড পে ২,৪০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই হবে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এবং ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। ডেটা প্রসেসিং অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের ক্ষেত্রে স্কিল টেস্ট হবে। এই নিয়োগের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নম্বর ই আর–০২/২০১৫।

দরখাস্ত করবেন এ–ফোর মপের কাগজে নির্দিস্ট বয়ানে।

পূরণ করা দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন

- ❐ একটি পাসপোর্ট মাপের ফটো। দরখাস্তের নির্দিষ্ট জায়গায় ফটোটি সেঁটে দিতে হবে।
- ❐ বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যায়িত নকল।
- ❐ তফসিলি এবং ওবিসিদের ক্ষেত্রে যথাক্রমে কাস্ট এবং ওবিসি সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যায়িত নকল।
- ❐ দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে মেডিক্যালে সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যায়িত নকল।
- ❐ ফি বাবদ ৫০ টাকার সেন্ট্রাল রিক্রুটমেন্ট ফি স্ট্যাম্প। এটি দরখাস্তের নির্দিষ্ট জায়গায় সাঁটানোর পরে ডাকঘরের কাউন্টার ক্লার্ককে দিয়ে ক্যানসেল করিয়ে নিতে হবে। এসবিআই নেট ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় অথবা ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ডের মাধ্যমেও ফি জমা দেওয়া যাবে। সেক্ষেত্রে আগে প্রার্থীকে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.ssconline.nic.in রেজিস্ট্রেশনের পরে সিস্টেম জেনারেটেড রেজিস্ট্রেশন আইডি পাবেন। এটির প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এরপর ‘মেক পেমেন্টে’ উইন্ডোর মাধ্যমে এসবিআই নেট ব্যাঙ্কিং বা ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে ফি জমা দিতে হবে। অনলাইন দরখাস্তে ফি স্ট্যাম্প সাঁটানোর জন্য নির্দিষ্ট ঘরে রেজিস্ট্রেশন আই ডি উল্লেখ করবেন। তফসিলি, দৈহিক প্রতিবন্ধী, মহিলা এবং কর্মহীন প্রাক্তন সমরকর্মীদের ফি দিতে হবে না।

দরখাস্ত ভরা খামের ওপর লিখবেন : ‘SELECTION POST’ Application for the post of ….. Category No. of post : ER :……. : Advertisement No. ER–02/2015. শূন্যস্থানে যথাক্রমে পদের নাম ও পোস্ট কোড লিখবেন।

ডাকে বা হাতে হাতে ২০ জুলাইয়ের মধ্যে দরখাস্ত জমা দিতে হবে এই ঠিকানায় : The Regional Derector (ER). Stuff Selection Commission (ER), Nizam Palace. 1st MSO Building, 8th Floor, 234/1 AJC Bose Road, Kolkata–700 020. খুঁটিনাটি তথ্য ও দরখাস্তের বয়ান পাবেন এই ওয়েবসাইটে : www.sscer.org.

ভেঙে দেওয়া হল শিক্ষাঙ্গন

সুমন করাতী

নবগ্রাম পঞ্চায়েত ও সোসাইটির শিক্ষাঙ্গনকে নিয়ে দুর্নীতি প্রকাশ্যে এল। নবগ্রামের ৬ নম্বর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কিছুদিন যাবৎ ছাত্র–ছাত্রীর অভাবে বন্ধ ছিল, যদিও সেখানে অঙ্গনওয়াড়ি স্টোর চলতো। এছাড়াও সেখানে পোলিও টিকাকরণের কাজ চলত। কিন্তু হঠাৎ দেখা যায় নবগ্রাম সোসাইটি স্কুলের জমিটিকে দাবি করে স্কুলটিকে তারা সেখান থেকে জোর করে সরিয়ে দেয় বন্ধুমহল নামক ক্লাবে এবং স্কুলটিকে ভেঙে প্লটিং শুরু করে। সাধারণ মানুষের অভিযোগ, যেখানে সরকারি স্কুল চলত বহুদিন ধরে, সেখানে কিভাবে এই বেআইনি নির্মাণের কাজ শুরু হচ্ছে এবং স্কুলের সমস্ত সরঞ্জাম বিক্রি হচ্ছে! সাধারণ মানুষ জানান যে, কোনও সরকারি প্রতিষ্ঠানের জমি এভাবে কিকরে বেআইনি প্লটিং হচ্ছে। তা নিয়ে পঞ্চায়েতে অভিযোগ জানাতে গেলে অভিযোগ পর্যন্ত নেওয়া হয়নি। বিষয়টি প্রকাশ্যে আশার পর নবগ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান শিবানী দত্ত বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেন। নবগ্রাম সোসাইটির সম্পাদক অজয় চট্টোপাধ্যায় ও নবগ্রাম অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অপূর্ব মজুমদার এই বিষয়ে কিছু জানাতে চাননি। বিষয়টি নিয়ে উত্তরপাড়া–শ্রীরামপুর পঞ্চায়েত সমিতির সহসভাপতি আচ্ছেলাল যাদব মহাশয় জানান, বিষয়টি সত্যি হলে দুর্ভাগ্যজনক, সরকার কখনই শিক্ষাঙ্গন বন্ধ করাকে সমর্থন করে না। তিনি আরও জানান, বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সত্যতা প্রমাণ হলে, এর পিছনে যারা রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে জেলা প্রশাসনকে জানিয়ে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সাধারণ মানুষ এখন তাকিয়ে জল কতদূর গড়ায় এবং প্রশাসন এই বিষয়ে কী হস্তক্ষেপ করে তার দিকে।

কোন্নগরের নবগ্রাম

বেহাল আমতলা গ্রামীণ হাসপাতাল

সোনামুনি কুঁতি

উপযুক্ত পরিষেবার অভাবে ধুঁকছে আমতলা গ্রামীণ হাসপাতাল। দিনরাত খোলা থাকলেও ডাক্তার বলতে হাতে গোনা কয়েকজন। তাদের মধ্যে একজন আবার ইতিমধ্যেই ইস্তফা দিয়ে বসে আছেন। নার্সের সংখ্যাও যথেষ্ট নয়। স্বাভাবিক ভাবেই চিকিৎসা করাতে এসে সমস্যায় পড়তে হয় রোগীদের। তবে কর্তৃপক্ষের কড়া নির্দেশের জেরে হাসপাতাল সুপার অপূর্ব কুমার বিশ্বাস অবশ্য এনিয়ে মুখ খুলতে নারাজ। হাসপাতালের ঘুরে রোগীদের কাছে এনিয়ে বিস্তর অভিযোগ শোনা গেলেও সুপারের কিন্তু মুখে কুলুপ।

ডাক্তার থেকে সুইপার সবাই এখানে চুক্তি ভিত্তিক। একটি গ্রামীণ হাসপাতালের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সার্জারি, গায়নোকোলজি ও জেনারেল মেডিসিনের ডাক্তার। সেখানে গোটা হাসপাতালের কাজ চালাতে রয়েছেন মাত্র একজন গায়নোকোলজিস্ট। তিনিও আবার

চুক্তিভিত্তিক। অবসরের পর আপাতত এই হাসপাতালে চুক্তিতে কাজ করছেন।

দূরদূরান্ত থেকে রোগীরা এই হাসপাতালে পৌঁছান ন্যূনতম চিকিৎসা পরিষেবা পেতে। অনেক সময়ই প্রয়োজন হয় অ্যাম্বুলেন্সের। বিপুল রোগীর চাপ সত্ত্বেও অ্যাম্বুলেন্স মাত্র একটি। যদিও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দাবি, দুর্ঘটনায় আহতদের নিয়ে আসা ছাড়া অ্যাম্বুলেন্সের ততটা দরকার হয় না। কথা হচ্ছিল বড়–হানপুরের স্বপন মণ্ডলের সঙ্গে। শ্বাসকষ্ট নিয়ে গত এক সপ্তাহ ধরে তিনি ভর্তি আমতলা গ্রামীণ হাসপাতালে। ক্ষোভ উগরে দিলেন হাসপাতালের পরিচ্ছন্নতা নিয়ে। পেটের অসুখের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে আসা মুক্তরাম মণ্ডল আর রোমিতা সাউয়েরও একই অভিযোগ। পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে হাসপাতালের খাবার মান নিয়েও তাঁরা ক্ষোভের কথা জানান। রোমিতা বলেন, এই পরিবেশে ভর্তি থেকে আমি উল্টে আরও অসুস্থ হয়ে পড়েছি।

ক্ষোভের কথা শোনা গেল হাসপাতালের মেডিসিন স্টোরের বেহাল দশা নিয়েও। প্রায় সবাই একবাক্যে জানালেন, সাধারণ ওষুধই হোক বা স্যালাইন, বাইরে থেকে কিনে না দিলে চিকিৎসা থেমে থাকছে। সকলেরই দাবি, অন্তত বিপিএল তালিকাভুক্ত গরিব রোগীদের বিনা খরচে ওষুধ পাওয়াটা নিশ্চিত করা হোক। তবে কর্তৃপক্ষের কাছে জানিয়ে এতদিন পর্যন্ত কোনও দাবিই পূরণ হয়নি। সমস্যা রয়ে গিয়েছে সেই তিমিরেই।

কিশোর খুন : তদন্তে পুলিশের অসহযোগিতায় ফুঁসছে এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত জুন মাসের ৮ তারিখে ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার অমরাবতী গ্রামে এক কিশোরের খুনের ঘটনা ঘটেছিল। সেই ঘটনার মূল অভিযুক্ত শুকদেব মাঝি এখনও অধরা। মৃতের পরিবার কোস্টাল থানায় অভিযোগ জানাতে গেলে অভিযোগ নিতে অস্বীকার করে থানার ওসি। পরে স্থানীয় প্রতিবেশী ও মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআর–এর চাপে অভিযোগ নেয় পুলিশ। কিন্তু অভিযোগ নেওয়ার পরও পুলিশ কোনও তদন্ত শুরু করেনি। শুকদেব মাঝিকে থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ করে ছেড়ে দেয়। থানার ওসি জানান, ''ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পেয়ে তবেই তদন্ত শুরু করব।'' পরে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পেয়ে পুলিশ জানান যে, জলে ডুবেই মৃত্যু হল ওই কিশোরের। এই মৃত্যুর সঙ্গে কোনও খুনের ঘটনা জড়িত নেই। এরই মাঝে স্থানীয় গ্রামবাসীরা থানায় গিয়ে বিক্ষোভ দেখান। সিপিডিআর নামখানা থেকে বকখালি ১২ ঘন্টার বনধ করার পরও পুলিশ কোনও পদক্ষেপ নেয়নি। মৃতের বাবা যুধিষ্ঠির প্রধান বারে বারে থানায় গেলে কোনও কথা না বলে থানা থেকে বের করে দেওয়া হয়। সিপিডিআর–এর পক্ষ থেকে রাজ্যের সহসম্পাদক সুনীল বারুই জানান, পুলিশ কোনও ব্যবস্থা না নিলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবো। কাকদ্বীপ মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের সামনে প্রতিবাদ সভা করবো এবং অনির্দিষ্ট কালের জন্য ফের অবরোধ করা হবে নামখানা থেকে বকখালি রোড। সাধারণ মানুষ থেকে সব মহলের এখন প্রশ্ন যে, এটা জলে ডুবে মৃত্যু না খুন।

নারী পাচার রোধে সচেতনতা শিবির পুলিশের

মেহেবুব গাজি

সম্প্রতি নামখানা পুলিশের উদ্যোগে আয়োজিত নারী পাচার রোধে সচেতনতা শিবিরে উপস্থিত ছিলেন কাকদ্বীপ মহকুমা পুলিশ আধিকারিক পারিজাত বিশ্বাস, নামখানা থানার অফিসার ইন চার্জ সঞ্জয় কুমার দে, নামখানা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীমন্ত মালী, হালদার চক ওয়েলফেয়ার, চেতনা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির কর্ণধার সুব্রত পানিগ্রাহী, দেবনগর মোক্ষদা দিন্দা হাই স্কুলের শিক্ষক ও দেবনগর গার্লস এর প্রধান শিক্ষিকা। এছাড়াও ছিলেন বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক ও স্থানীয় মানুষ। উদ্ধার হওয়া ২ জন পাচার হয়ে যাওয়া মেয়েকে এদিন অনুষ্ঠানে আনা হয়। অনুষ্ঠানের মূল বিষয়বস্তু ছিল কিভাবে নারী পাচার রোধ করা যায়। সম্প্রতি নামখানা, কাকদ্বীপ, পাথরপ্রতিমার বেশ কিছু এলাকায় নারী পাচার চক্র সক্রিয় হয়েছে। ফিল্মের প্রলোভন, কাজের নাম, বিয়ের টোপ বিভিন্ন ভাবে এইসব এলাকার মেয়েদের মহারাষ্ট্রে, পুনে, মুম্বই দিল্লির নিষিদ্ধ পল্লীতে পাচার করা হচ্ছে। নারী পাচার রোধে সাধারণ মানুষ, শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। পুলিশের বক্তব্য, অর্থনৈতিক সমস্যা ও সচেতনতার অভাব এর মূল কারণ। যে কোনও ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা, কাউকে সন্দেহ হলে সঙ্গে সঙ্গে থানায় জানালে খুব তাড়াতাড়ি তার অ্যাকশন নেওয়া হবে ও সব রকম সাহায্য করা হবে বলে পুলিশের পক্ষ থেকে এদিন প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। বক্তারা সকলেই বলেন, পুলিশ ও সাধারণ মানুষের মেলবন্ধন ঘটাতে হবে এবং আগামী দিনে আরও সচেতনতা শিবির করা হবে বিভিন্ন এলাকায়। নামখানা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীমন্ত মালী তাঁর এলাকায় এমন সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করবেন বলে জানান। তিনি পুলিশের এইরকম প্রয়াসকে সাধুবাদ জানান। অ্যান্টিট্রাফিকিং নিয়ে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে সুব্রত পানিগ্রাহী বলেন ''এর আগে বহু মেয়েকে উদ্ধার করা হয়েছে পুলিশের সহযোগিতা নিয়ে। পুলিশের সহযোগিতা সবসময় কাম্য।''

বিধানসভাকে পাখির চোখ করে দায়িত্বে অভিষেক

দীপক ঘোষ

বিধানসভা ভোটের আগে সংগঠনের উপর নজরদারি যেমন বাড়িয়েছেন তেমনি দলীয় সংগঠনের দায়িত্বে যুবরা। দায়িত্ব বাড়লো যুব সভাপতি ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। দলনেত্রীর নির্দেশে দুই যুব কান্ডারী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও শুভেন্দু অধিকারীকে দায়িত্ব দেওয়া হয় বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও দুই মেদিনীপুরের। দায়িত্ব তুলে দিয়েছেন মমতা নিজেই।

এছাড়াও সারা রাজ্য জুড়েই দলীয় সংগঠনের কাজ করবেন যুব নেতা অভিষেক। অন্যদিকে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ টাউন তৃণমূল কংগ্রেস এর নতুন সভাপতি নিযুক্ত হয়েছেন গৌতম দাশগুপ্ত আগামী ২১ জুলাই–ও বিধানসভা নির্বাচনের কথা চিন্তা করে কলকাতা মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায় এই দায়িত্ব অর্পণ করেন। শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তোলার জন্য গৌতম বাবুকে নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। বজবজ পুরসভার শক্তিশালী পুরবোর্ড গঠনের জন্য বজবজ পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্তকে বজবজ টাউন–এর দায়িত্ব আরও বেড়ে গেল রাজনৈতিক মহল মনে করছে।

জানা গেছে, বজবজ টাউন এর কোনও সভাপতি ছিল না দুইজন আহ্বায়ক কালিপদ মাইতি ও নির্মল প্রামাণিক এই দায়িত্বে থাকলেও পুর ভোটের সময় গৌতমবাবুকেই গোটা টাউন এলাকার দায়িত্ব নিয়ে পুরভোটেই দলীয় প্রার্থীদের জিতিয়ে নিয়ে আসেন এবং দ্বিতীয় পুর বোর্ড গঠনের কাজও সম্পূর্ণ ভাবে পালন করে উচ্চতর নেতৃত্বের সুনজরে চলে আসেন গৌতমবাবু। গৌতমবাবুর সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে। খুব শীঘ্রই পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করে দলীয় কাজকে তিনি এগিয়ে নিয়ে যাবেন বলে মন্তব্য করে। আগের দুই আহ্বায়কের পদের আর কোনও গুরুত্ব থাকছে না বলে জানা গিয়েছে।

চেক বিলি

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি দফতরের অর্থানুকূল্যে এবং স্থানীয় বিধায়কের উদ্যোগে ও সাগর পঞ্চায়েত সমিতির সৌজন্যে এদিন সাগর সমষ্টি উন্নয়ন অফিসের প্রাঙ্গনে ৮৫২ জন ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের হাতে চেক তুলে দেন সাংসদ চৌধুরী মোহন জাতুয়া। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাগর বিধায়ক বঙ্কিম হাজরা,সাগর বিডিও পার্থ মুখোপাধ্যায়, সাগর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অনিতা মাইতি সহ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি দফতরের আধিকারিকরা। সাংসদ তাঁর বক্তব্যে বলেন রাজ্য সরকার কৃষকদের উন্নতির জন্য প্রভূত প্রকল্প তৈরি করেছে। গরিব দুঃস্থ কৃষকদের জন্য মুখ্যমন্ত্রী সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।বঙ্কিমবাবু বলেন গঙ্গাসাগরের প্রভূত উন্নতি সাধনে তিনি সর্বদা সচেষ্ট থাকবেন। এদিন চেক প্রদানের পাশাপাশি কৃষকদের চাষবাসের বিভিন্ন সরঞ্জামও তুলে দেওয়া হয়।

বেহালা–বড়িশা–ঠাকুরপুকুর–জোকার

ইতিহাস ও বর্তমানের তথ্যে ভরপুর গ্রন্থ

সুমনা সাহা দাস

রাজ্যের প্রাণ কেন্দ্র কলকাতার ঐতিহ্য সেই স্বাধীনতা পূর্বে ব্রিটিশ আমল থেকেই শীর্ষ স্থান গ্রহণ করে, যখন দিল্লি থেকে ভারতের রাজধানী স্থানান্তরিত হয় এই বর্ণময় শহরের বুকে। ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মেলবন্ধনের ইমারত। সেই কলকাতার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণতম জেলা সুন্দরবন খ্যাত দক্ষিণ ২৪ পরগনার সংযোগস্থল বেহালা, যার বহু চর্চিত ইতিহাসে নাম বহুলা। সেই বহুলার লোকমুখে প্রচারিত গল্পে সে স্থান করে নিয়েছে মঙ্গলকাব্য থেকে বর্ণাঢ্য ইতিহাসের পাতায়। সেই বেহালার অন্তর্গত সরসুনা যে রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজত্বের রাজধানী ছিল, লক্ষ্মণ সেন, বল্লাল সেনের যুগের বিখ্যাত মিত্র বংশ (ধুই মিত্র) যে রাজবংশীয় হয়ে জোকায় বসতি স্থাপন করে ছিল এমন তথ্য বেহালাবাসী সহ

সকলেরই নিশ্চয় অজানা। কেবল তাই নয় এই বেহালার উপর দিয়েই চলত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রেল যা মানুষকে পৌঁছে দিত ফলতা পর্যন্ত। এই কয়লার ইঞ্জিনের রেল বেহালার যে স্টেশন থেকে ছাড়ত তার নাম ছিল ঘোলসাহাপুর।

এমনকি ছিল রেল কারশেডও। সবথেকে অবাক করার মত তথ্যটি হল, এমন একটি স্বপ্নের রেলপথে সেদিনের বাংলা ছবির নায়ক–নায়িকাদের নিয়ে রীতিমতো শ্যুটিংও হত।

এই বেহলারই বুক চিরে চলে যাওয়া ডায়মন্ড হারবার রোড ছিল তখনকার ইংরেজ আমলের রাজপথ, সেই রাজপথ দিয়েই শিক্ষক মহাশয়ের ঘোড়ার গাড়ি চেপে তৎকালীন 'বহুলার' পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত মুরাদপুরে আসতেন স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। এমনই আরও অনেক অজানা মূল্যবান তথ্য নিয়ে বেহালার গৌরবময় ইতিহাস ও বর্তমান নিয়ে লেখা 'জনপদের খোঁজখবর' নামক বইটি।

২০ জুন কলকাতা পুরসভার বরোর চেয়ারম্যান মানিকলাল চট্টোপাধ্যায় রচিত জনপদের খোঁজখবর' বইটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, লেখক মানিকলাল চট্টোপাধ্যায়, মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার, মেয়র পারিষদ অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়, ঠাকুরপুকুর বিবেকানন্দ কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ তপন কুমার পোদ্দার সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব।

মানিকবাবু বলেন, 'বেহালা বড়িশা ঠাকুরপুকুর জোকার ২১টি ওয়ার্ডের প্রয়োজনীয় তথ্য সহ বহু অজানা কাহিনী যার মধ্যে সত্য উদ্ঘাটন করে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে লেখনীর মধ্য দিয়ে। শিক্ষাক্ষেত্রের বিদ্বজনেরা মনে করছেন এই বই মহানগর ও ইতিহাস গবেষণার গবেষকদের প্রভুতভাবে সহায়তা করবে। ব্রততী মুখোপাধ্যায়ের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানটি সাফল্যমন্ডিত হয়ে ওঠে।

নিকাশির কাজ শুরু

সামিম হোসেন

মন্দিরবাজারের বিজয়গঞ্জ বাজারের অর্ধ সমাপ্ত জল নিকাশির ব্যবস্থার কাজ করল মন্দিরবাজার পঞ্চায়েত সমিতি। বিজয়গঞ্জ বাজারটি ঘাটেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন। জল নিকাশি ব্যবস্থা না থাকার কারণে মূলত বর্ষাকালে বিজয়গঞ্জ বাজার জলে ডুবে থাকতো। তাতে ব্যবসায়ীদের যেমন সমস্যা হতো তেমন নিত্যযাত্রীরাও সমস্যায় পড়তেন। সঙ্গে যানবাহনের যন্ত্রণার যাতায়াত। সব মিলিয়ে একটা বিপদসঙ্কুল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল বিজয়গঞ্জে। এই পরিস্থিতির অবসানে ঘাটেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের সুপারিশ অনুযায়ী মন্দির বাজার পঞ্চায়েত সমিতি এই বাজারে জল নিকাশি ব্যবস্থার উদ্যোগ নেয়। গত বছর এই জল নিকাশি ব্যবস্থার কাজ শুরু হয়ে মাঝপথে আর্থিক সমস্যাজনিত কারণে বন্ধ থাকে। এখনও পর্যন্ত কোনও অর্থ বরাদ্দ হয়নি। কিন্তু ঘাটেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বরেন্দ্রনাথ হালদার বলেন অর্থের সমস্যা থাকা সত্ত্বেও জনস্বার্থে অর্ধ সমাপ্ত জল নিকাশি ব্যবস্থার কাজ শেষ করতে আমরা এই উদ্যোগ নিতে বাধ্য হয়েছি। বাকি কাজটা শেষ করতে ২০–২৫ টা ঘর ও দোকান ভাঙা পড়ছে। এলাকার উন্নয়নের স্বার্থে নিজেরা উদ্যোগ নিয়ে ঘর ও দোকান সরিয়ে নিচ্ছে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন আমরা কারোর নিজস্ব/পৈতৃক জায়গার উপর দিয়ে এই নিকাশি নিয়ে যাচ্ছি না। আমাদের জল নিকাশি ব্যবস্থা সরকারি জায়গার উপর দিয়ে হচ্ছে। সামান্য কিছু সমস্যা আছে রাস্তার হকারদের দিয়ে সেটা আমরা বসে আলোচনার মাধ্যমে মিটিয়ে নেব। স্থানীয় চায়ের দোকানি আনোয়ার হালদার, সুকুর আলি মিদ্দে বলেন, আমাদের নিজস্ব কোনও জমি জায়গা নেই। এই দোকানের উপর নির্ভর করে আমাদের সংসার চলে। এই দোকান ভাঙার কথা বলেছে তাই নিজেরা ভেঙে নিচ্ছি না হলে ভেঙে দেবে। এবার আমাদের অনাহারে মরতে হবে। বাড়িতে প্রতিবন্ধী ছেলের চিকিৎসা কি করে করবো জানি না। আমাদের বিকল্প একটা ব্যবস্থা করলে ভালো হতো। স্থানীয় ও প্রশাসন সূত্রের জানা গিয়েছে যানচলাচল স্বাভাবিক রাখতে নিরাপত্তার স্বার্থে পর্যাপ্ত পরিমাণ পুলিশি ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

মহানগরে

বকেয়া কর ২১ কোটি, খাস কলকাতায় বাড়ি ক্রোক পুরসভার

বরুণ মণ্ডল

মধ্য কলকাতার বিনয়–বাদল–দীনেশ বাগ (ডালহৌসি স্কোয়ার) এলাকায় একসময় বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত এক চার তলা বাড়ির দখল নিল কলকাতা পুরসভা। ২০, হেমন্ত বসু রোড, কলকাতা–১ ওই বাড়ির সম্পত্তি কর (প্রপার্টি ট্যাক্স) ২১ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকার অধিক বকেয়া দীর্ঘদিন যাবত। গত ১৯ জুন ওই বাড়ির মালিকের বিরুদ্ধে 'ওয়ারেন্ট' জারি করে পুরসভা। এদিন পুর আধিকারিকরা ওই বাড়িতে গিয়ে বাড়ির সামনের দরজায় আইনি নোটিশ সাটিয়ে দেয়। নোটিশে লেখা আছে, ওই বাড়ির সমস্ত স্থাবর সম্পত্তি পুর নিগম দখলে রাখছে। এর পরেও বাড়ির মালিক বকেয়া পুর সম্পত্তি কর না মেটালে পুরসভা ওই বাড়ি বাজেয়াপ্ত করে বাড়িটিকে নিলামে তোলার প্রক্রিয়া জারি করবে। প্রসঙ্গত, বি–বা–দী বাগ এলাকার ওই চারতলার বাড়িটি একসময় বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত হতো। বর্তমানে বাড়িটিতে আলোর কোনও ব্যবস্থা নেই। সিইএসসি–র 'ইলেকট্রিসিটি বিল' বকেয়া হওয়ায় দীর্ঘদিন আগেই তারা বাড়িটির বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। তারপর থেকে বাড়িটি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। মশার উপদ্রব, জঙ্গল, বর্ষার জল জমে এক ভূতুরে বাড়িতে পরিণত হয়েছে। বাড়ির ভিতরে মালপত্র তেমন কিছুই নেই। বাড়ির মালিক বাড়িতে থাকেন না। কেবল রয়েছে বাড়িটির 'অববায়ক' (কেয়ারটেকার)। মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায় জানান, বাড়িটিতে একাধিক বার

ডালহৌসি স্কোয়ার

নোটিশ দিয়ে কোনও লাভ হয়নি। নোটিশ দেওয়ার পরও বকেয়া সম্পত্তি কর মেটানো তো দূরের কথা, পুরসভার সঙ্গে মালিক পক্ষ কোনও রকম যোগাযোগ করেননি। তাই এবার পুরসভা বাড়িটির দখল নেবে। তবে পুরসভার ইতিহাসে আজ পর্যন্ত কোনও বাড়ির দখল নেয়নি সুতরাং নিলামও হয়নি।

এত কিছুর পর গত ১০ দিনে উক্ত ভবনের মালিক বকেয়া সম্পত্তি কর না মেটানোয় পুর কর্তৃপক্ষের সাহসী সিদ্ধান্ত, পুরসভা ওই বাণিজ্যিক ভবনের দখল নেবে। কলকাতা পুর নিগম আইনের (১৯৮০) ২২১, ২২১(ক) ও ২২১(খ) ধারায় ভবনটি ক্রোক করার জন্য গত ২৯ জুন সকালে ভবনটির প্রতিটি দরজা 'সিল' করে। বাড়ির প্রতিটি দরজার গায়ে সম্পত্তি ক্রোকের নোটিশ সাটিয়ে দেয় পুর অ্যাসেসমেন্ট দফতরের আধিকারিকরা। পুর আইনানুযায়ী, আগামী ১৫ দিনের মধ্যে বকেয়া টাকা না মেটালে স্থাবর সম্পত্তি নিলামে চড়াবে পুরসভা। নিলামের অর্থ থেকে পুর নিগম নিজেদের বকেয়া সম্পত্তি কর নিজেরা নিয়ে নেবে। আর বকেয়া সম্পত্তি কর নিয়ে নেওয়ার পরও যদি অতিরিক্ত অর্থ থাকে তবে তা ওই সম্পত্তির মালিকের হাতে অর্থাৎ মালিক তথা 'র‍্যাঙ্কেল অ্যান্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেডে'র হাতে তুলে দেবে। প্রসঙ্গত, পুরসভার ইতিহাসে যা একেবারেই নজির বিহীন। সম্পত্তি ক্রোকের নোটিশ এই প্রথম।

অধ্যক্ষা নোটিশ ধরালেন প্রকাশকে

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পুর নিগমের মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে দ্বিতীয় পুরবোর্ডের দ্বিতীয় সভা অর্থাৎ গত ১৮ জুন প্রথম মাসিক পুর অধিবেশনে পুর–অধ্যক্ষার প্রতি 'অসাংবিধানিক আচরণে'র অভিযোগে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের বরিষ্ঠ পুর প্রতিনিধি প্রকাশ উপাধ্যায়কে চিঠি দিয়ে সতর্ক করলেন অধ্যক্ষা মালা রায়। ১৯ জুনের চিঠিতে লেখা আছে, পুরসভা সদস্য হিসাবে ঐতিহাসিক পুর অধিবেশন কক্ষে এবং কেন্দ্রীয় পুর ভবনের সিংহ দুয়ারের দ্বিতলে পুর অধ্যক্ষার ঘরের সম্মুখে প্রকাশবাবুর আচরণ শোভনীয় ছিল না। কলকাতা পুরসভা আইন, ১৯৮০–র ১০০(১), ১০০ (২) ও ১০০(৩) নম্বর ধারায় প্রকাশবাবুকে ওই চিঠি পাঠানো হয় বলে জানান পুর অধ্যক্ষা মালা রায়। প্রসঙ্গত, পুরসভার এত কালের ইতিহাসে যা নজিরবিহীন। এখন প্রশ্ন, পুর আইনের ওই ধারায় কী কী বলা

আছে। মালাদেবী জানান, প্রথমত, পুরসভার অধিবেশনের অধ্যক্ষ বা অধ্যক্ষা পুর অধিবেশন চলাকালীন নিয়মানুবর্তিতা বজায় রাখার জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন। দ্বিতীয়ত, অধিবেশন চলা কালে অধ্যক্ষ বা অধ্যক্ষা কোনও পুর প্রতিনিধির আচরণ অত্যন্ত শৃঙ্খলাহীন মনে করলে সেই পুর প্রতিনিধিকে তৎক্ষণাৎ সভার কার্য থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিতে পারবেন। এবং উক্ত নির্দেশ যে পুর প্রতিনিধিকে দেওয়া হয় তিনি সেই অধিবেশনের বাকি সময়কালের জন্য অনুপস্থিত থাকবেন। তৃতীয়ত, যদি কোনও পুর প্রতিনিধির ওপর দ্বিতীয়বার ওই নির্দেশ দেওয়া হয় তাহলে পুর অধ্যক্ষ বা অধ্যক্ষা তাঁকে তাঁর বিরুদ্ধে এই ১০০(৩) উপধানুযায়ী যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে সে ব্যাপারে সতর্ক করবেন এবং সেই পুরপ্রতিনিধিকে কমপক্ষে ৬০ দিনের জন্য অর্থাৎ দু'মাসের জন্য পুর অধিবেশনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। তবে উল্লেখ্য যে, পুর অধ্যক্ষ বা অধ্যক্ষা যে কোনও সময় সেই হৃত অধিকার প্রত্যাহার করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ প্রকাশবাবুর দাবি, তিনি কোনও ভুল আচরণ করেননি। এটা গণতন্ত্রের ওপর এক রকম হস্তক্ষেপ। তৃণমূলের অগণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৪৯ বর্ষ, ৩৬ সংখ্যা, ৪ জুলাই – ১০ জুলাই, ২০১৫

স্বাস্থ্য দফতরের আরও সক্রিয়তা প্রয়োজন

পরিবর্তনের পর রাজ্যের বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির কিছুটা স্বাস্থ্য উদ্ধার হলেও ব্যাপক ভাবে যে স্বাস্থ্যবান হওয়ার প্রয়োজন ছিল তা হয়নি। ওষুধপত্র থেকে দালাল চক্র এই সব বিষয়ে সরকার কঠোর হওয়ার চেষ্টা করেছে নিঃসন্দেহে। অন্যদিকে, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে একদিকে যেমন পর্যাপ্ত পরিকাঠামোর অভাব রয়েছে তেমনি অভাব রয়েছে স্বাস্থ্য সচেতনতার। চিকিৎসক, উন্নতমানের যন্ত্রপাতি, ওষুধপত্র, স্বাস্থ্যযান প্রভৃতির অভাবে শহরাঞ্চলের সরকারি চিকিৎসা কেন্দ্রগুলিতে স্বাভাবিক ভাবেই আছড়ে পড়ছে রোগীদের ঢেউ। এই সুনামি ঠেকাতে হাসপাতালগুলির নাজেহাল অবস্থা। পাশাপাশি বেসরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা রমরমা চোখে পড়ার মতো। যেখানে মূলত 'ফেলো কড়ি মাখো তেল' এই দর্শনই শেষ কথা। সেবাব্রত হারিয়ে গিয়েছে তীব্র আর্থিক রেশারেশির পশ্চিমী ধাঁচের প্রতিযোগিতায়।

এশিয়ার প্রাচীনতম চিকিৎসা কলেজ হল মেডিক্যাল কলেজ। এই মেডিক্যাল কলেজের সংস্কার কর্মসূচি দীর্ঘদিন ধরে চলেছে। বিশেষ করে ডেভিড হেয়ার ব্লকের কার্ডিও থোরাসিক বিভাগের অপারেশন থিয়েটারের বড়ই অপরিসর জায়গা। বিশাল জায়গায় সংস্কার চলছে দিনের পর দিন। কবে সেগুলি রোগীরা এবং চিকিৎসকরা ব্যবহার করবেন তা ভবিষ্যতই বলবে। যে দ্রুততায় সরকারি এই হাসপাতালে সংস্কার শেষ করার প্রয়োজন ছিল তা আজও হয়ে ওঠেনি। বঞ্চিত হচ্ছে সাধারণ মানুষ। লিফট পরিষেবা থেকে শুরু করে যেখানে সেখানে নোংরা আবর্জনা হাসপাতালের নাম ও ভারের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন।

এনআরএস, আরজিকর, পিজি প্রভৃতি চিকিৎসা কেন্দ্রগুলি বিভিন্ন সময়ে সংবাদ শিরোনামে উঠে আসছে। কোথাও চিকিৎসা বিভ্রাট, কোথাও চিকিৎসক বিভ্রাট, কোথাও বা স্রেফ রাজনীতি। বেহালার বিদ্যাসাগর হাসপাতাল ঝাঁ চকচকে হয়ে উঠলেও সময়ের নিয়মে ও রাজনীতির অনিবার্যতায় বিদ্যাসাগর নামের প্রতি যথেষ্ট সুবিচার হচ্ছে না। জানা যাচ্ছে হাড়গোড় ভেঙে গেলে সেখানে এমার্জেন্সি চিকিৎসা পাওয়া সম্ভব নয়। কারণ চিকিৎসক নাকি 'অবসর' নিয়েছেন। এমনকী ডায়মন্ড হারবার রোড দিয়ে এই হাসপাতালের প্রবেশপথ চিহ্নিত করার জন্য যে বিশাল তোরণ বানানো হয়েছে যা তুলনায় অপ্রশস্ত রাস্তাকে আরও সংকীর্ণ করে তুলেছে। অটোসহ নানা যানবাহনের ধাক্কায় এমনিতেই ওই রোডের অবস্থা শোচনীয়। দ্রুত রোগীকে নিয়ে যাওয়ার জন্য ওই রাস্তার জ্যাম কমানো জরুরি।

রাজ্যের সরকারি চিকিৎসক নিয়োগের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী সরকারের মতো যেন কখনই একমাত্র রঙের বিচার না হয়। মেধা ও যোগ্যতার নিরিখেই চিকিৎসক নিয়োগ করা হোক। গ্রাম বাংলার মানুষ একটু স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য, একটু ভালো ব্যবহার পাওয়ার জন্য, একটু সস্তায় সুষ্ঠুভাবে চিকিৎসা কেন্দ্রে রাত্রিযাপনের জন্য এবং সর্বপরি আপন জনের সুচিকিৎসার জন্য সরকারি পরিষেবার মুখাপেক্ষী। বেসরকারি ক্ষেত্রে চিকিৎসার নানা সুযোগ সুবিধা মিললেও চিকিৎসার বিল মেটানো সাধারণ মানুষের পক্ষে কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে। রাজ্য সরকার আর একটু আন্তরিক হলে স্বাস্থ্যেও পরিবর্তন আসবে দ্রুত।

অমৃত কথা

বিষয় বুদ্ধির লেশ থাকলে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। আর কামিনী–কাঞ্চন তো মনে আদৌ থাকবে না। গিরিরাজকে পার্বতী বললেন, বাবা! ব্রহ্মজ্ঞান যদি চাও তা হলে সাধুসঙ্গ কর।

বৃহস্পতির পুত্র কচের সমাধি ভঙ্গের পর যখন মন বহির্জগতে নেমে আসছিল তখন ঋষিরা তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'এখন তোমার কিরূপ অনুভূতি হচ্ছে?' উত্তরে তিনি বললেন, 'সর্বং ব্রহ্মময়ংম–তিনি ছাড়া আর দেখতে পাচ্ছি না।'

ভাবের ঘরেচুরি থাকলে কিছুই হবে না।

মা যেমন কারো জন্যে ডাল, ভাত এবং কারো জন্যে সাবুর ব্যবস্থা করেন, ভগবানও সেইরকম প্রত্যেক মানুষের উপযোগী সাধনার ব্যবস্থা করে থাকেন।

যে ওলা মিছরির স্বাদ পায়, সে কি আর চিটে গুড় খেতে চায়, না যে একবার তেতলায় শুয়েছে, সে কি আর নোংরা জায়গায় থাকতে পারে? ব্রহ্মানন্দ যে পায়, সে কি আর বিষয়ানন্দে মাতে?

মানুষকে ভালো বলতেও যতক্ষণ, মন্দ বলতেও ততক্ষণ, অতএব লোকের কথায় কান না দেওয়াই কর্তব্য।

মুখ হল্‌সা ভেতর বুঁদে কান তুল্‌সে / দীঘল ঘোমটা নারী / পানা পুকুরের সীতল জল বড় মন্দকারী। অর্থাৎ এই কয়টি লোকের কাছ থেকে সাবধান হবে। মুখ হলসা –হল্ হল্ করে কথা কয়; তারপর ভেতর বুঁদে কিনা– মনের ভেতর ডুবুরি নামলেও অন্ত পায় না,; তারপর কান তুল্‌সে–যারা কানে তুলসী দেয় (ভক্তি জানবার জন্যে), দীঘল ঘোমটা নারী–লম্বা ঘোমটা, লোকে মনে করে ভারি সতী, তা নয়; আর পানা পুকুরের জল–নাইলেই সান্নিপাতিক হয়।

লোক লজ্জায় যারা ধর্ম–কর্ম করতে ভয় পেতো ঠাকুর তাদের বলতেন, 'লোককে কেমন দেখবি জানিস? লোককে দেখবি যেন –পোক।'

একজন সস্ত্রীক বিরাগী হয়ে নানা তীর্থ ভ্রমণ করে বেড়ায়। পথে যেতে যেতে স্বামী এক জায়গায় কয়েকটা হীরা পড়ে আছে দেখতে পেল এবং হীরা দেখে তার মনে হল এগুলোকে মাটি চাপা দিয়ে রাখি নতুবা আমার স্ত্রী যদি দেখতে পায়, তবে তার লোভ জন্মাতে পারে, সে তাই মনে করে সেগুলোর ওপর মাটি চাপা দিচ্ছে, এমন সময় তার স্ত্রী তা দেখতে পেল এবং কাছে এসে বললে 'হ্যাঁগা! তুমি কি করছিলে?' স্বামী থতোমতো খেলো। স্ত্রী পা দিয়ে ধুলো সরিয়ে হীরাগুলো দেখে বললে, 'এখনও হীরা মাটি তফাৎ বোধ রয়েছে, তবে তুমি কেন বনে এসেছ?'

ফেসবুক বার্তা

আজ যে ভারতীয় ক্রিকেট এদেশে কার্যত ধর্ম হয়ে উঠেছে তার গোড়াপত্তনের সময়টা মোটেই এত আকর্ষক ছিল না। মূলত রাজপরিবার এবং উচ্চবিত্ত মানুষের মধ্যে ঘোরাফেরা করত ক্রিকেট খেলা। এখন অবশ্য দেশের আবাল–বৃদ্ধ–বণিতা ক্রিকেট নিয়ে মেতে উঠেছে। ঘুঁচে গিয়েছে বড়লোক –গরিব লোকের বিভিদ।

দলতন্ত্রের ব্যাভিচারে গণতন্ত্রের নাভিশ্বাস পর্ব ৩০

সুস্বাগত বন্দ্যোপাধ্যায়

গণতন্ত্র নয়, জনগণতন্ত্র। জনগণ গণতন্ত্রের অভিভাবক–শাসক–শাসিত এমনকি শোষিত। জনগণ সরকার নির্বাচন করে। নির্বাচিত শাসক শাসন করে। জনগণের শাসককে পছন্দ না হলে সরকার পরিবর্তন করে। এই অবধি বোঝা গেল। কিন্তু গণতন্ত্র কি করে শোষক হয়! যেখানে জনগণ গণতন্ত্রের অভিভাবক! প্রশ্নবোধক বাক্যটি অতিকথন মনে হলেও যুক্তিহীন নয়। আধুনিক গণতন্ত্রে অনুঘটক রাজনৈতিক দল। রাজনৈতিক দলের প্রহেলিকায় বিদ্ধ সাধারণ জনগণ। ভারতের মতো দেশে ১৬০০টি বড়–মেজ–ছোট বা জাতীয় আঞ্চলিক স্থানীয় দল রয়েছে। কংগ্রেস–বিজেপি–কমিউনিস্ট পার্টি সহ জাতীয় দল, তৃণমূল কংগ্রেস–আন্না দ্রাবিড় মুন্নাথা কাজাগম–সমতা পার্টির মতো আঞ্চলিক দল অথবা পঙ্কয়–মালাখ্যা কাচ্চি–র আমরা বাঙালি, সবার একটাই শ্লোগান 'জনগণের স্বার্থে কাজ করা। স্বাধীনতার পর ভারতের রাজনৈতিক দলগুলির জনস্বার্থে কাজের প্রতিশ্রুতি যে নিছক কথার ফুলঝুরি তা পাঁচ বছরের শিশুও জানে। বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শিরোপার দাবি ভারত যে করে তা কতটা অসার সাম্প্রতিক বিশ্বের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সারণী প্রমাণ করে। ২০১৪ সালে রিপোর্টে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উৎকর্ষতার দিক থেকে প্রথম নরওয়ে, দ্বিতীয় সুইজারল্যান্ড, তৃতীয় সুইডেন, গ্রেট ব্রিটেনের স্থান তেরোয় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্থান ষোলো। জাপানের স্থান কুড়ি। ভারতের স্থান একান্ন। ১৯৫২–২০১৪ ভারতে ১৬ বার সাধারণ বা লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। কয়েক লক্ষ কোটি টাকা নির্বাচনের নামে সরকারি কোষাগার পরোক্ষভাবে সাধারণ মানুষের পকেট থেকে খরচ হয়েছে। অথচ ভারতীয় গণতন্ত্র বিশ্বের বা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের তালিকায় স্থান পায়নি। লোকসভা বিধানসভা নির্বাচন পরিচালনার জন্য শুধু রাষ্ট্রপতির সঞ্চিত তহবিল থেকে নির্বাচন কমিশন নয়। রাজনৈতিক দলগুলি গণতন্ত্রের নির্বাচন মোচ্ছবের জন্য ব্যবসায়ী শিল্পপতি পুঁজিপতিদের কাছে চাঁদা নিয়ে ভোটের যুদ্ধে লড়াই করেছে। হাত পদ্ম কাস্তে হাতুরি, ঘাসের ওপর জোড়াফুল কাদের স্বার্থ দেখবে আপনার আমার না গান্ধিজীর জলছবি লাগানো দেনেওয়ালাদের?

সুশাসনের স্বার্থে রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী আয় ব্যয়ের হিসাব প্রদান করাটা নির্বাচন কমিশনের কাছে দায়বদ্ধতামূলক। দলের স্বচ্ছতা ও সততা ভোটারদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে। দুর্ভাগ্যের বিষয় ২০১৪ সালে সাধারণ নির্বাচন হয়ে যাবার পর দেশের অধিকাংশ রাজনৈতিক দল নির্বাচনে খরচখরচের হিসাব দাখিল করেনি। ২০১৫ সালে নির্বাচন কমিশনের চাপে তৃণমূল কংগ্রেস, এডিএমকে সহ কিছু আঞ্চলিক দল রিটার্ন দাখিল করেছে। কিন্তু হিসাব নিকাশের গরমিল বা লুকনো খরচের হদিশ পাওয়া যায় নি।

নির্বাচনী বিধি অনুযায়ী রাজনৈতিক দলগুলি তাদের প্রাপ্ত টাকার হিসাব কমিশনের কাছে যে জমা দিয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে দলগুলির আয়ের ৭৫ শতাংশ টাকা অপরিচিত বা 'অপ্রকাশ্য সূত্র' থেকে অর্জিত। এই অপ্রকাশ্য সূত্রকে উহ্য রেখে দেয়। নির্বাচনী রাজনীতিতে ব্যবসায়ী শিল্পপতিরা তাদের কালো টাকাকে সুরক্ষিত রাখা এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা আদায়ের স্বার্থে বড় ছোট সব দলের কাছে টাকার থলি পৌঁছে দেয়। কমিশনের নির্দেশে বলা আছে ২০ হাজার টাকার বেশি চাঁদা দিতে গেলে, ব্যক্তি বা সংস্থাকে চেকে দিতে হবে। ১৯৯৬ সালে Common case Vs Union of India মামলায় সুপ্রিম কোর্ট রায় দেয় কালো টাকার নক্ক্যারজনক খেলা আইনের দায়বদ্ধতাকে উপেক্ষা করেছে। অবিলম্বে নির্বাচনের নামে কালো টাকা লেনদেন বন্ধ করা দরকার। সুপ্রিম কোর্টের এই রায় কোনও রাজনৈতিক দলের টাকা আদায়ের প্রক্রিয়াকে বন্ধ করতে পারে নি। পুঁজিপতিরা কালো টাকাকে নির্বাচনের বাজারে বিনিয়োগ করে। এই বিনিয়োগের ঘোড়া রাজনৈতিক দল। সরকার গঠন পরিবর্তন থেকে সাংসদ বিধায়ক কেনা–বেচা সবকিছুই কালো টাকার যোগানদারদের অঙ্গুলি হেলনে চলে। সাধারণ ভোটার শুধু ভোট দেয়। ভোট দেওয়াটা রাজনৈতিক অধিকার। আইন কানুন প্রশাসনে রাজনৈতিক দলের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা শিল্পপতি পুঁজিপতিদের এজেন্ট হিসাবে তাদের দায়িত্ব পালন করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য গত লোকসভা নির্বাচনে কমিশন ৩৩২কোটি কালো টাকা ভোটের প্রচারে বিলিক করার সময় উদ্ধার করেছে। ২২৫ লিটার মদ ও ১.৮৫ কেজি ড্রাগ বাজেয়াপ্ত করেছে। নির্বাচনে জেতার জন্য গরিব, আম আদমিদের টাকা বিলির ট্র্যাডিশন স্বাধীনতার পর থেকে চলে আসছে।

ভারতে নির্বাচনী খরচাখরচ বেড়েছে। ১৯৫২ সালে দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে সরকারি হিসাব অনুযায়ী ভোট উৎসব অথবা যুদ্ধে খরচ হয়েছিল ১০ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা। ১৯৫৭ সালে এই খরচ কমে হয় ৫ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা। ১৯৬২–৮৪ নির্বাচনের ব্যয় কোটি ২ সংখ্যায় সীমিত ছিল। ১৯৮৯ সাল থেকে নির্বাচনে খরচ বেড়ে যায়। ২০০৪ সালে এস খরচ বেড়ে হয় ১৩শো কোটি। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে বেড়ে হয়েছে ৩৬ কোটি টাকা। ভারতের

সারণি ১

বহুজাতিক সংস্থা থেকে ২০০৪–৫ থেকে ২০১২–১৩ আর্থিক বছরে দুটি প্রধান রাজনৈতিক দলের গৃহীত অর্থ

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস		ভারতীয় জনতা পার্টি	
১) স্টারলাইট ইন্ডাস্ট্রিজ ইন্ডিয়া লিমিটেড	৬,০০,০০,০০০	পাবলিক পলিটিক্স অ্যাওয়ারনেস ট্রাস্ট	১৪,৫০,০০,০০০
২) সেমা সোয়া লিমিটেড	২,৭৮,৫০,০০০	বেদান্ত দ্য মাদ্রাজ অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানি লিমিটেড	৩,৫০,০০,০০০
৩) সোলারিজ হোল্ডিং লিমিটেড	১,০০,০০,০০০	সেসা গোয়া লিমিটেড	১,৪১,৫০,০০০
৪) হায়াত রিজেন্সি	৫,০০,০০০	ড কেমিক্যাল ইন্টারন্যাশন্যাল লিমিটেড	১,০০,০০০
মোট	৯,৮৩৫ কোটি		১৯,৪২৫ কোটি

রাজনৈতিক দলের আয়ের ওপর কর মকুবের ব্যবস্থা না থাকত তাহলে ৬টি দলকে ২০০৬–২০০৯ কি পরিমাণ কর দিতে হত তার আনুমানিক হিসাব–নিকাশ

রাজনৈতিক দল	আয়করের পরিমাণ	মোট আয়
ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস	৩০০.৯২ কোটি	৮৮৭.০৭ কোটি
ভারতীয় জনতা পার্টি	১৪১.২৫ কোটি	৪২৬.৩০ কোটি
বহুজন সমাজবাদী পার্টি	১৯.৮৪ কোটি	২৯৮.৮৩ কোটি
সিপিআইএম	১৮.১৩ কোটি	১৮৫.৯৩ কোটি
সিপিআই	০.২৪ কোটি	৩.১৫ কোটি
জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস পার্টি	৯.৬৪ কোটি	৭৩.১৯ কোটি
মোট টাকা	৫১০.০২ কোটি	১৮৭৪.৪৭ কোটি

তথ্যসূত্র : অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিসার্চ রিপোর্ট

জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলির লোক সভা নির্বাচনে অর্থ সংগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে ৪১৮ শতাংশ এবং খরচা বৃদ্ধি পেয়েছে ৩৮৫ শতাংশ ভারতীয় জনতা পার্টি, জাতীয় কংগ্রেস, দুই কমিউনিস্ট পার্টি ২০১৩–১৪ সালে অনুদান বৃদ্ধি পেয়েছে ১৫৮ শতাংশ। বিগত বছরগুলির তুলনায় দলের এই আয় বৃদ্ধির পরিসংখ্যান সরকারিভাবে যে দাখিল করা হয়েছে তা ছটি জাতীয় দলের ৮.৯ শতাংশ হিসাব। বাকি ৭৫ শতাংশ অপ্রকাশ্য উৎসকে গোপন রাখা হয়। এই বিপুল অর্থ ভান্ডার দল নির্বাচনের এবং সারা বছরে রাজনৈতিক ক্রিয়াকান্ডে খরচ হয়। এই অর্থ থাকে দলের হাইকম্যান্ড সম্পাদক সভাপতির নিয়ন্ত্রণে। দলের এই অর্থ আত্মসাৎ করে সেবার সম্ভাবনা থেকে যায়। কারণ দলের সভাপতি সম্পাদক হিসাবরক্ষকের পথে অথবা দলের বিভিন্ন শাখা সংগঠনের সভাপতি সম্পাদকের ব্যক্তিগত নামের অ্যাকাউন্টে এই অপ্রকাশ্য অর্থ গচ্ছিত রাখা হয়।

ভারত সরকারের বিদেশি মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন (এফসিআরএ) অনুযায়ী রাজনৈতিক দলগুলি বিদেশি সংস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ভারতে বহুজাতিক সংস্থার কাছ থেকে সরাসরি কোনও অনুদান গ্রহণ করতে পারে না। আশ্চর্যের বিষয় এই আইন অমান্য করে কংগ্রেস বিজেপি সহ বিভিন্ন জাতীয় ও আঞ্চলিক দল গত এক দশক ধরে বহুজাতিক সংস্থার কাছ থেকে আর্থিক অনুদান গ্রহণ করেছে। দেশের দুই বৃহত্তম দল ভাজপা এবং কংগ্রেস ২০১৪ সালে ২৯.২৬ কোটি টাকা ভারতের বাণিজ্যকারী বিদেশি সংস্থার কাছ থেকে আদায় করেছে। দলগুলি তাদের কাছে বন্ধক থাকার ফলে বহুজাতিক সংস্থা উদারীকরণ অর্থনীতির নামে আন্তর্জাতিক বাজারে নিষিদ্ধ বস্তু ভারতের বাজারে বিক্রি করলেও কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অপারগ। কোকাকোলা বা ম্যাগির নির্মাতার বিরুদ্ধে কোনও আইনি শাস্তি প্রদান এই কারণে করতে পারেনি। রাজনৈতিক দলের টিকি বাঁধা বহুজাতিক সংস্থার কাছে। ২০০৪–০৫–২০১১–১২ দীর্ঘ ২০ বছরে বহুজাতিক সংস্থার কাছ থেকে কংগ্রেস ও ভাজপা যে অর্থ অনুদান হিসাবে নিয়েছে তা তাদের ঘোষিত অর্থ দাখিল থেকে তুলে ধরলে পাঠক বা ভোটদাতাদের কাছে রাজনৈতিক দলের জালিয়াতি বা ভাঁওতাটা বোঝা যাবে। কংগ্রেস স্যাটেলাইন ইন্ডাস্ট্রিজ ধাওয়া লিমিটেড, সেসা গোয়া, সোলারিজ হোল্ডিং লিমিটেড, হায়াত রিজেন্সির কাছ থেকে ৯.৮৩৫ কোটি টাকা চাঁদা নিয়েছে। ভাজপা পাবলিক পলিটিক্যাল অ্যাওয়ারনেস ট্রাস্ট, বেদান্ত, সেসা গোয়া সহ একাধিক সংস্থার কাছ থেকে ১৯.৪২৫ কোটি টাকা গ্রহণ করেছে। বিদেশি বহুজাতিক সংস্থার অনুদানকৃত অর্থের বিরুদ্ধে অ্যাসোসিয়েশন কর ডেমোক্রেটিক রিসার্চ ২০১৪ সালে দিল্লি হাইকোর্টে জনস্বার্থে এক মামলা করে। হাইকোর্ট কংগ্রেস এবং বিজেপিকে বিদেশি সূত্র থেকে আয়ের জন্য দোষী সাবস্ত করে। কংগ্রেস এই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করে। বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টের বিচারাধীন। তবে বিষয়টি পরিষ্কার ভারতে সুশাসনের ক্ষেত্রে বড় অন্তরায় হল রাজনৈতিক দলের মতাদর্শহীন আর্থিক ভ্রষ্টাচারিতা। দেশের মন্ত্রীরা যে দলের শাসক দেই সল যদি অসততার পথে অর্থ রোজগার করে তাহলে কালো টাকা আর অপরাধ প্রবণতার বিরুদ্ধে লড়াই ভন্ডামি চিটফান্ডের চেয়েও ভয়ংকর প্রতারণা। অথচ আমরা নির্বিকার। রাজনৈতিক দল যতই খারাপ হোক সংসদীয় রাজনীতির এরাই দণ্ডমুন্ডকর্তা। রাজনৈতিক দলই একমাত্র পারে দেশের বিচার ব্যবস্থা নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ এমনকি তথ্য জানার অধিকার আইনকে উপেক্ষা করার। ২০১৩ সালের ৩রা জুন তথ্য কমিশন নির্দেশ দিয়েছিল রাজনৈতিক দলের কাজকর্মের স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য মুখ্য জন তথ্য আধিকারিক নিয়োগ করার। এখনো পর্যন্ত দলগুলির সময় হয় নি তথ্য আধিকারিক নিয়োগের। কমিশন দলগুলিকে শোকজ করে ৭ই জানুয়ারি ২০১৫ ডেকে পাঠায়। কোনও দলই কমিশনের কাছে উপস্থিত থেকে শোকজের জবাব দেয় নি।

সংসদীয় শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে গান্ধিজীর ধারণা বিরূপ ছিল। সংসদকে তিনি আস্তাবল মনে করতেন। এই আস্তাবলের জীবদের নিয়ে তৃণমূল স্তরে জনগণের স্বশক্তিকরণ সম্ভব নয়, এই সারসত্যকে বুঝেছিলেন বলে স্বাধীনতার পর কংগ্রেস দলকে ভেঙে দেবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। জরুরি অবস্থার সময় রাজনৈতিক দলের দুর্নীতিতে তিতিবিরক্ত হয়ে জয়প্রকাশ নারায়ণ দলহীন গণতন্ত্রের পথে সামগ্রিক বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন। তাসত্ত্বেও দলদাসতন্ত্রের স্বেচ্ছাচার ভারতীয় গণতন্ত্রকে সর্বাংশে গ্রাস করেছে। দলদাসতন্ত্র থেকে আম আদমীর মুক্তি কবে ঘটবে ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক গতি বলবে। বিপন্ন গণতন্ত্র–বিপন্ন স্বদেশ বিপর্যস্ত জনগণ।

(শেষ)

শুরু হচ্ছে
সুস্বাগত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নতুন ধারাবাহিক
বিকল্পিত রাজারহাট নিউটাউনের বৃত্তান্ত
আগামী সপ্তাহ থেকে

বিজেপি নেতারা নৈতিকতার নতুন পাঠ শেখাচ্ছেন?

নির্মল গোস্বামী

বিজেপি নেতারা সাম্প্রতিক ঘটে যাওয়া ললিত মোদিকাণ্ডে রাজেকে ক্লিনচিট দিতে গিয়ে বা তাকে রাজস্থানের গদিতে বহাল রাখতে গিয়ে যে সব যুক্তি–তর্কের অবতারণা করছেন তা গণতন্ত্রের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকারক। আডবানীজির আশাকেই যেন মান্যতা দেওয়ার পথে এক কদম এগিয়ে যাওয়া কেন? তার ব্যাখ্যায় যাওয়ার আগে বিজেপি নেতাদের যুক্তিগুলো একটু বিশ্লেষণ করে দেওয়া যাক।

তারা বলছেন আইপিএল ফিক্সিং কাণ্ডে কত একশো কোটি টাকার ঘোটালা করে ললিত মোদির লন্ডনে থাকার জন্য অভিভাষণ পাওয়ার ছাড়পত্রে যখন সই করেন বসুন্ধরা রাজে তখন রাজ্য সরকারের ক্ষমতায় ছিলেন না। তিনি বিরোধী দলনেত্রী ছিলেন। ফলে তিনি ব্যক্তিগত ভাবে তার পারিবারিক বন্ধুকে সাহায্য করেছেন মাত্র। কোনও সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার করেননি। ফলে দুর্নীতির প্রশ্নই নেই। বিরোধীরা যতই চেঁচান না কেন পদত্যাগের প্রশ্ন নেই।

খুব ভালো কথা। এটা তো সর্বজনের কাছে সত্য যে আমার বন্ধু, ভাই, আত্মীয় যদি বিপদে পড়ে তবে তাকে অর্থ দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করা আমার অবশ্য কর্তব্য। এক্ষেত্রে বসুন্ধরা রাজে তার পারিবারিক বন্ধুকে তাঁর প্রভাব দিয়ে (অর্থ দিয়ে নয়–নিয়ে) সাহায্য করেছেন তাতে দোষটা কি? তাবড় তাবড় নেতাদের এহেন বালখিল্য যুক্তি শুনে মনে হত ধরনী দ্বিধা হত লজ্জা লুকোবার উপযুক্ত স্থান তার কোথায়? প্রথম কথা হল তিনি কাকে সাহায্য করবেন? একজন অপরাধী। কি ধরনের অপরাধী? না কত একশো অথবা হাজার কোটি টাকার আর্থিক কেলেঙ্কারী করেছেন। ফলে তিনি অপরাধী। তিনি রাষ্ট্রে আয়কর আইন, ফেরা আইন লঙ্ঘন করেছেন। ম্যাচ ফিক্সিং করে আরও অপরাধের বোঝা বাড়িয়েছেন। তিনি তাঁর অপরাধ সম্পর্কে এতোটাই অবহিত যে তিনি ভারতীয় বিচার ব্যবস্থার সামনা সামনি হতে ভয় পাচ্ছেন। তাই তিনি পলাতক। আর সেই পালাতে সাহায্য করেছেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও তৎকালীন বিরোধী দলনেত্রী।

বিজেপি নেতাদের যুক্তি হল যেহেতু ২০১১ সালে বসুন্ধরা সরকারি ক্ষমতায় ছিল না তাই ললিত মোদিকে ইংল্যান্ডে বাস করার ছাড়পত্র দেওয়াতে কোনও অপরাধ নেই। বিজেপির সেই সব গণতন্ত্রের চ্যাম্পিয়ন নেতাদের কাছে জানতে চাই আচ্ছা সরকারি ক্ষমতায় না থাকলে কি নাগরিক কর্তব্য বলে কিছু থাকে না? ললিত মোদি অপরাধ করেছে কংগ্রেস সরকারের কাছে নয়। ভারত রাষ্ট্রের কাছে।

একজন রাষ্ট্রদ্রোহীকে একজন সচেতন নাগরিক সচেতন ভাবে পালাতে বা গোপনে আশ্রয় দিতে পারে কি? সেটা কি রাষ্ট্রের চোখে অপরাধ নয়? আর একজন এমএলএ এবং বিরোধী নেতা তাঁর তাহলে কর্তব্য কি ছিল? আমরা জানি বিরোধী দলনেতা একজন ক্যাবিনেট মন্ত্রীর মর্যাদা ও সুযোগ সুবিধা পায় রাষ্ট্রের কাছ থেকে। যিনি যে রাষ্ট্রের থেকে গাড়ি, বাড়ি, মাইনে, মেডিক্যাল খরচ টেলিফোন খরচ, ইত্যাদি সুযোগ সুবিধা নিচ্ছেন সেই রাষ্ট্রের রাজকোষকে লুট করেছে যে তাকে সাহায্য করেছেন। এটা কোন ধরনের নৈতিকতা–তার ব্যাখ্যাটা বিষদে জনগণকে জানাবেন কি মোদিজী, অমিতজী।

আমরা তো জানি একজন বিরোধী দলের এমএলএ আর একজন সরকারি দলের এমএলএ–র মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। সংবিধানের চোখে তারা একই অধিকার ভোগ করে। তাদের একই আইন মেনে চলতে হয়। দেশের প্রতি রাষ্ট্রের প্রতি সংবিধানের প্রতি একই দায়বদ্ধতায় বাঁধা থাকে। একই শপথ বাক্য পাঠ করতে হয়। দুর্নীতি মুক্ত দেশ গড়ার আহ্বান জানিয়ে যারা গগন বিদারণ করে ক্ষমতায় এল তাদের কাছে আজ দুর্নীতির নতুন ব্যাখ্যা শোনা যাচ্ছে। সরকারি ক্ষমতায় না থাকলে দুর্নীতির কোনও

দায় বর্তায় না। যেমন বসুন্ধরার ক্ষেত্রে বর্তায়নি তাদের ভাষ্যে।

রাজ্যে এবং দেশের নির্বাচিত আইনসভার সদস্য ও মন্ত্রিসভার সদস্যদের যদি নৈতিকতার এই দৃষ্টিভঙ্গি হয় এবং এটা যদি সাধারণ মানুষের মধ্যে সংক্রমণ ঘটে তাহলে কি হতে পারে তা ভেবে দেখতে অনুরোধ করব বিজেপি নেতাদের।

মনে করুন তিহার জেলে একজন দাগী আসামী বন্দি এসেছে ঘটনাক্রমে জেল সুপার জানতে পারল যে সে তার দূর সম্পর্কের আত্মীয়। ফলে হোক অপরাধী বসুন্ধরার পদাঙ্ক অনুসরণ করে যদি আত্মীয়কে সাহায্য করা উচিৎ এই ভেবে তাকে জেল থেকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করে...?

বিচারক যদি পরিচিত ভেবে আইন ভেঙে খুনিকে বেকসুর খালাস করে দেয়?

ইনকাম ট্যাক্স অফিসার কারো বাড়িতে তল্লাসি করতে গিয়ে প্রচুর কালো টাকার হদিস পেল এবং সঙ্গে সঙ্গে জানল যে ওই ব্যক্তি তার শ্বশুর বাড়ির আত্মীয় তাই কোনও কিছু সিজ না করে যদি চলে আসে?

পুলিশ অফিসার এক ধর্ষণ ও খুনের আসামী ধরতে গিয়ে দেখল যে সে তার আত্মীয় দূর সম্পর্কের এবং বিজেপি নেতাদের নতুন নৈতিকতার ব্যাখ্যা তার মনে পড়ল। সেই পুলিশ অন্য লোককে ধরে এনে মিথ্যা কেস দিল এবং আসল অপরাধীকে ছেড়ে দিল।

ব্যাঙ্ক অফিসার আত্মীয় বলে অবৈধভাবে কোটি কোটি টাকার লোন পাইয়ে দিল এমন লোককে যে আর শোধ করতে পারল না।

একজন ডাক্তার তাঁর স্ত্রীকে বাঁচাতে অন্য রুগীর একটি কিডনি কেটে নিল সুযোগ পেয়ে।

কাস্টম অফিসার কোটি টাকার সামগ্রী ধরেও ছেড়ে দিল পারিবারিক বন্ধু বলে।

এইভাবে আরও অনেক পরিসরে নাগরিকদের মধ্যে যদি 'আত্মীয়', 'বন্ধু', পারিবারিক সম্পর্কের 'ফোবিয়া' ছড়িয়ে পড়ে তাহলে দেশটার কি হাল হবে ভেবে দেখেছেন কি?

সরকারকে সরকারি কর্মীবর্গকে পরিচালনা করে নেতারা। তাঁরাই আইন প্রণয়ন করেন। ফলে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করাটা সরকারি কর্মচারীদের প্রথায় পড়ে। ফলে একজন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর যদি এই বোধ হয়। তার কর্মচারীদের কি বোধ হবে? প্রথম দিন যখন মিডিয়া একটি চিঠি প্রকাশ করে তখন বিজেপি নেতা এবং বসুন্ধরা বলেছিলেন ওতে কারো সই নেই। নেই বলে নিজেদের দায় এড়িয়ে গেল।পরে সই সহ প্রকাশিত হতে স্বীকার করতে পথ পেল না। এই মিথ্যাচারের জন্যই তো পদত্যাগ করা উচিত।

যদি মিডিয়া বা কংগ্রেস বসুন্ধরার সই করা কাগজ না দেখাতে পারত তাহলে হুবহু এড়িয়ে যেত। প্রথম দিনেই কেন স্বীকার করে নিয়ে বলল না যে হ্যাঁ আমি আমার বন্ধুকে সাহায্য করেছি। এর থেকে পরিস্কার হয়ে যাচ্ছে যে বিজেপি নেতারাও জানে এটা অন্যায় তাই প্রথমে সই নেই এই অজুহাতে অস্বীকার করেছিল। এখন ধরা পড়ে বদযুক্তি যে যুক্তিতে আগামী দিনে দেশের সর্বনাশ হবে। মিথ্যাবাদী মুখ্যমন্ত্রী আর এক মিথ্যাবাদী মন্ত্রী। তিনি বলছেন মানবিক কারণে ট্রাভেল ভিসা পাইয়ে দিয়েছে ললিতকে। মানুষের মানবিক অনুভূতির তারতম্য থাকতেই পারে। কারো কম কারও কম কারও বেশি। কারও মানবিক অনুভূতির এতো প্রাবল্য যে ন্যায়–অন্যায়, উচিত–অনুচিত বোধ লোপ পায়। যেমন সুষমাজীর পেয়েছে।

তাঁর স্মৃতি লোপ পর্যন্ত হয়ে গেল। কারণ তিনি যখন রাষ্ট্রপতির কাছে মন্ত্রী হিসাবে শপথ নিয়েছিলেন তখন কি বাক্য পাঠ করেছিলেন? সেখানে আইন সংবিধান, বিধি, রাষ্ট্রের হিতের জন্য কোনওরূপ পক্ষপাত না করার শপথ নিয়েছিলেন। এখন রাষ্ট্রদ্রোহীর প্রতি মানবতার এমন জোয়ার এল মনে প্রাণে যে নিজের পদের মর্যাদা রাষ্ট্রের সম্মান সব ধুলোয় মিশিয়ে দিতে হল। তিনি যে জেনে–বুঝে এমন অন্যায় কাজ করেছেন তার প্রমাণ হয় তিনি বিদেশ মন্ত্রক বা ভারতীয় দূতাবাসকে জানাননি কারণ তাহলে তাঁর মানবতার স্রোতধারা রুদ্ধ হয়ে যেত। মন্ত্রীর এই মিথ্যাচার স্বাধিকার ভঙ্গের সামিল। বিজেপি নেতারা তবুও নীরব।

দুর্নীতি কে করবে আর কে করবে না তা মেটাল ডিটেকটর দিয়ে ধরা যায় না। কিন্তু দুর্নীতির খবর প্রকাশ পাওয়ার পরও যদি দল বা সরকার গণতন্ত্রের রীতিনীতি মেনে তার প্রতিকার না করে তখনই ভয় হয়। কোন দল ক্ষমতায়। খবরে প্রকাশ যে রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রীকে সরিয়ে দিলে সে দলবল নিয়ে আলাদা দল খুলবে এই ভয়ে দল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ভয় পাচ্ছে। এখানেই প্রশ্ন জাগে তাহলে দল কাদের জিতিয়েছে? বেশির ভাগ এমএলএ দুর্নীতিকারীর পক্ষে চলে যাবে? তাহলে কাদের টিকিট দিয়েছে দল? এর থেকে লজ্জার এবং ভয়ের আর কিছু হতে পারে। এই যে দুর্নীতি করেও ক্ষমতা আঁকড়ে বসে থাকা গণতন্ত্রকে মর্যাদা না দেওয়া এই শক্তিই ফ্যাসিবাদী শক্তি। এদের হাত ধরেই আবার গণতন্ত্র ধ্বংস হতে পারে এই ভয় করেছিলেন আডবানীজি। তাই তিনি ব্রাত্য। কিন্তু জনগণের ভয় শুধু গণতন্ত্র পদদলিত হচ্ছে বলে নয় অপরাধ ঢাকতে নৈতিকতার নব মূল্যায়নের ফলে সমাজের এতো দিন ধরে তৈরি মানসিক সেট–আপ না ধ্বংস হয়ে যায়। সেটা সমূহ বিপদের। আর একটা বিষয় হল যে ভারতে সংবিধানে ভারতের আইনে যদি মানবতার দিকটি অবহেলিত হয়ে থাকে। তাহলে তা পাল্টে ভারতের আইনগুলি যাতে মানবিক হতে পারে তার জন্য চেষ্টা করুক সুষমাজী যাতে মানবতা দেখাতে গিয়ে আইনি বিড়ম্বনায় না পড়তে হয়।

ইফতার খেয়ে অসুস্থ ১০০ জন হাসপাতালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : শনিবার রাতে ইফতার খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে ১০০ জন। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জীবনতলা থানার বেহুলা বাড়ি গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে বেহুলাবাড়ি গ্রামে কয়েকশো সংখ্যালঘু সম্প্রদায় মানুষ রোজা করে সন্ধ্যায় ঈশ্বরীপুর জাম্মা মসজিদে নামাজ পড়ে ইফতার করে। ইফতারে খেয়ে কিছুক্ষণ পরে পায়খানা বমি হতে শুরু করে। নৌসর গাজি, ইউসুফ মোল্লা সহ আরও ৯৮ জন অসুস্থ হয়ে পড়ে। স্থানীয় মানুষজন বিষয়টি দেখতে পেয়ে খবর দেয় ক্যানিং–২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সওকাত মোল্লাকে। তিনি দ্রুততার সঙ্গে সব কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। আসে ১২ জনের মেডিকেল টিম। মুঁচিতলা ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে অসুস্থদের চিকিৎসা চলে। ক্যানিং–২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সওকাত মোল্লা বলেন ইফতার খেয়ে ১০০ জন অসুস্থ হয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে সব রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ১২ জনের মেডিকেল টিম অসুস্থদের চিকিৎসা করছে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে ডাইরিয়া হয়েছিল। বর্তমানে সকলে সুস্থ আছে।

গরিবির অন্ধকার ঢাকল আমিনউদ্দিন দীপে

সামিম হোসেন, পাথরপ্রতিমা : কোনও দিন আধপেটা আবার কোনও দিন দানাপানি টুকু পেটে পড়ত না আমিনউদ্দিনের পরিবারের। ভ্যান চালক বাবা সশুদ আলি গাজির উপার্জনের উপর তাকিয়ে থাকতে হত আমিনউদ্দিন গাজি সহ পরিবারের সদস্যরা। এভাবেই কেটেছে আমিনউদ্দিনের ছোটবেলা। শুক্রবার সকালে বছর বাইশের আমিনউদ্দিনের কাছে নিয়ে এল এক নতুন বার্তা। এবারের জয়েন্ট এন্ট্রান্সের মেডিকেলে ওবিসি–১৩, জেনারেল ৩৯৪

র‍্যাঙ্ক করে ডাক্তারি পড়ার স্বপ্নটাকে সফল করলো আমিনউদ্দিন। বাড়ি সুন্দরবনের পাথরপ্রতিমার প্রত্যন্ত গ্রাম পশ্চিম শ্রীধরপুরের গাজি পাড়ায়। চার ভাই বোনের মধ্যে দ্বিতীয় আমিনউদ্দিন জীবনের এই বড় পরীক্ষার প্রস্তুতিতে মিশনের শিক্ষক শিক্ষিকারাই সাহায্য করতেন আমিনউদ্দিনকে। এমনকি রোজ নিয়ম করে ৬–৮ ঘন্টা পড়াশুনা করতো। আমিনউদ্দিন জানায় জয়েন্ট এনট্রান্স পরীক্ষা ভালো দিয়েছিলাম, রোল নম্বর ২৭৯৩১২০৩৩৩। কিন্তু রেজাল্ট এত ভালো হবে ভাবতে পারিনি। ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন ছিল। বাবা রাস্তায় ভ্যান চালিয়ে এতদিন আমার পড়াশুনার খরচ জুগিয়েছেন। বাবা বলেছেন সংসার চালিয়ে আবার ডাক্তারি পড়াশুনার খরচ টানা সম্ভব নয়। বড় দাদা বেকার, ছোট বোনেরা এখনও পড়াশুনা করছে। ছিটে বেড়ার মাটির দেওয়াল ও টালির ছাউনির এক চিলতে বাড়িতে বাস গাজি পরিবারের। পরিবারের সকলের কথা ভেবে দু পয়সা আয়ের জন্য রোজ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ভ্যান চালান সশুদ বাবু। বলেন আর্থিক অনটনের জন্য বড় ছেলেকে পড়াতে পারিনি। আমিনউদ্দিন তো তবু এতদূর এসেছে। বাকি আরও দুটো মেয়ে আছে। সকলের মুখে তো খাবার জোগান দিতে হবে। জানিনা আমিনউদ্দিনের ডাক্তারি পড়ার খরচ যোগাতে পারবো কিনা।

যদি কোনও সহৃদয় ব্যক্তি আমিনউদ্দিনের পাশে এসে দাঁড়ায় তাহলে হয়তো সে নিজের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে, অন্যদিকে ছেলের স্বপ্নপূরণের ঘোর ধোঁয়াশার কথা ভাবতে ভাবতে ডুকরে কেঁদে ওঠেন আমিনউদ্দিনের মা মিনারা বিবি। তিনি বলেন—আমি পড়াশুনা জানি না, আমার খুব ইচ্ছে আমিনউদ্দিন ডাক্তার হোক।

ট্রেনে কেটে মৃত্যু গৃহবধূর

নিজস্ব প্রতিনিধি : শুক্রবার সকালে এক গৃহবধূ ৪ বছরের শিশুকে নিয়ে ট্রেন লাইনে ঝাঁপ দিলে মৃত্যু হয় অজ্ঞাত গৃহবধূর। জখম শিশু চিকিৎসাধীন এম আর বাঙ্গুর হাসপাতালে। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং থানার মিঠাখালি এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে আপ ক্যানিং লোকাল ট্রেনটি সকাল ১০.০৫ টায় ক্যানিং ২ নম্বর প্ল্যাটফর্ম দিয়ে ছেড়ে শিয়ালদহ যাচ্ছিল। মিঠাখালি এলাকায় অজ্ঞাত এক গৃহবধূ কোলে শিশু নিয়ে হঠাৎই চলন্ত ট্রেনের সামনে রেল লাইনের উপর ঝাঁপ দেয়। স্থানীয় মানুষজন বিষয়টি দেখতে পেয়ে জিআরপিকে খবর দেয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে জিআরপি বাহিনী। জখম ২ জনকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা গৃহবধূকে মৃত বলে ঘোষণা করে। শিশুটির অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসকরা এম আর বঙ্গুর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে। পুলিশ জানান ট্রেন লাইনে ঝাঁপ দিয়ে এক অজ্ঞাত গৃহবধূর মৃত্যু হয়। জখম শিশু চিকিৎসাধীন। বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। গৃহবধূর পরিচয় খোঁজ চলছে।

সোনারপুর–করুণাময়ী রুট চালু হল

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার : সোনারপুরে বহুদিন বাদে একটি বাস রুট চালু হল। বিগত বহু বছর ধরে সোনারপুরের বাসিন্দারা যাতায়াত করতেন ট্রেনে। এর অনেক পরে একটি বাস চালু হল বেহালা, ঠাকুরপুকুর যাতায়াত করার জন্য। কিন্তু উত্তরের কোন বাস ছিল না। ছিল অটো, সেটাও গড়িয়া পর্যন্ত। সোনারপুর থেকে কিছুটা পথ অতিক্রম করার পর বদলি করে অন্য একটি বাসে অফিস স্কুল অথবা কলেজে পৌঁছাতে হোত। এখন থেকে আর যাতায়াতের জন্য হয়রানি হতে হবে না সোনারপুরের বাসিন্দাদের। রবিবার ২৮ জুন সকাল ১১টায় চালু হয়ে গেলো রুট নং কে বি ১৭। এই রুটের বাস সোনারপুর থেকে ছেড়ে কামালগাজী হয়ে গড়িয়া, যাদবপুর, গড়িয়াহাট, পার্কসার্কাস, শিয়ালদহ, রাজাবাজার, হাডকো হয়ে করুণাময়ী। রুটের নাম—সোনারপুর টু করুণাময়ী। বর্তমানে মোট ২৫টি বাসের মধ্যে রাস্তায় নামার উপযোগী হয়েছে ১৮টি। উদ্বোধনের দিন ১৩টি বাস চালু করা হোল। প্রতি দশ মিনিট বাদে এই বাস পাওয়া যাবে বলে বাস মালিকদের বক্তব্য। উদ্বোধন করেন সোনারপুর বিধায়ক জীবন মুখোপাধ্যায়। সঙ্গে পতাকা নেড়ে বাস চালু করলেন রাজপুর–সোনারপুর পুরসভার চেয়ারম্যান ডাঃ পল্লব দাস। ছিলেন স্টেট ব্যাঙ্ক সোনারপুর শাখার ম্যানেজার সিদ্ধার্থ হালদার এবং বাস ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট স্বপন ভট্টাচার্য। বহুদিন বাদে শহর ঘুরে বাস এর রুট হয়েছে বলে এলাকার মানুষ খুব খুশি। আর মাঝ পথে নেমে বদলি করতে হবে না।

স্কুলে বৃক্ষরোপণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্থানীয় ক্লাব ''কিশলয় ফাউন্ডেশনের'' পক্ষ থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগনা বাসন্তীর দক্ষিণ মোকাম বেড়িয়া নারায়ণ চন্দ্র জুনিয়র হাই স্কুল ও নারায়ণচন্দ্র অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র ছাত্রীরা বৃক্ষরোপণ করলো। এবং ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রায় ৫০০ মেহগনি ও সেগুন চারা বিতরণ করা হয়েছে। সংস্থার পক্ষে উপস্থিত ছিলেন গোপাল দাস, শিপ্রা মাইতি, মির্জা ইকবাল ফয়েজ বেগ, স্কুলের প্রধান শিক্ষক সুকুমার সরদার। এই সংখ্যার শুরু মাত্র ২০১৩ সালে গত ২ বচর এরা বিভিন্ন স্কুলে খেলাধুলা ও শিক্ষা সহায়ক সরঞ্জাম বিতরণ করেছে। বিপ্লববাবু ও তাঁর বন্ধু বান্ধবদের আর্থিক সহযোগিতায় এই চারা বিতরণ। সুতরাং যাতে প্রতিটি চারা বেঁচে থাকে ছাত্রছাত্রীদের সেই চেষ্টা করতে হবে বলেন প্রিয় শিক্ষক ও লেখক প্রভুদান হালদার।

নিজাম প্যালেসে ইফতার পার্টি মুকুলময়

মলয় সুর

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সম্পর্ক তলানিতে যাওয়ার পর থেকেই তাঁর উদ্যোগে নতুন দল বা মঞ্চ গঠনের গুঞ্জন চলছিল। গত রবিবার নিজাম প্যালেসে তৃণমূলের প্রাক্তন সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক নতুন এই রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম তৈরির আগে জেলাস্তরে নিজের অনুগামীদের মধ্যে সাংগঠনিক ক্যারিশমা এখনও কতটা বিদ্যমান তা এদিন যাচাই করলেন। বর্তমানে জোড়া ফুলের সবচেয়ে বিতর্কিত এমপির রমজান মাসে রাজনৈতিক নেতানেত্রীদের নিয়ে ইফতার পার্টির আয়োজন নতুন কিছু নয়। তৃণমূল সুপ্রিমো হিসাবে মমতা সহ দলের একাধিক নেতা–মন্ত্রী এ ধরনের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে গিয়েছেন। মুকুল নিজে যখন দলের ক্ষমতাধারী হিসাবে পরিচিত ছিলেন তখন তিনি একই পথে হেঁটেছেন।

দশম দিনের ইফতার মজলিসে হাজির ছিলেন তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক দীপক ঘোষ, তিনি বলেন, বাম জমানার অবসানে আমরা একত্রিত হয়েছিলাম। এখন অনেকেই বর্তমান অবস্থায় বেশ

হতাশ। তাই যদি একটা দল গড়া যায়। ছিলেন তৃণমূলের দুই বিধায়ক শিউলি সাহা ও শীলভদ্র দত্ত। অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, তৃণমূলের জন্মলগ্ন থেকে রয়েছেন গৌতম বর্মন, সুব্রত পাল, ছাত্রনেতা সুজিত সাম, সংখ্যালঘু সেলের নেতা ফরিদ খান। কলকাতার নাখোদা মসজিদের প্রধান ইমাম মৌলানা নূর ইলাম সাহেব, বিজেপি নেতা প্রদীপ ঘোষ, অভিনেত্রী অঞ্জনা বসু।

এছাড়াও বেলুড় মঠের মহারাজ শিবেন্দ্র, সংখ্যালঘু বুদ্ধিজীবী সেলের ওয়াইদুল হক এদিনের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত ছিলেন। রাজ্যের প্রতিটি জেলা থেকেই সংখ্যালঘু প্রতিনিধি বা মুকুল অনুগামীদের এদিন দেখা গিয়েছে। বেশ কয়েক হাজার লোক ইফতার পার্টিতে যোগ দেয়। তবে মুকুলবাবু এদিন সাংবাদিকদের সব প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়েছেন। রাজনৈতিক মহলের ধারণা মুকুলের লক্ষ্য নির্বাচনে এ রাজ্যের নির্ণায়ক শক্তি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভিতে নাড়া দেওয়া। তবে কানাঘুষোয় জানা যায় ঈদের পরই সব কিছু গুছিয়েই দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হবেন মুকুল ও তার অনুগামীরা।

২০১৬ সাল বাংলার প্রগতির সাল: রাহুল

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত শনিবার বিকালে ক্যানিং বাসস্ট্যান্ডে বিজেপির ক্যানিং–১ মন্ডল কমিটির ডাকে এক জনসভার আয়োজন হয়। বিজেপির রাজ্য সভাপতি রাহুল সিনহা, সহ সভাপতি বাদশা আলম, রাজ্য নেত্রী অভিনেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়, জেলা সভাপতি দেবতোষ আচার্য প্রমুখ। রাহুল সিনহা বলেন ২০১৬ বাংলার প্রগতির সাল বিজেপি ক্ষমতায় এলে শান্তির বাংলা তৈরি হবে। এই বাংলা রবীন্দ্রনাথ, কাজি নজরুল, নেতাজি, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্যামাপ্রসাদের বাংলা। এই রাজ্যেও মোদিজীর সরকার হবে। পরিবর্তনের পরিবর্তন করুন। গুন্ডাবাজদের বিরুদ্ধে বিজেপি লড়াই করছে। বর্তমানে রাজ্যে উল্টো পুরাণের সরকার চলছে। মুখ্যমন্ত্রীর কেন্দ্রে ৩ বার পুলিশের উপর হামলা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি থেকে ২ কিমি দূরে আলিপুর থানা। পুলিশ টেবিলের তলায়, ফাইল দিয়ে মুখ ঢাকছে। যদি বিজেপি কর্মী সমর্থকদের উপর হামলা করে মারধর করে গায়ে হাত দেয় তাহলে পুলিশের কাছে যাবেন। পুলিশ যদি কিছু না করে, তাহলে

রাজ্যে পুলিশের আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে তৃণমূলকে পেটান। বিজেপির রাজ্যের সভাপতি রাহুল সিনহা আরো বলেন আমার বিরুদ্ধে ৩১টা এফআইআর করেছে। ৩১টা কেন ৩১শোটা করুন। রাজ্যে অঘোষিত জরুরি অবস্থা চলছে। এ রাজ্যে শিল্পে বিনিয়োগ করবে কে। জমি দেখতে বললে কাট মানি দাও। সিপিএম আমলে লাল ঝান্ডা পুঁতে দিত। সিপিএম দেনা করে গিয়েছে। সেই দেনা থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য বর্তমান সরকারকে কেন্দ্র সাহায্য করছে। এই সরকার ৮৫ হাজার কোটি টাকা ধার করেছে। ধার করার টাকায় নদী, সমুদ্র, ক্লাব, উৎসব চলছে। মুসলমানের ভোট পাওয়ার জন্য ভাতা চলছে। ২০১৬ সালে আপনারা পারেন বিজেপিকে ক্ষমতায় আনতে। পঞ্চায়েত এলাকায় কেন্দ্রীয় বিভিন্ন প্রকল্পে টাকা আসছে। সেখানেও কাট মানি চলছে। পুরসভা নির্বাচনে কলকাতায় তৃণমূল পুলিশকে গুলি করেছে। এই সরকার বাংলা ছাড়া হবে। বিজেপির রাজ্য নেত্রী তথা অভিনেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায় বলেন তৃণমূলের হাতে বিজেপির কর্মী সমর্থকরা মার খাচ্ছে। পুলিশ কিছু করছে না। তাই যারা হামলা করছে তাদের বিরুদ্ধে এক হয়ে জনগণের হাতে তুলে দেবেন। দেখবেন জনগণ পিটিয়ে মেরে ফেলবে। বিজেপি সরকারকে আনুন। যেভাবে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেই ভাবেই এগোবে পশ্চিমবঙ্গ।

ক্যানিং–এ বাস টার্মিন্যাল হবে ঃ শ্যামল

বিশ্বজিৎ পাল

রবিবার দুপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ক্যানিং থানার রাজারহাট গ্রামে শান্তি ব্যায়াম সমিতির উদ্যোগে ১২তম বর্ষ স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং পশ্চিম কেন্দ্রের তৃণমূলের বিধায়ক শ্যামল মন্ডল, জেলা পরিষদের সহকারি সহসভাধিপতি শৈবাল লাহিড়ী, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, পরেশরাম দাস মাতলা ১ ও ২ পঞ্চায়েতের প্রধান তপন সাহা, উত্তম দাস প্রমুখ। তৃণমূলের বিধায়ক শ্যামল মন্ডল বলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ও নির্দেশে ক্যানিং গোলকুঠি ময়দানে কয়েক কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণ হবে বাস টার্মিন্যাল। এই বাস টার্মিন্যালের শিলান্যাস করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। খুব শীঘ্রই এই কাজের শুভ সূচনা হবে। ক্যানিং বাস টার্মিন্যালের কাজ সম্পূর্ণ হলে এই মহকুমা কয়েক লক্ষ মানুষ উপকৃত হবে। এমনকি বহু মানুষের কর্মসংস্থান হবে। ক্যানিংয়ের সঙ্গে সারা রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটবে। ক্যানিং, দিঘা, ক্যানিং, কলকাতা প্রভৃতি জেলার মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা ঘটবে। বিধায়ক শ্যামল মন্ডল আরও বলেন, সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার ক্যানিং। সারা বছর ধরে এখানে পর্যটকরা আসে। সুন্দরবনে পর্যটকদের আকর্ষণ বাড়াতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সুন্দরবন সফরে এসে একগুচ্ছ নতুন নতুন প্রকল্প ঘোষণা করেছিল। সেই কাজ অনেকগুলি সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে এবং বেশ কিছু কাজ দ্রুত গতিতে চলছে। ক্যানিং স্পোর্টস কমপ্লেক্স স্টেডিয়ামের কাজ প্রায় শেষের পথে। চলতি বছরে চালু হবে এই স্টেডিয়াম। শুধু ক্যানিং মহকুমায় খেলাধুলা নয়, রাজ্যস্তরের খেলাধুলা হবে এই মাঠে। অনামী বহু প্রতিভা সুযোগ–সুবিধা পাবে, রাজ্য ও দেশের হয়ে খেলাধুলা করতে। বিগত বাম সরকারের ব্যর্থতায় বহু সুন্দরবনের প্রতিভা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এ সম্পর্কে সুন্দরবনের সার্বিক উন্নয়নে ব্যর্থ। অথচ মা মাটি মানুষের সরকারের মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে সারা সুন্দরবন জুড়ে উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ চলছে। এদিনের রক্তদান শিবিরে ১১০ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করে। এর মধ্যে ৪০ জন মহিলা রক্তদান করে।

'লাই হারাওবা' বার্ষিক নৃত্য অনুষ্ঠান

সুদীপ কুমার দাস

ভারতের পূর্বাঞ্চলের নৃত্য ঐতিহ্যের অন্যতম ধারক ও বাহক রাজ্য মণিপুরের পরম্পরাগত নৃত্য উৎসব 'লাই হারাওবা' নামে নামাঙ্কিত নৃত্য বিদ্যালয়ের চতুর্থতম বার্ষিক অনুষ্ঠান উদযাপিত হয় ২০ জুন উত্তম মঞ্চ প্রাঙ্গনে। পুর মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমারের কন্যা

দেবলীনা কুমারের এই স্কুলের অনুষ্ঠান প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন শিশু ও নারী কল্যাণ দফতরের মন্ত্রী শশী পাঁজা। সমগ্র অনুষ্ঠানে দেবলীনা কুমারের নিজস্ব নির্দেশনা ও পরিকল্পনায় সজ্জিত নানা আঙ্গিকের নৃত্য পরিবেশিত হয়। এতে কচিকাঁচা থেকে প্রাপ্ত বয়স্ক প্রায় ৭০ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে।

অনুষ্ঠানের শেষে কৃতী ছাত্র–ছাত্রীদের বঙ্গীয় সংগীত পরিষদের শংসাপত্র দ্বারা সম্মানিত করা হয়। খুব কম বয়সে নাচের জগতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছেন মেয়র পারিষদ কন্যা দেবলীনা কুমার। কানাডা এবং বিদেশের মাটিতেও তার ছাপ পড়েছে। নৃত্য জগতে ইতিমধ্যে দাগ কাটার পর অভিনয় জগতেও পা রেখেছেন তিনি।

ভ্রম সংশোধন

১) গত ৩৩ সংখ্যা আলিপুর বার্তায় ''ভারতে অবস্থিত অনেক তত্ত্ব অন্তরালেই থেকে গিয়েছে'' নিবন্ধে কলকাতায় টেস্ট টিউব বেবির জনক হিসাবে ডাঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায় এর পরিবর্তে ডাঃ সুভাষ পালের নাম লেখা হয়েছিল।

২) গত ৩৪ সংখ্যা আলিপুর বার্তায় ''গঙ্গারামপুর রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের রজত জয়ন্তী'' খবরে গোলপার্কের বিবেকানন্দ হলের অনুষ্ঠানে আশ্রমের স্মরণিকাটি প্রকাশ করেন উক্ত অনুষ্ঠানের সভাপতি প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণা মাতাজি। ভুলক্রমে শঙ্করের নাম উল্লেখিত ছিল। এবং ১৯৯০ সালে আশ্রম শুরুর সময় আশ্রমের কার্যভারের দায়িত্ব বহন করেন তৎকালীন শ্রীসারদা মঠ রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের অধ্যক্ষা প্রব্রাজিকা মোক্ষ প্রাণা মাতাজি। পরে কার্যভার গ্রহণ করেন প্রব্রাজিকা প্রেমপ্রাণা মাতাজি।

উভয় খবরে এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

প্রসাদপুর গাঁয়ের মেয়েরা এগোচ্ছেন

দীপককুমার বড় পণ্ডা

রিক্সায় আমার পাশে কলেজ ফেরৎ এক যুবতী। সাদা সলোয়ার কামিজ, কালো ওড়না, যুবতী আইন কলেজের ছাত্রী। মুর্শিদাবাদের কান্দিতে আইন কলেজ। ওখান থেকে ফিরছে। কানে মোবাইল ফোনের তার গোঁজা। তার থেকে গান ছিটকে আসছে –– 'টুনি তোমার মিস্টি হাসি দেখতে চমৎকার, টুনির মত একটা মেয়ে আমারও দরকার .....।' আলাপ করার জন্য যুবতীর দিকে তাকাই। ওর চোখ বন্ধ। বেশ মন দিয়ে শুনছে নাকি ঘুমোচ্ছে বুঝতে পারি না। রিক্সা একটা জায়গায় এসে থামে। রিক্সাওয়ালা বলেন – নেমে যান। এটাই প্রসাদপুর।

বড় রাস্তা থেকে তিন কিমি দূরে প্রসাদপুর গ্রাম। কান্দরা বাস স্ট্যান্ডে নেমে রিক্সায় এসেছি এই পথটা। অনেক সময় রিক্সা পাওয়া যায় না। তখন হাঁটতেই হয়। মুর্শিদাবাদের সালার রেল–স্টেশন থেকে চার কিমি দূরে কান্দরা বাস স্ট্যান্ড। ওটা বাসে আসা যায়।

কান্দরা বাস স্ট্যান্ড থেকে পাকা পিচ রাস্তা চলে গিয়েছে সোজা গ্রামের ভেতর। বাস থেকে নামার পর হৈ হৈ করেছেন রিক্সাওয়ালারা। লম্বা রোগা মতন একজন বেশি উৎসাহী। পরণে ফুল প্যান্ট। গায়ে স্যান্ডো গেঞ্জি। গামছাটা কোমরে প্যাঁচানো। উৎসাহ দেখে মনে হল দিনের প্রথম কাস্টমার ধরেছেন। ঢাকনা দেওয়া ভ্যান রিক্সা। রোদ বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য ছাতার মত ঢাকা। বসার পর আরো কয়েকজন এলেন। রিক্সা এগোচ্ছে।

ফাঁকা মাঠে কোনো কোনো জায়গায় বেশ জল জমেছে। প্রসাদপুর গ্রামেই এই রিক্সাওয়ালার বাড়ি। কথা বলতে বলতে চলেছেন।

– আমাদের গ্রামে অনেক বড় লুকের বাড়ি। আমরা কয়েক ঘর খুব গরিব। রিক্সা টানি, দিন মজুরি করি, তাতেও সংসার চলে না। তারপর গোদের ওপর বিষফোঁড়া হয়, যে বছর বন্যা আসে। ছানাপোনাগুলা খেতেই পায় না।' রিক্সাওয়ালা হাঁপাচ্ছেন।

আর একজন যোগ করলেন উৎসাহ নিয়ে। 'বন্যার জন্যই আমরা পিছিয়ে গেলাম। আমাদের কোনো সময় থাকে না। বাড়িগুলা ভাঙে বন্যায়। চাষ নষ্ট হয়.....'।

দূর থেকে চোখে পড়ল এক মহিলা পুকুর পাড়ে নাচানাচি করছেন। বুঝতে পারি না, নাচানাচি কেন। কাছাকাছি গেলে আসল বিষয়টা দেখতে পাই। মধ্য ত্রিশের এই মহিলা হাঁড়ি মাজছেন। হাঁড়ির তলায় কালো রংটা তোলার জন্য ছাই মাখিয়েছেন। দাঁড়িয়ে পা দিয়ে ঘসছেন। পুরো শরীরটা হাঁড়ির ওপর।

কিছুটা যাওয়ার পর প্রসাদপুরে নেমে যাই রিক্সা থেকে। রিক্সা থেকে নামেন আরো দু' জন। এক বৃদ্ধ, তাঁর সঙ্গে এক মহিলা। মহিলার কোলে একটি শিশু। বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করেন,

– কার বাড়ি যাবেন?

নির্দিষ্ট কারোর বাড়ি নয় শুনে বললেন – চলুন আমার বাড়ি। অরাজি হই না।

বড় একটা বাড়ি। বাড়ির কর্তা এই বৃদ্ধের নাম বিশ্বনাথ ঘোষ। প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। তিন বছর অবসর নিয়েছেন। সঙ্গের এই মহিলা তাঁর প্রতিবেশী। মহিলার স্বামী বাইরে থাকেন। অসুস্থ শিশুটিকে ডাক্তার দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। বৃদ্ধের তিন ছেলে। দুই ছেলে বাইরে থাকে। এক জন দিল্লি, অন্যজন গাজিয়াবাদে। ওদের বড় চাকরি। অনেক টাকা মাইনে পায় ওরা। গর্বিত পিতার মুখটা চকচক করে ওঠে। 'যখন আমার মাইনা পাঁচ হাজার, তখন ছেলেদের পড়িয়েছি আট হাজার টাকা খরচ করে। লোন করেছি, জমি বিকেছি ছেলেদের পড়াবার জন্য।' বড় একটা স্বপ্ন ছিল বিশ্বনাথের। স্বপ্ন এই গ্রামের অনেকের। 'এই গ্রামের অনেকে এখন অবস্থাপন্ন। গাঁয়ের একশ জন খানিক বর্ধমান জেলার কাটোয়ায় বাড়ি করেছে।' কাটোয়া এখান থেকে খুব দূর নয়। বিশ্বনাথ আক্ষেপ করেন, 'পিতৃ পুরুষের ভিটা ছেড়ে যাব না বলেই এখানে পনের লক্ষ টাকা খরচ করে বাড়ি করেছি। নইলে আমিও কাটোয়ায় বাড়ি করতাম।'

গ্রামে অনেকের আবার বাড়ি নেই। কোনরকমে মাথা গোঁজেন। তাঁরা মাথা গোঁজার ব্যবস্থা ছাড়াও রোজগারের উদ্দেশ্যে তৈরি করেছেন স্বনির্ভর দল। প্রসাদপুর গ্রামে ১৪টি স্বনির্ভর দল। দল তৈরি হলে হবে কি, ছিল না কোনো নিয়ম কানুন কিংবা উন্নয়নের ভাবনা। কিন্তু এখন সেই অবস্থাটা বদলেছে। কিভাবে সেই কাজ হল? এক স্বেচ্ছাসেবী কর্মী তার উত্তর দিয়েছেন। 'প্রথমে দলের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এর পর বোঝানো হয় যাতে প্রত্যেকে নিয়মিত সভা করেন।' কিন্তু এতেই কি সমস্যা মেটে? 'না। এরপর দলের সদস্যরা আয় রোজগারী কাজের কথা ভাবতে শুরু করেন এবং আমাদের জানাতে থাকেন বারে বারে।' গ্রামের এক মহিলা বলেন, 'মালিহাটি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান আয়–রোজগারী নানা কাজের কথা বলেন। আমরা মেয়েরা রাজী হই না। কোনটার জন্য অনেক টাকা লাগবে, আবার কোনটার বাজার নেই।' মহিলা ঠোঁট উল্টান।

কিন্তু আলোচনা করতে করতে একটা রাস্তা বেরিয়ে যায়। স্থানীয় মহিলা সরিফা খাতুন এগিয়ে আসেন সাহায্য করার জন্য। তাঁর উৎসাহেই জরি ও কাঁথা স্টিচের কাজ শুরু হয়। কাপড়, সুতো এবং প্রয়োজনীয়

যাওয়া আসার পথে পথে

অন্যান্য উপকরণ এজেন্টরা মহিলাদের দিয়ে যান। তৈরি জিনিস পত্র এদের মাধ্যমে চলে যায় বোলপুরে।

দুর্গাবালা গোষ্ঠীর মিতালী দাসেরা কুড়ি হাজার টাকা লোন পেয়ে গরু, ছাগল প্রভৃতি কিনেছেন। ৩৫ বছরের মিতালীর অনেক স্বপ্ন। ছেলে ব্রজগোপাল ক্লাস সেভেনে পড়ে। 'স্বনির্ভর দলের মাধ্যমে রোজগার করে ছেলেকে বড় চাকরিতে ঢোকাবো।' আনাজ কাটতে কাটতে মিতালী এই কথা বলেন। রান্না ঘরেই বসেছিলেন তাঁর স্বামী কৃষ্ণ। কৃষ্ণ প্যান্ডেল বাঁধার কাজ করেন। প্যান্ডেলের কাজে দৈনিক মজুরি একশ টাকা।

কৃষ্ণ মিতালীকে দলের কাজে সবরকম সাহায্য করেন। সাহায্য করেন মিতালীর শ্বশুর সেবানন্দ দাস বাউলও। তবে এই বাউল সাবধান করেন মহিলাদের। তাঁর সাফ কথা, 'ঘরের বাইরে যেও না। যা কাজ ঘরে বসেই কোরো। মহিলারা ঘরের বাইরে গেলে ঘরে ফিরে আর তাদের মন টেকে না।' বৌমা মিতালীতো স্বনির্ভর দলের নেত্রী, সংসারে তাঁর মন আছে তো? সেবানন্দ এই প্রশ্নের উত্তর দেন না। এক বালতি জল নিয়ে সব্জি বাগানে ঢুকে যান। বাউল গান গেয়ে সেবানন্দ সরকার থেকে পুরস্কার পেয়েছেন। সাক্ষরতা, সম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ওপর অনেক গান গেয়েছেন তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে। বাগান থেকে ফিরে হাসি হাসি মুখে বাউল এবার গান ধরেন–

লেখাপড়া শিখব, সভ্য সমাজ গইড়ব
সকলে মিলে এসো ভাই বাঙালি
দলে দলে এসো ভাই হিন্দু মুসলিম সম্প্রদায়
নিরক্ষর দূর করব মোরা সবাই করব নাম সই।

রাজপুর–সোনারপুর পৌরসভা

মা–মাটি–মানুষের আশীর্বাদকে
পাথেয় করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা
বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত
করার লক্ষ্যে সকল মানুষকে সাথে
নিয়ে উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত
রাখার জন্য আমরা অঙ্গীকার বদ্ধ।

ডাঃ পল্লব দাস
পৌরপ্রধান

মাঙ্গলিকী

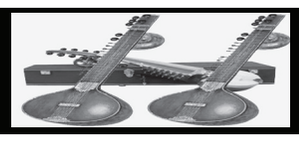

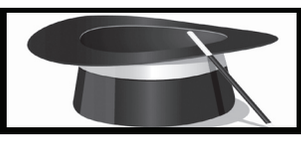

''তোমার হল শুরু, আমার হল সারা''...

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৯ মে বিকালে আরজিকর হাসপাতালের আউটডোর বিভাগের সেমিনার হলে জমায়েত হলেন ১২–১৩ জন মানুষ। উপলক্ষ হাসপাতালের বরিষ্ঠ কর্মী সন্তোষ গায়েনের অবসর গ্রহণের প্রাক্কালে তাঁকে সংবর্ধনা জানানো। একই সঙ্গে হাসপাতালের চাকুরিরত কর্মী শ্যামল পালের ছেলে এইচএস পরীক্ষায় বিরাট সাফল্য অর্জন করায় শ্রীমানকে শুভেচ্ছাসহ অভিনন্দন জানানো। সমগ্র অনুষ্ঠানটির পরিকল্পনায়, সক্রিয় সহযোগিতায় ছিলেন হাসপাতালেরই প্রাক্তন সুপার ডাঃ নিলাদ্রি বিশ্বাস। আসলে চাকুরিজীবনে বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে অতি উচ্চপদের প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেও ডাঃ বিশ্বাস কখনও তাঁর মানবিক মুখকে হারান নি। এটাই স্বাভাবিক, কারণ মানুষটি হলেন শিল্পী মনের অধিকারী একজন সুখ্যাত বাচিক শিল্পী, কবি, সঙ্গীত শিল্পী আবার অসাধারণ অনুষ্ঠান সঞ্চালক। তাই হাসপাতালের প্রাক্তন অধস্তন কর্মীদের তিনি একান্তই আপনজন। এই কারণে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করলেও হাসপাতালের কর্মীবৃন্দের এই ধরনের অনুষ্ঠানে ডাক পেলেই তিনি এগিয়ে এসে অনুষ্ঠান সুন্দরভাবে সাজান, তাঁর অনবদ্য সঞ্চালনার মাধ্যমে করে তোলেন প্রাণবন্ত। এদিনও তার ব্যতিক্রম হল না। অনুষ্ঠানকে আরও উজ্জ্বল করবার জন্যে আন্তরিক আমন্ত্রণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানে উপস্থিত করলেন চিকিৎসা জগতের ব্যক্তি মধুসূদন সোম, উপস্থিত করলেন আর্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ অপূর্ব বিশ্বাসকে। আরও উপস্থিত করলেন সমাজসেবী, সুখ্যাত বক্তা, বাচিক শিল্পী পূজন ঘোষকে। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন আলিপুর বার্তা সংবাদ পত্রের বরিষ্ঠ সাংবাদিক অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় সভার সভাপতির পদ অলংকৃত করেন, তবে সভাকে বিশেষ অলংকৃত করলেন প্রধান অতিথি হিসাবে ডঃ অপূর্ব বিশ্বাস তাঁর উপস্থিতির মাধ্যমে)। এছাড়া সন্তোষ গায়েনের সহকর্মী হিসাবে হাসপাতালের বেশ কিছু সুস্থ সংস্কৃতি মনের অধিকারি কর্মীবৃন্দের সভায় উপস্থিতি সমগ্র অনুষ্ঠানটিকে যথাযথ ঔজ্জ্বল্য দিল। এঁরা হলেন দুলাল চট্টোপাধ্যায়, নির্মল বিশ্বাস, নির্মল সাহা, অরুণ সাহা, জে পি দাস, গৌতম মালাকার প্রমুখ। আসরের গোড়ায় উপস্থিত সকলের হাতে গোলাপ তুলে দেওয়া হল। এরপরেই বাচিক শিল্পী পূজন ঘোষ সঞ্চালকের আহ্বানে সাড়া দিয়ে এক সংক্ষিপ্ত অথচ সমৃদ্ধ ভাষণে সভাকে করলেন রিদ্ধ। তিনি বললেন সাহিত্য সংস্কৃতি জগতের আমরা এই ধরনের বিবিধ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পরস্পরকে ছুঁয়ে থাকি এই বৃত্তটিকে আরও বড় করতে হবে সমাজের সুস্থতার স্বার্থেই। পরে শ্রী ঘোষ 'কাজীকে' কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে আসরকে অতি উজ্জ্বল করলেন। এরপরেই সঞ্চালক ডাঃ নিলাদ্রি বিশ্বাস 'সকল গর্ব দূর করে দিব' ধ্রপদীধর্মী রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে আসরকে করলেন সিক্ত (বস্তুতঃ ডাঃ বিশ্বাস সারাজীবনই নিজেকে যেন মনে মনে শুদ্ধ করে চলেছেন যাতে তাঁর সামাজিক পরিচিতি তাঁকে যেন অহঙ্কারে ঢেকে না ফেলে, যদিও তিনি বহু কিছু নিয়েই অহংকার করতে পারেন)।

এই ধরনের বিদায় সংবর্ধনার অনুষ্ঠানে যিনি অবসর নিচ্ছেন তাঁর সম্বন্ধে সকলেই ভাল ভাল কথা বলেন, বোঝা যায় তার অধিকাংশটিই কৃত্রিম। কিন্তু এদিন বিদায়ীকর্মী সন্তোষ গায়েনের কথা বলতে গিয়ে সকলে একই কথাই বললেন— মানুষটি হাসপাতালে রুটিন চাকরি করেননি, করেছেন সেবার কাজ। তাই সব সময়ে রুগীরা তাঁকে আপন জন মনে করে এসেছেন। আবার সহকর্মীদের ডিউটিতে মরমী সহযোগিতা করে দাদার মতন সবার সম্মান পেয়েছেন। তাই সহকর্মীদের ভাষণে এদিন আপনজনকে বিদায় জানাবার মতনই বেদনা বেজে উঠল। প্রত্যুত্তরে সন্তোষ গায়েন বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, তিনি তাঁর হাসপাতালে দায়িত্ব পালনের কাজে সহকর্মীদের কাছে যে সহযোগিতা পেয়েছেন, তা চিরকাল মনে রাখবেন। আরও বললেন, ডাঃ নিলাদ্রি বিশ্বাসের কাছে চির কৃতজ্ঞ থাকবেন, কারণ তিনি তাঁকে একটি তৈজস পত্রের দোকান করে দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীমধুসূদন সোম সন্তোষবাবুকে বললেন, এখন থেকে তিনি ওই দোকানের কাজেই মনোনিবেশ করুন তাহলেই কর্মক্ষেত্র থেকে অবসর নিলেও জীবনের সক্রিয়তা থেকে হারিয়ে যাবেন না। তবে তিনি পুরাতন সহকর্মীদের সাথে যেন অবশ্যই যোগাযোগ রাখেন। এদিন শ্রী গায়েনের হাতে পুষ্পস্তবক সহ নানান সামগ্রী উপহার হিসাবে তুলে দেওয়া হল।

দ্বিতীয় পর্যায়ে হাসপাতালের কর্মী শ্যামল পালের মাধ্যমে এইচএস পরীক্ষায় অতি সফল তার ছেলের জন্যে সকলে শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ জানালেন। ডঃ অপূর্ব বিশ্বাস বিশেষ প্রনিধাণযোগ্য কথা বললেন শ্যামল বাবুকে : তিনি যেন এখন থেকে ছেলেকে বন্ধু হিসাবে দেখেন, সেটাই হবে শাস্ত্র সম্মত। অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, তিনি ১৪ বছর আগে কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করলেও 'তরুণ' রয়েছেন মনে, সুস্থ সাহিত্য সংস্কৃতির জগতে থাকার জন্যে। এদিন শ্যামলবাবুর হাতে তার ছেলের জন্যে নানা উপহার সামগ্রী তুলে দেওয়া হল। অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়কেও আবার বিরাট 'প্লাস্টিক হাত' উপহার দিলেন ডাঃ বিশ্বাস! সর্বোপরি ডাঃ অপূর্ব বিশ্বাসকে শাল উপহার দিয়ে যথাযথ সম্মান জানানো হল। আসরের সমাপ্তি ঘটল ডাঃ নিলাদ্রি বিশ্বাসের কণ্ঠে 'কিনু গোয়ালার গলি'র আবৃত্তির মাধ্যমে। সকলে হলেন বাকরহিত, সকলের চোখে যেন অশ্রু রেখাও দেখা গেল।

বিশেষ সংযোজন : অনুষ্ঠানের গোড়া থেকে শেষ অবধি পরিবেশিত হল বিবিধ খাদ্যবস্তু এ যেন ছিল 'ম্যাজিক' পি সি সরকারের 'ওয়াটার অব ইন্ডিয়ার ম্যাজিক', যা কখনও ফুরায় না। আরও সংযোজন : যে তরুণকে পরীক্ষায় বিরাট সাফল্যের জন্য সংবর্ধিত করা হল তার নাম তন্ময় পাল।

চন্দননগরে জমজমাট সাহিত্য আড্ডা

মলয় সুর : মানুষের বহুমুখী সৃজন প্রতিভা অন্বেষণে তাঁর বিপুল সৃষ্টির নানাদিক নিয়ে নিরন্তর চর্চা চলছে শতাব্দী কাল ধরে। যা এখন আর বিস্তারির হয়েছে এবং হয়ে চলেছে। গত ১৯ জুন আষাঢ় মাসে শেষ বিকেলে চন্দননগরে বিশিষ্ট চিকিৎসক শচীদুলাল চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে অনুষ্ঠিত ঘরোয়া আসর জমে উঠেছিল একগুচ্ছ কবিতা পাঠ, গান, আর বৈঠকি আড্ডার মধ্য দিয়ে। সংস্থাটির নাম 'আন্ডার গ্রাউন্ড সাহিত্য'। এক ঝাঁক সাহিত্যপ্রেমী মানুষজন শুরু করেন। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এঁনারা বিভিন্ন পেশায় কর্মব্যস্ততার মধ্যেও উৎসাহ নিয়ে সাহিত্যের আড্ডা করে চলেছেন। সংগঠনের সম্পাদক তপন দত্ত বলেন, একসময় নবীন ও প্রবীণ কবি সাহিত্যিকরা বিভিন্ন জায়গায় এই সংস্থার ব্যাপারে অনুষ্ঠান করত। মেদিনীপুরের কোলাঘাটে, দক্ষিণ কলকাতার কসবা ও শ্রীরামপুরে। কিন্তু এখন প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কেবলমাত্র কয়েকজন মানুষের প্রবল উৎসাহে চন্দননগরে চালু রয়েছে। এদিন এই ডাক্তারবাবু শচীদুলাল চট্টোপাধ্যায়ের আবাসনে বিবিধ কবিতা, সাহিত্য চর্চার আসরে যোগদান করেন ৪০ জন আমন্ত্রিত সদস্য। পারিবারিক আড্ডা বলেই মনে করা যায়। বাঙালির কাছে এই আড্ডা বরাবরই এক ব্যতিক্রমী আড্ডা।

''সেবক'' এর ইচ্ছামৃত্যু নিয়ে আলোচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ইচ্ছামৃত্যু অর্থাৎ স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ নিয়ে এর অধিকার ভারতীয় সংবিধান এবং সুপ্রিম কোর্ট কোনও রায় দেয়নি। কেউ যদি ক্যান্সার বা এইচআইভি মতন রোগে আক্রান্ত হয় এবং কষ্ট পাওয়ার হাত থেকে মৃত্যু চায় বা সর্বস্বান্ত হয়েও তাকে বেঁচে থাকতে হবে। এই নিয়ে এক অসাধারণ সেমিনার আলোচনা অনুষ্ঠিত হল ''সেবক'' এনজিও ব্যবস্থাপনায় জীবননানন্দ সভাঘরে। আলোচনায় বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট কবিও অধ্যাপিকা কৃষ্ণা বসু, সংস্কৃত বিদ্যার শিক্ষক ডঃ অনির্বাণ দাস। ক্যান্সার ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়ার এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টার সুতপা বিশ্বাস ও অঙ্কোসার্জন ডঃ সুভাষ চন্দ্র দে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বলরাম বসু সমগ্র অনুষ্ঠান পরিকল্পনায় ছিলেন সংস্থার সম্পাদিকা মৌসুমী দাশগুপ্ত।

সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে বামনগাছি শ্রীঅরবিন্দ হাই স্কুল

সুপর্ণা দাঁ, হাওড়া : ঋষি অরবিন্দের কথায়, ''প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ে যে শিক্ষা প্রদত্ত হইবে তাহা কেবল বিদ্যাই দিবে না, পরন্তু শিক্ষার্থীকে উন্নত জীবনের পথে অগ্রসর করিবে।'' এই বাণীকে পাথেয় করে হাওড়ার বামনগাছি শ্রী অরবিন্দ হাই স্কুল পূর্ণ করল তাদের সুবর্ণ জয়ন্তী। ১৮ জুন স্কুল প্রাঙ্গনে প্রদীপ জ্বালিয়ে সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ সমাপ্তি অনুষ্ঠান উদযাপন করলেন বিধায়ক অশোক ঘোষ। বিদ্যালয়ের ছাত্র–ছাত্রী, শিক্ষক–শিক্ষিকাদের নিয়ে পদযাত্রা, উদ্বোধনী সঙ্গীত পতাকা উত্তোলন ও নানা বর্ণময় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হল ''স্মরণিকা'' শ্রদ্ধাঞ্জলী।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি বারিদ বরণ ঘোষ, শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি অজয় কুমার দাস প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সভাপতি বিশ্বজিৎ সিংহ বলেন, ''বিদ্যালয় আজ গভঃ স্পনসর্ড স্বীকৃতি পেয়েছে। তার সঙ্গে আগামী শিক্ষাবর্ষে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার পীঠস্থান হতে চলেছে, যা এই অঞ্চলের মানুষের দীর্ঘ দিনের বাসনা।'' প্রধান শিক্ষক সত্যদেব দে জানান, ''প্রায় সাত বছরের নিরলস প্রচেষ্টায় বিদ্যালয়ের এখন অনেকটাই শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, পঠন–পাঠন, মানোন্নয়ন, কম্পিউটার শিক্ষার আয়োজন সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড, মিড–ডে মিলের ব্যবস্থা ও মাধ্যমিক পরীক্ষার সন্তোষ জনক ফলাফল বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।'' বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্র–ছাত্রীদের নাটক, নাচ–গান ও আবৃত্তির মধ্যে দিয়ে সমগ্র অনুষ্ঠানটি জমজমাট হয়ে ওঠে। সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব কমিটি, অঞ্চলের অগণিত মানুষের আন্তরিক সহায়তা, শিক্ষক–শিক্ষিকাগণের সুচিন্তিত ও উন্নয়ন মূলক ভাবনা, ছাত্র–ছাত্রী ও শিক্ষাকর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রমে বর্ষব্যাপী কর্মসুচি অনুষ্ঠানটি সর্বাঙ্গীন সুন্দর হয়ে ওঠে। আসলে বিদ্যালয় শুধুমাত্র পাশ–ফেলের প্রতিরূপ নয়। সুস্থ সমাজে প্রকৃত মানুষ গঠনে এর অবদান চিরকাল উপযোগী। যার প্রতিফলন এদিনের অনুষ্ঠান।

মেট্রোপলিটন স্কুলের পুনর্মিলন সন্ধ্য

দিপা কর্মকার: পুরানো সেই দিনের কথা সেকি ভোলা যায়? আর ভোলা যায় না বলেই অতীতের ফেলে আসা ক্যানভাসে বারবার উঁকি দিই আমরা ও পুরোনো স্মৃতি রোমন্থন করি। আর স্মৃতি যদি স্কুল জীবনকে ঘিরে হয় তো কথাই নেই। হাসি–কান্না মাখা স্কুল জীবনের মুহূর্তগুলিকে আবার ফিরে দেখার জন্য গত ১৩ জুন শনিবার উত্তর কলকাতার বীরেন্দ্র মঞ্চে প্রাক্তনীর উদ্যোগে এক অভিনব পুনর্মিলন আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউসন (মেন) স্কুলের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রদের মিলিত সমাবেশ চোখে পড়েছিল। শুধু পুনর্মিলন নয় বিচিত্রানুষ্ঠানের মাধ্যমে রবীন্দ্র–নজরুল স্মরণ ও শ্রদ্ধা নিবেদন ছিল সন্ধ্যানুষ্ঠানের মূল উপলক্ষ্য।

প্রাক্তনী অনিন্দ্য বিশ্বাসের উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। এরপর 'প্রাক্তনী'র সভাপতি লক্ষীকান্ত ভট্টাচার্য ও সম্পাদক তাপস দত্ত অনুষ্ঠান সংক্রান্ত স্বাগত ভাষণ পেশ করেন। এবছর মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউসন (মেন) স্কুলের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের সেরা ৫ কৃতী ছাত্রদের সংবর্ধনা তুলে দেওয়া হয় যা তাদের ভবিষ্যতে উৎসাহ ও প্রেরণা যোগাবে। এর পাশাপাশি স্কুলের ৫ জন দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্রদের হাতে আর্থিক অনুদান তুলে দেওয়া হবে। ৯০ বছর অতিক্রান্ত ২জন প্রবীণ বয়ঃজ্যেষ্ঠ পীযুষকান্তি মুখোপাধ্যায় ও সুশীল পালকে স্কুলের প্রবীণতম ছাত্র হিসাবে আনুষ্ঠানিকভাবে সংবর্ধনা জানানো হয়।

এরপর স্কুলের প্রাক্তনী ছাত্রদের নিয়ে শুরু হল এক সাংস্কৃতিক সন্ধ্যানুষ্ঠান। শান্তনু মুখার্জীর কণ্ঠে গীত নজরুলগীতি ও আলোক রায় চৌধুরীর রবীন্দ্রসঙ্গীত দর্শকদের অভিভূত করে দেয়। উত্তরপাড়া স্বামী নিসম্বালানন্দ কলেজের প্রিন্সিপাল ড: সুব্রত দত্তের আবৃত্তি এবং প্রাক্তনী ও রেডিওর আর জে (রেইনবো) উজ্জ্বল ভট্টাচার্যের শ্রুতি নাটক অনুষ্ঠানে আলাদা চমক এনে দেয়। অনুষ্ঠানের সর্বশেষ নিবেদন ড: জয়ন্ত মুখার্জীর পরিচালনায় রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীতম ডান্সট্রুপের পরিবেশিত নৃত্যগীত আলেখ্য। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বহু গানে মাটির কথা ও সুর দিয়ে বহুমল্য মাটির গান সৃজন করেছেন –তারই নতুন ও অভিনব ভঙ্গিমায় উপস্থাপনা করলেন তারা।

প্রাক্তনী'র যুগ্ম সম্পাদক ড: কৌস্তভ দত্ত চৌধুরী উপস্থিত সকল দর্শকমন্ডলীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান ও দীর্ঘ অনুষ্ঠানকে সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য সঞ্চালকদ্বয় মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউসন (মেন)–এর শিক্ষিকা ও দুরদর্শনের সংবাদ পাঠিকা সুদীপ্তা মুখার্জী ও প্রাক্তনী প্রতীক পালিতকে অশেষ সাধুবাদ জানান।

জীবন দর্শন

ফলের আশা না করে কর্মই প্রকৃত সন্ন্যাস

সন্ন্যাস বলতে প্রকৃত কি বোঝায়, তা সমাজের বেশির ভাগ মানুষের ধারণা ঠিক নেই। সন্ন্যাস, ধ্যান, যোগের সবই বিকৃত অর্থ করে এক শ্রেণির মানুষ সমাজকে বিপথে পরিচালিত করছে এই তিনটি বিষয় সম্বন্ধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভাগবৎগীতায় যে কথা বলেছেন তা নিয়ে আলোচনা করছেন ডাঃ সুবোধ চৌধুরী।

সন্ন্যাস– সাধারণ মানুষের ধারণা সন্ন্যাস বলতে ঘরবাড়ি ত্যাগ করে কোনও আশ্রমে বা বনে, জঙ্গলে গিয়ে ভগবানের তপস্যা করা বা ধ্যান করা কিন্তু সন্ন্যাসের প্রকৃত অর্থ সেটা নয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় ৩/৬ শ্লোকে বলছেন–

কর্মেন্দ্রিয়ানি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরণ।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচার স উচ্যতে।।

যারা পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়গুলি জোর করে সংযত করে নির্জন স্থানে বসে ধ্যান করে কিন্তু মনে মনে ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয় ভোগের চিন্তা বা ইচ্ছা করে তারা মিথ্যাচারী। যে সাধু সেজে যোগী সেজে, ত্যাগীর পোষাক পরে সমাজে লোক ঠকায়। সন্ন্যাস এগুলিকে বলে না। ধ্যানের নাম করে প্রত্যহ অনাহারে থেকে সন্ন্যাসী হওয়া যায় না, প্রত্যহ অনাহারে থেকে শরীর ও মনকে শুধু কষ্ট দেওয়া হয় এর কোনও শুভ ফল পাওয়া যায় না। সেই জন্য গীতায় ৫/৬ শ্লোকে ভগবান বলছেন,

''**সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমপ্তুমযোগতঃ**''

কর্মযোগ ব্যতীত কর্মত্যাগ রূপ কর্ম সন্ন্যাস, মঙ্গলজনক নয়, তা দুঃখজনক ও কষ্টদায়ক।

শুধু তাই নয় যারা কর্ম না করে ইন্দ্রিয়কে সংযত করে অব্যক্ত নিরাকার ব্রহ্মের ধ্যান বা উপাসনা করে, তারা জীবনে শুধুই কষ্টই পায়। যেমন আপনার বাড়িতে সবাই যদি নিরাকার হয় তবে আপনি কার সঙ্গে কথা বলে আনন্দ পাবেন। শুধুই কষ্টই জুটবে। অব্যক্ত নিরাকারের উপাসনায় কোনও আনন্দ থাকে না।

নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা দুঃখদায়ক একথা গীতায় ১২/৫ শ্লোকে ভগবান বলেছেন:

ক্লেশোহধিকতরস্তেষামব্যক্তসক্তচেতসাম।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে।

যাদের মন ভগবানের নিরাকার, নির্বিশেষ ও অব্যক্ত রূপের প্রতি আসক্ত তারা শুধু ক্লেশ পাবে। নিরাকার কোনও কিছুর সঙ্গে আপনি না খেলা করতে পারবেন, না কথা বলতে পারবেন বা ঝগড়া করতে পারবেন। আপনার জীবন দুর্বিষহ হয়ে যাবে। এগুলি সন্ন্যাসের চিহ্ন বা সংজ্ঞা নয়।

সন্ন্যাস বলতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্মত্যাগ করতে বলেন নি। কর্মফলের আশা ত্যাগকে প্রকৃত সন্ন্যাস বলা হয়। আপনার নির্দিষ্ট যথাবিহিত কর্ম করুন কিন্তু কর্মের ফলের কোন আশা করবেন না। তাহলে আপনি সুখী জীবন পাবেন। কর্মের ফল যা হবে তা মেনে নিলে আপনার দুঃখ কোথায়? আর কর্মের ভালো ফল আশা করলে ভালো ফল নাও পেতে পারেন। তখনই আপনার দুঃখ শুরু। সেই জন্য ভগবান ৫/১২ শ্লোকে বলেছেন –

যুক্ত কর্মফলং ত্যক্তা শান্তিমাপ্নোতিনৈষ্ঠকিম।
অযুক্ত কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে।।

ভগবান বললেন কর্ম ফলের আশা ত্যাগ করে আপনি শান্তি সুখ লাভ করবেন। কিন্তু কর্মফলের আশা করলে, কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হবেন তখন দুঃখ অনিবার্য ভাবে আসবে। এখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সন্ন্যাসীর সংজ্ঞা দিয়ে বললেন।

জ্ঞেয় স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।

যিনি কর্ম ফলের প্রতি কোনরূপ দ্বেষ বা আকাঙ্ক্ষা করেন না তিনি সন্ন্যাসী ও যোগী ও তিনি সুখী নর। যিনি সন্ন্যাসী তিনি কর্তব্য কর্ম করেও নির্লিপ্ত থাকেন এক কথায় বলা যায় মা ফলেষু কদাচন।

এইভাবে আমরা আমাদের জীবনে যে সকল নিত্য কাজ আছে সে কাজগুলি ভগবৎ উদ্দেশ্যে বা ভগবৎ প্রীতার্থে নিবেদন করে তার কোনও ফলের আশা না করে সংসারে থেকেও আপনি সন্ন্যাসী হতে পারেন। যেমন আগের দিনের মুনি ঋষিরা করেছিলেন তার মধ্যে রাজা জনক, রাজা হরিশচন্দ্র ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শাস্ত্রবিহিত কর্মের মাধ্যমে, কর্মের ফলের আশা ত্যাগ করে সন্ন্যাসের কথা বললেন। এর পরে নিরাকার নয়। সাকার রূপের ধ্যান করেও আপনি মুক্তির আস্বাদ লাভ করতে পারেন। যাকে অষ্টাঙ্গ যোগ ক্রিয়া বলা হয়। যদিও বর্তমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিকাঠামোতে অষ্টাঙ্গ যোগ অসম্ভব– তবুও সে যোগের আট অঙ্গ সম্বন্ধে ছোট আলোচনা করছি।

১) যম– অর্থ সংযম অঙ্গাঙ্গ যোগের প্রথম ধাপ হল যম—সংরম, রিপুর সংযম। কাম,ক্রোধ, লোভ মোহ, মদ, মাৎসর্য এগুলি পরিত্যাগ করে মনকে প্রথমে সংযত করতে হবে। যাকে সংযম বলেন।

২) নিয়ম– আপনাকে নির্দিষ্ট নিয়মে বা শৃঙ্খলার মধ্যে জীবনকে নির্বাহ করতে হবে।

৩) আসন – নির্দিষ্ট আসনের বসার অভ্যাস তৈরি করতে হবে। আস্তে আস্তে নির্দিষ্ট আসনে বসার সময়সীমা বাড়াতে হবে।

৪) প্রাণায়ম– নির্দিষ্ট আসনে বসে প্রাণ বায়ুকে নিয়ন্ত্রণ। যিনি প্রকৃত যোগী তারই তত্ত্বাবধানে প্রাণ বায়ুকে নিয়ন্ত্রণ শিখতে হবে। ভুল হলে বিপদ হবে।

৫) প্রত্যাহার – বা অপরিগ্রহ। নিজের শরীরের সুখের জন্য বা ভোগের জন্য কারও কাছ থেকে কোনও কিছু গ্রহণ না করা। এখানে বাহ্য ত্যাগ নয়। অন্তর থেকে ভোগ্য বস্তু ভোগ করার ইচ্ছা বা কামনা ত্যাগ হল অপরিগ্রহ। বহির্জগতের সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ বন্ধ করতে হবে। তবেই আপনার মন সংযত হবে ও ভগবানের ধ্যানে মনকে নিবদ্ধ করতে পারবেন।

৬) ধারণা এইভাবে মনকে সংযত করে আসন অভ্যাস, প্রাণ বায়ুর নিয়ন্ত্রণ ও ভোগ্য বস্তু ভোগ করার বাসনা ত্যাগ হলে আপনি ভগবানের রূপকে হৃদয়ে ধারণ করতে পারবেন।

৭) ধারণা যখন প্রগাঢ় হবে তখন ধ্যনস্থ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায় এই অবস্থা যোগী জীবনের প্রকৃত আনন্দ পেতে শুরু করে।

৮) সমাধি ধ্যানের মাধ্যমে যখন আপনার আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার যোগ হয় বা মিলন হয় তখন যোগীর সমাধিস্থ হয়। সে তখন আর জড় জগতে ফিরতে চায় না বা জড় জগতের কোনও কর্ম বা আনন্দের সাথে লিপ্ত হতে চায় না।

এই হল সংক্ষেপে অষ্টাঙ্গ যোগ সাধনা। আজকাল ধ্যান শিক্ষার জন্য কিছু কিছু জায়গা আছে। কিন্তু ধ্যানের আগে যোগীকে আগের ধাপগুলি পেরুতে হবে, তা না হলে চঞ্চল মন নানান চিন্তা করতে করতে ধ্যান না হয়ে ছোট রকম ঘুম হবে। সবাই ধ্যানের সময় ঘুমোয়।

আর একটি বিষয় যোগ— এখানে যোগের প্রকৃত অর্থের অপব্যাখ্যা হচ্ছে। বর্তমানে যোগ মানে যেন শরীরচর্চা শরীরকে আরও কিভাবে সুস্থ রেখে আরও কিভাবে জড়জাগতিক ভোগ করা যায় তার জন্য যোগের অভ্যাস বা যোগচর্চা শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু যোগ মানে তো শুধু শরীর চর্চা নয়। যোগ মানে ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার প্রচেষ্টা। যোগ মানে সংযোগ– দুটি জিনিসকে যুক্ত করা— মিলন ঘটানো। মায়ের কোলে শিশু থাকে সেটাও যোগ এখানে মা ও শিশু দুজনে আনন্দ উপভোগ করে। স্বামীও স্ত্রী মিলন এটাও যোগ এখানে স্ত্রী–পুরুষ মিলনের মাধ্যমে বা যোগের মধ্যে আনন্দ উপলব্ধি করে। কিন্তু এই সব আনন্দ সাময়িক। যোগ মানেই দুটি বস্তুর (দুটি জড় পদার্থ বা সূক্ষ্ম) মিলন।

আমাদের দেহের মধ্যে দুটি আত্মা আছে একটি জীবাত্মা আরেকটা পরমাত্মা– যোগের প্রকৃত উদ্দেশ্য হল ধ্যানের মাধ্যমে জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলন ঘটানো। সেটা ঘটানো হলে চরম আনন্দ লাভ হয়। শরীর স্বাস্থ্য ঠিক রেখে শারীরিক যে ভোগ হয় তা সাময়িক কিন্তু জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার যে মিলন তার ফলে যে সুখ পাওয়া যায় তা অনন্ত, অসীম। যোগী তখন জড় আনন্দ পেতে চায় না। আর সেটাই হল যোগের মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু দুঃখজনকভাবে বর্তমানে যোগের উদ্দেশ্য হয়েছে শরীরচর্চা – যাকে যোগ না বলে শরীর চর্চা বা ব্যায়াম বা যোগাসন বলা যায়। আসল যোগ মানে জীবাত্মার সাথে পরমাত্মার মিলন সুখ সেটা বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় বেশ কঠিন যোগ সাধনা। কষ্টকর যোগ সাধনা। এই ধ্যানযোগ বা যোগসাধনার বিষয়ে ভগবান গীতায় ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিশদ বিবরণ দেওয়া আছে। সেখানে ভগবান প্রথমেই বললেন–

অনাশ্রিত কর্মফলং কার্যং কর্ম–করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরাগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ।।

যিনি কর্ম ত্যাগ করেছেন, দৈহিক কমেন্দ্রিয়গুলিকে নিশ্চেষ্ট করেছেন, তিনি সন্ন্যাসী বা যোগী নন। বরং যিনি কর্ম ফলের প্রতি আসক্ত না হয়ে তার নিত্য কর্তব্য কর্ম করেন তিনি যথার্থ সন্ন্যাসী ও যোগী।

অষ্টাঙ্গ যোগ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে জ্ঞান দেবার পর অর্জুন ভগবানকে বললেন হে কৃষ্ণ আমার মন এত চঞ্চল যে আমার পক্ষে ধ্যান করা কঠিন। ভাবুন অর্জুনের মত ব্যক্তিরা বলছেন মন চঞ্চলতা হেতু ধ্যান করা কঠিন। সে ক্ষেত্রে আমরা ধ্যান করতে গেলে আমাদের কি হবে ভাবুন। তাই অষ্টাঙ্গ যোগের মাধ্যমে মুক্তিলাভ বা ভগবানের সাযুজ্য লাভ অনেক কঠিন। তার চেয়ে নিষ্কামভাবে কর্ম করিও কর্ম ফলের আশা ত্যাগ করে ভগবানের কাছে নিজেকে সমর্পণ করা অনেক সহজ ও আনন্দদায়ক পথ। সেই পথ— কর্মন্যে বাধিকারস্তে মা ফলেসু কদাচন।।

অধরা বিশ্বকাপের জ্বালা মেটাবে কোপা?

কমল নস্কর

একটুর জন্য বিশ্বকাপ হাতছাড়া হয়েছিল তার। প্রবল শক্তিশালী জার্মানির বিরুদ্ধে ভালো খেলেও শেষ মুহূর্তের গোলে হারতে হয়েছিল আর্জেন্টিনাকে। মারাদোনার সঙ্গে বিশ্বকাপ জিতে আর এক আসনে বসা সম্ভব হয়নি লিওনেল মেসির পক্ষে। দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর সুযোগ আবারও তার সামনে। সৌজন্যে লাতিন আমেরিকার শ্রেষ্ঠ ফুটবল প্রতিযোগিতা কোপা আমেরিকা। যা ঘরে তুলতে বদ্ধপরিকর টিম আর্জেন্টিনা তথা মেসি। আসলে চিলির সঙ্গে ফাইনাল নামমাত্র। গোটা বিশ্বকে প্রমাণ করার চাহিদা এখন ভরপুর মেসির মধ্যে। ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেট অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো পরিণতি মেসির হোক এটা চাননা কোনও ফুটবল প্রেমীই। উল্লেখ্য, সৌরভের নেতৃত্বে ভারত একের পর এক টুর্নামেন্ট তথা বিশ্বকাপের আসরে শিখরে থাকলেও কাপ জিততে ব্যর্থ হয়েছে বার বার। এই জায়গা থেকেই মেসির পরীক্ষা। বিশ্বকাপের খরা যদি কাটাতে না পারেন, চিলির কাছে যদি কোপা ফাইনালে হার মানতে হয় তবে কিন্তু মেসির নামের আগে 'চোকার্স' বদনাম বসে যাবে চিরতরে। সে তিনি যতই ফুটবল বিশ্বের সেরা প্লেয়ার হিসেবে সফল হোন না কেন।

ক্লাব ফুটবলে ট্রফি জেতার আলো ঢেকে দিতে পারবে না দেশের হয়ে সাফল্য না পাওয়ার অন্ধকারকে। শনিবার গভীর রাতে সারা পৃথিবীর ফুটবলপ্রেমী চোখ রাখবেন টিভির পর্দায় দুনিয়ার নানা প্রান্তে। বলাবাহুল্য ভারতীয় ফুটবলের মক্কা কলকাতার ফুটবলপ্রেমীরা বরাবরের জন্য লাতিন আমেরিকার ফুটবল ঘরানার ভক্ত। সেই সমর্থনে ব্রাজিলের প্রতি আবেগ বেশি থাকলেও মারাদোনার আবির্ভাবের পর থেকে ভালো মতো ভাগ বসিয়েছে আর্জেন্টিনা। মারাদোনা বিশ্বকাপ জিতলেও দলকে কোপা আমেরিকা এনে দিতে পারেননি। এমনকী ফুটবল সম্রাট পেলে পর্যন্ত ব্রাজিলকে কোপা জেতাতে পারেননি। সেদিক থেকে মেসির নেতৃত্বে আর্জেন্টিনা যদি চিলিকে হারাতে পারে তবে এক অন্য ধরনের রেকর্ড গড়বে তারা। এখনও পর্যন্ত দল হিসেবে চিলিও কোনও অংশে কম যাচ্ছে না। তবে ওস্তাদের মার শেষ রাতে কে মারবে তা নিয়ে জল্পনা চলছে সর্বত্র। মেসির পাশে আগুইরো, দি মারিয়াদের মতো নামগুলি খুব ফিকে লাগে যতই তারা গোল করুক না কেন। অনেকটা মারাদোনার পাশে বুরুচাগা, ভালদানোদের মতো এদের উপস্থিতি মেসির পাশে। বাজিমাত করতে কিন্তু তিনিই একমাত্র ভরসা নীল-সাদা জার্সিধারী।

তারকা হওয়ার অপেক্ষায় জাতীয় সাঁতারে সাড়া ফেলে দিয়েছেন তিয়াশা

মলয় সুর

চুঁচুড়ার কনকশালীর বাড়িতে একের পর এক প্রতিবেশি ও স্কুলের বান্ধবীরা এসে অভিনন্দন জানিয়েছে ওকে। চুঁচুড়া বালিকা শিক্ষা মন্দিরের বড়দি সুচিত্রা ঘোষ তিয়াশাকে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানায়। এমন কি স্কুলের গেম টিচার শিবানী সেনগুপ্ত ও ঝুমা সরকার তাঁর সাফল্যে দারুণ খুশি হয়েছেন। সদ্য পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকে সারা বাংলা জাতীয় জুনিয়র সাঁতার প্রতিযোগিতায় চুঁচুড়া বালিকা শিক্ষা মন্দির স্কুলের দশম শ্রেণির এই ছাত্রীটি বাংলাকে সোনা এনে দিয়েছে। এর মধ্যে তিয়াশা মন্ডল ৪টি ইভেন্টের মধ্যে ১৫০০ মিটার ফ্রিস্টাইল ও ৮০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে প্রায় ৪০০ মি ফ্রিস্টাইলে ব্রোঞ্জ এবং ২০০ মিটার বাটারফ্লাইতে সোনা পেয়ে বাংলার মধ্যে সেরা সাঁতারু হন। এখন সে শুধু স্বল্প দৈর্ঘ্যের সাঁতারেই নিজের কর্তৃত্ব কায়েম করছে না। দূরপাল্লার সাঁতারেও নিজের প্রতিভার পরিচয় দিয়েছে। কিশোরী তিয়াশা রাজ্যস্তরে এখন প্রথম শ্রেণির কয়েকজন মহিলা সাতারুর মধ্যে নিজের আসন পাকা করে নিয়েছে। তার কোচ নির্মল দত্ত মনে করেন চিনসুরা সুইমিং ক্লাবে তার কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের অন্যতম তিয়াশা। একসময় তার কোচ ছিল লক্ষণ ঢেঁকি। ছেলেবেলা থেকেই জলের প্রতি অদ্ভুত টান ছিল মেয়েটির। জলের প্রতি মেয়ের প্রবল ঝোঁক দেখে বাবা তাকে ভর্তি করে দেন চিনসুরা সুইমিং ক্লাবে। সেই শুরু সাঁতাদের প্রথম পাঠ শেখা।

মেয়েটি সেই বয়স থেকেই জাতীয় স্তরে অংশগ্রহণের পালা শুরু। স্কুল, জুনিয়র, রাজ্য, জেলাস্তর মিলিয়ে প্রায় ২৫-২৮টা সাঁতারে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে এই তিয়াশা। এমনকি সিনিয়র পর্যায়েও নিজের পরিচয় দিয়েছে। এখন তার লক্ষ্য ইংলিশ চ্যানেল পেরিয়ে ইতিহাসে ঢুকে পড়ার রাস্তা। সেই কারণে আগামী বছর মাধ্যমিক পরীক্ষার পরই সাত সমুদ্রের একটা ইংলিশ চ্যানেল পার হওয়ার জন্য পুরোদমে প্র্যাকটিস শুরু করবে। ২০১০ সালে ব্যাঙ্গালোরে জাতীয় সাব জুনিয়র সাঁতারে বাটার ফ্লাই ও ফ্রিস্টাইল ইভেন্টে প্রথম হয় তিয়াশা। তাই রাজ্য সাঁতার অ্যাসোসিয়েশন ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে তিয়াশাকে সংবর্ধনা দেয়। তবে ২০১১ সালে বেলেঘাটা সুভাষ সরোবরে সারা বাংলা সাঁতার প্রতিযোগিতায় ১০০ মিটার বাটার ফ্লাই ইভেন্টে প্রথম স্থান এবং ২০০ মিটার ফ্রিস্টাইলেও প্রথম হয়ে রেকর্ড গড়ে সোনা জিতেছেন। এর সুবাদে ওই বছর মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে ন্যাশানাল সাব-জুনিয়র সুইমিং গেমসে বাংলা দলে অংশ নেয়। ২০১৪ সালের নভেম্বরে মুম্বাইয়ে আরব সাগরে ইন্ডিয়ান নেভি দিবস উপলক্ষে ১০ কিমি সাঁতার প্রতিযোগিতায় তিয়াশা সপ্তম স্থান অধিকার করে। বাংলা থেকে একমাত্র তিয়াশা অংশগ্রহণ করে। উত্তাল সমুদ্রকে লক্ষ্য করে এগিয়ে চলেছেন। তমলুক সুইমিং ক্লাবে জাতীয় সাঁতার প্রতিযোগিতায় বাংলার মুখ উজ্জ্বল করেন রূপম মোদক, কুশল দাস ও শেখ সাজ্জিদ। এবারের জাতীয় সাঁতারে নিজেদের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছেন। সোনা পাওয়া সাঁতারু তিয়াশার প্রিয় ইভেন্ট বাটার ফ্লাই। তবে তিয়াশা এক সাধারণ নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার থেকেই উঠে আসছেন। পেট ভরে ঠিকমতো খাওয়া হয় না। আর্থিক সঙ্কট নিত্যসঙ্গী করে নিজের দক্ষতায় সেরা হয়েছে। বাবা অভিজিৎ মন্ডল সামান্য ব্যবসা করেন। মা সবিতা মন্ডল তিয়াশার প্রেরণা। তার জন্যই সাঁতারটা সে চালিয়ে যেতে পারছেন সমানতালে 'দাদা' অরিজিৎ তাকে উৎসাহিত করেন। পুরো পরিবারটা সাঁতারের জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। আগামী জুলাই মাসে পুনেতে জাতীয় সাঁতারে অংশগ্রহণ করতে জোরকদমে প্রস্তুতি চলছে। তার দিকে তাকিয়ে তিয়াশা।

জাতীয় সন্তরণ প্রতিযোগিতা আগামী ১৩ থেকে ১৯ জুলাই পুনে সাই কমপ্লেক্সে ছেলে ও মেয়েদের সাব-জুনিয়র ও জুনিয়র বিভাগে অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে সাব জুনিয়র গ্রুপে হুগলির মেয়েদের মধ্যে ডাইভিংয়ে মৌপ্রিয়া মিত্র একমাত্র অংশগ্রহণ করছে। সে চিনসুরা সুইমিং ক্লাবের সফল ডাইভার। সেখানে সাঁতারের সঙ্গে ডাইভিং, ওয়াটার পোলো থাকছে। পাড়ার পুকুরে গরমে জলকেলি করতে অনেককেই দেখা যায়। কিন্তু শুধুমাত্র সাঁতারকে কেরিয়ার হিসেবে নিয়ে এগোবার অভিরুচি খুব কম মানুষের মধ্যেই থাকে। আসলে এর জন্য যে একাগ্রতা, নিষ্ঠা, সংযম এবং ধৈর্য্যের পরীক্ষা দিতে হয় তা থেকে বিরত থাকেন অনেকেই। যারা সেই বাধা অতিক্রম করতে পারে তারাই ভবিষ্যতের তিয়াশা হয়ে উঠবে নিঃসন্দেহে।

ইডির জেরায় নারায়ণস্বামী শ্রীনিবাসন

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ আইপিএল স্পট ফিক্সিংকাণ্ডে বারবার তাঁর নাম উঠলেও তদন্তকারীদের আতসকাচের তলায় তাঁকে পড়তে হয়নি কখনও। ললিত মোদি-বিতর্কে কিন্তু পাল্টে গেল ছবিটা। এবার এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের জেরার মুখে স্বয়ং নারায়ণস্বামী শ্রীনিবাসন। ভারতীয় বোর্ডের একসময়ের অধীশ্বর। প্রাক্তন আইপিএল কমিশনারের বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতির মামলায় এদিন শ্রীনিকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে ইডি। ইডিসূত্রে খবর,বৃহস্পতিবার মুম্বইয়ে ইডি-র দফতরে আসেন শ্রীনিবাসন। প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে তাঁকে জেরা করেন ইডির অফিসারেরা। ভারতীয় বোর্ডের তরফে যেহেতু শ্রীনিই মোদির বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে এফআইআর করেছিলেন, তাই এদিন তাঁর বয়ান রেকর্ড করা হয়।

২০০৮ আইপিএলের সম্প্রচার স্বত্ব বাবদ ৪২৫ কোটি টাকার আর্থিক নয়ছয়ের অভিযোগ ওঠে ললিত মোদির বিরুদ্ধে।

২০০৯ সালে ফেমা-র আওতায় ঘটনার তদন্ত শুরু করে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। ২০১০ সালে ভারতীয় দণ্ডবিধির একাধিক ধারায় ললিত মোদির বিরুদ্ধে চেন্নাইয়ে এফআইআর করে বিসিসিআই। এরপর তাঁর বিরুদ্ধে আর্থিক নয়ছয়ের অভিযোগ আনে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট।

শ্রীনিকে জেরার পর কি উঠে আসবে কোনও নতুন তথ্য? কোনদিকে গড়াবে ললিত মোদী বিতর্কের জল? উত্তরের অপেক্ষায় ক্রিকেটমহল।

এদিকে ললিত মোদি একের পর এক বোমা ফাটানোর পর থেকে ভারতীয় ক্রিকেটে একরকম ত্রাহি ত্রাহি রব পড়ে গিয়েছে। ললিত মোদির আক্রমণের অন্যতম নিশানা সুরেশ রায়না ইতিমধ্যেই ললিতের বিরুদ্ধে আদালতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আগামী দিনে অন্যান্য অভিযুক্তরাও একই পথে হাঁটতে পারে বলে শোনা যাচ্ছে। ফলে ক্রিকেটের পরিধির বাইরে গিয়ে এখন আদালত সমীপে টিম ইন্ডিয়া।

আমরাও এবার হোয়াটস অ্যাপে

আপনার এলাকার যে কোনও খবর, ছবি, ভিডিও ক্লিপিং পাঠিয়ে দিন আমাদের অ্যাপস অ্যাকাউন্টে কারণ আপনারাই এখন **হোয়াটস অ্যাপ রিপোর্টার।**

চিঠি মেলের দিন শেষ

এবার আপনার মতামত, ভালো লাগা, খারাপ লাগা সবই এক মুহূর্তে পাঠাতে পারেন আমাদের অ্যাপসে

আমাদের নম্বর ৯০৩৮৬৪০০৩০

মনের খেয়াল

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

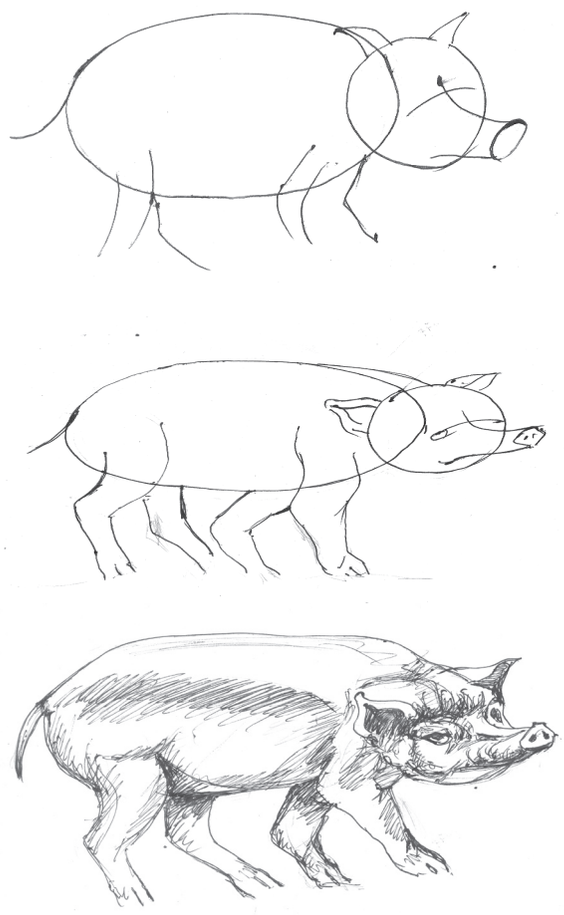

ধাঁধা

সকালে আছি বিকালে নেই,
আছি সবার আগে,
আমার পরে আর শেষের আগে যে, আছে সে খবরে।
গলিতে আছেন মধ্যমণি,
মধ্যে আছেন লেজটি,
পাঁচজন মিলে জমজমাটি বলতো সেটা কী?

এসএমএস-এর মাধ্যমে উত্তর পাঠাও ৬-১২ তারিখের মধ্যে ৯০৩৮৬৪০০৩০ এই নম্বরে। ঠিকানা ও বয়স লিখতে ভুলবে না।

গত সংখ্যার ছবিতে জব্দর উত্তর

(১) ক্লিপ কম (২) মোজা ছোট (৩) অ্যান্টেনা ভাঙা (৪) টাবের কাপড় আলাদা (৫) পাখির অবস্থান আলাদা (৬) মহিলার গাউনে কালো ডট

লিপ সেকেন্ড ঃ তোমরা কী জানো?

জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়

তোমরা অনেকে হয়তো জানো না যে গত ৩১ জুন রাতে একটু বেশি ঘুমিয়েছ। কেন? কারণ, সে রাতে ছিল লিপ সেকেন্ড। না, না ভুল বলিনি, লিপ ইয়ার নয়, লিপ সেকেন্ড। লিপ ইয়ার কী তা তো তোমরা জানো। কিন্তু লিপ সেকেন্ড বলেও একটা ঘটনা ঘটে। যেমন গত ৩০ জুন ২০১৫ রাত বারোটার পরেই ১ জুলাই হয়নি। হয়েছে রাত বারোটার এক সেকেন্ড পর।

আসল ঘটনা তাহলে বলি শোন। তোমরা তো জান, চব্বিশ ঘণ্টায় এক দিন, আর জানো ষাট মিনিটে এক ঘণ্টা এবং ষাট সেকেন্ড-এ এক মিনিট। তাহলে কী দাঁড়াল? ৮৬৪০০ সেকেন্ড-এ ২৪ ঘণ্টা বা এক দিন। দিনের ধারণাটা কোথা থেকে এসেছে? এসেছে পৃথিবীর আহ্নিক গতি থেকে। তার অর্থ, পৃথিবী তার অক্ষের চতুর্দিকে এক পাক ঘুরতে সময় নেওয়া উচিত ৮৬৪০০ সেকেন্ড। কিন্তু বিজ্ঞানীদের বক্তব্য, গত ১৮২০ সাল থেকে নাকি নিজের অক্ষ পরিক্রমণ করতে পৃথিবীর লাগছে ৮৬৮০০.০০২ অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টার থেকে প্রায় দুই মিলি সেকেন্ড বেশি। সে জন্যই গত ১৯৭২ সাল থেকে কোনও বছরে ৩০ জুন আবার কোনও বছরে ৩১ ডিসেম্বর লিপ সেকেন্ড ঢুকিয়ে পৃথিবীর গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে ঘড়ি মেলানো হয়।

১৯৭২ সাল থেকে গত ৩০ জুন পর্যন্ত মোট ২৬ বার (জুনে ১১ বার, ডিসেম্বরে ১৫ বার) এই লিপ সেকেন্ড হয়েছে। লিপ ইয়ারের যেমন একটা নিয়ম আছে লিপ সেকেন্ড-এর তেমন কোনও নিয়ম এখনও পর্যন্ত নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। এর কারণ এই যে পৃথিবীর আহ্নিক গতি কখন কত থাকবে তা আগে থেকে জানা সম্ভব হচ্ছে না। ১৯৭২ সালে বছরে দু'বার লিপ সেকেন্ড হয়েছে। কিন্তু, ১৯৮০, ১৯৮৪, ১৯৮৬, ১৯৮৮, ১৯৯১, ১৯৯৬, ১৯৯৯ থেকে ২০০৪, ২০০৬, ২০০৭, ২০০৯, ২০১১, ২০১৩, ২০১৪ সালে কোনও লিপ সেকেন্ড হয়নি।

নিলয় ব্যানার্জী, ইন্টার লিঙ্ক ক্যালকাটা

তোমরাও এমন ছোট ছোট গল্প ও কবিতা পাঠাও। ভালো হলে ছাপা হবে তোমাদের এই মনের খেয়াল বিভাগে। নাম জানাতে ভুলো না কিন্তু।

খুদে বন্ধুরা তোমাদের আঁকা ছবি, ছড়া, ছোটগল্প ও মজার অভিজ্ঞতার কথা পাঠাও পত্রযোগে অথবা ই-মেলে পাঠাও বাংলা ওয়ার্ডে বা JPEG ফরম্যাটে

Owner: Nikhil Banga Kalyan Samity. Printer & Publisher Sudhir Nandi. Published from 57/1A, Chetla Road,Kolkata- 27 and printed from Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri. Fax No. 033-2479-8591, Email: alipur_barta@yahoo.co.in, alipurbarta1966@gmail.com

সত্বাধিকারী : নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি। প্রকাশক ও মুদ্রক : সুধীর নন্দী। নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। যোগাযোগের ঠিকানা : ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭, ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৪৭৯-৮৫৯১, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in, সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক।